ভারতবিদ্যাবিহার—২

অশোকলিপি

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন

এম. এ., বি. এল., পি-এচ্.ডি (হামবুর্গ)
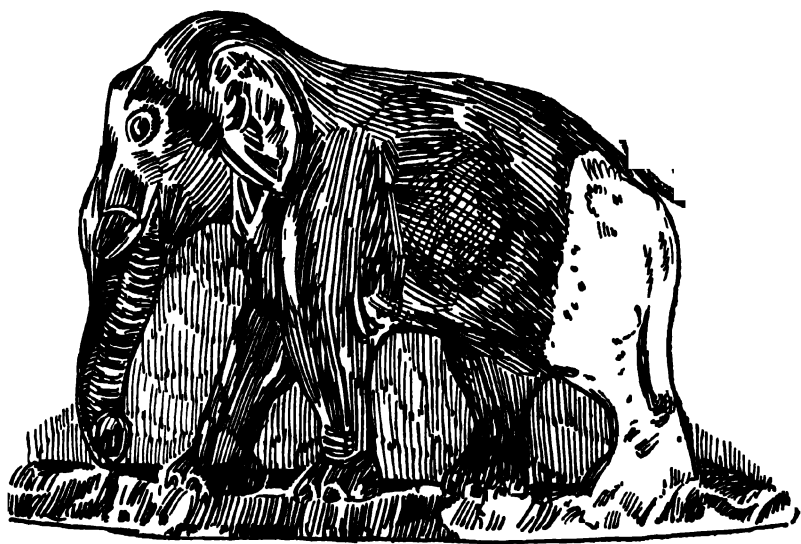
ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিটি সোসাইটি

২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৪

নিবেদন

এই পুস্তকের রচনা মহামহোপাধ্যায় আচার্য শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ পাণ্ডুলিপি শোধন কালে অনেক সমস্যার আলোচনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়াছেন। পাণ্ডুলিপি-মানচিত্র-চিত্রাদি প্রণয়নে শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত সমিত্রবান্ধবে নানাবিধ আনুকূল্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমার ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রকাশকবর্গ অনতিদূর ভবিষ্যতে এই পুস্তকের ইংরেজি সংস্করণও মুদ্রণেচ্ছায় মানচিত্রগুলির শব্দাদি ইংরেজিতেই করাইয়াছিলেন। তাহাতে বাঙালী পাঠকবর্গের কোন অসুবিধা হইবে না, আশা করা যায়।

অমূল্যচন্দ্র সেন

সূচী

চিত্র ও মানচিত্র

গ্রন্থপরিচয়

A. Cunningham সম্পাদিত Inscriptions of Asoka (*Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. I., ১৮৭৭) গ্রন্থে অশোকলিপিগুলি প্রথম একত্র প্রকাশিত হয়। ইহা এখন আর ব্যবহৃত হয় না, কারণ পরবর্তী কালের আলোচনা ও গবেষণার ফলে লিপিগুলির পাঠ ও অর্থ, দুইয়েরই গ্রহণে অনেক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে।

E. Senart প্রণীত Les Inscriptions de Piyadasi (ফরাসি, ১৮৮১—৮৮, পরে ইংরেজিতেও অনুবাদ হয়)। ইহা মূল্যবান গ্রন্থ হইলেও এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত "অশোক চরিত", ৩য় সংস্করণ, ১৯১০।

চারুচন্দ্র বসু প্রণীত "অশোক বা প্রিয়দর্শী", ১৯১১।

" " ও ললিতমোহন কর প্রণীত "অশোক অনুশাসন", ১৯১৫। ইহাতে বাংলা অনুবাদ ছিল।

রামাবতার শর্মা প্রণীত "প্রিয়দর্শিপ্রশস্তয়:", ১৯১৫। ইহাতে সংস্কৃত অনুবাদ ছিল।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি কানিংহামের গ্রন্থাবলম্বনে রচিত। তাহার পর অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার ও আলোচনা-গবেষণা হওয়ার ফলে এগুলি পুরাতন পর্যায়ান্তর্গত হইয়াছে।

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লিপিগুলি পুনঃপ্রকাশ করেন, ১৯২০।

গৌরীশংকর হীরাচাঁদ ওঝা ও শ্যামসুন্দর দাস প্রণীত "অশোককী ধর্মলিপিয়াঁ", ১৯২৩। ইহাতে সংস্কৃত ও হিন্দি অনুবাদ ছিল।

A. C. Woolner প্রণীত Asoka Text and Glossary, ১৯২৪। ইহার শব্দসূচীতে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

E. Hultzsch প্রণীত Inscriptions of Asoka (*Corp. Inscript. Indic.*, Vol. I., new Ed. 1925). ইহাই এখন শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক গ্রন্থরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহাতে গৃহীত পাঠ ও অর্থেরও বর্তমানে স্থানে স্থানে সংস্কার প্রয়োজন।

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলির প্রকাশের পরে য়েরৃরাগুডিতে প্রাপ্ত লিপিগুলির বিবরণ আছে :

Archaeological Survey Report, 1928-29 এবং Ind. Hist. Quarterly, March, 1937.

পাল্‌কীগুণ্ডু ও গবীমঠে প্রাপ্ত লিপিগুলির বিবরণ আছে :

R. L. Turner প্রণীত Hyderabad Archaeological Series, no. 10.

দীনেশচন্দ্র সরকার প্রণীত Select Inscriptions, Vol I, ১৯৪২। ইহাতে সংস্কৃত অনুবাদ আছে।

বেণীমাধব বড়ুয়া প্রণীত Inscriptions of Asoka, Vol. II, ১৯৪৩।

J. Bloch প্রণীত Les Inscriptions d'Asoka, ফরাসি, ১৯৫০।

লিপিগুলির ভিত্তিতে অশোক সম্বন্ধীয় বিবিধ আলোচনা আছে :

V. A. Smith প্রণীত Asoka, ৩য় সংস্করণ, ১৯২০।

J. M. Macphail প্রণীত Asoka, ৩য় সংস্করণ, ১৯২৮।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Asoka, ১৯২৮।

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রণীত Asoka, ২য় সংস্করণ, ১৯৩২।

সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "অশোক", ১৯৪০।

বেণীমাধব বড়ুয়া প্রণীত Asoka and his Inscriptions, ১৯৪৬।

প্রবোধচন্দ্র সেন প্রণীত "ধর্মবিজয়ী অশোক", ১৩৫৪ (= ১৯৪৭)।

সাংকেতিক চিহ্ন

টি = টিপ্পনী

তু = তুলনা করুন

দে = দেখুন

পা = পালি

প্রা = প্রাকৃত

লা = লাইন

সং = সংস্কৃত

√ = ধাতু, যেমন √কৃ = কৃ – ধাতু।

< = দুই শব্দের মধ্যে এই চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দ হইতে জাত বা নিষ্পন্ন, যেমন কাজ < কার্য।

> = দুই শব্দের মধ্যে এই চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দের জনক বা নিষ্পাদক, যেমন কার্য > কাজ।

* = যে সকল শব্দের ব্যবহার না থাকিলেও তাহা আনুমানিক নিষ্পাদন করা যায়, সেরূপ শব্দের আরম্ভে এই তারকা চিহ্ন যোগ করা হইয়াছে।

( ) = অনুবাদে এই ছোট বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলি মূল লিপিতে নাই, কিন্তু আধুনিক বাংলা বাক্যরীতিতে বা অর্থসৌকর্যার্থে উহা প্রয়োজন।

(( )) = মূল প্রা. লিপিগুলিতে (পরিশিষ্টে প্রদত্ত) এই দ্বিগুণিত ছোট বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলি প্রধান লিপিতে ভাঙিয়া বা অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা অন্যত্রের লিপি হইতে দেওয়া হইয়াছে।

[ ] =যে সব শব্দ প্রধান লিপিতে নাই কিন্তু অন্য কোনও স্থানের লিপিতে আছে, তাহা বা তাহার অনুবাদ এই বড় বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

" =মূল লিপিতে ব্যবহৃত কোন কোনও প্রা. শব্দের সংস্কৃত প্রতিরূপ টিপ্পনীতে এই দ্বিগুণিত উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

সিংহাবলোকন

১. অশোকলিপির শ্রেণীবিভাগ

মৌর্যবংশীয় রাজা অশোক (আনুমানিক খ্রী. পূ. ২৬৯—২৩২) সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা যাহা জানেন, অশোকের নিজের শিলালিপিগুলিই তাহার মূল ও প্রধান উপাদান।

বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধ কিংবদন্তীতে অশোকের বিষয়ে যত কিছু বর্ণিত আছে তাহা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গ্রহণীয় বা বিশ্বাস্য নয়। প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ এই লিপিগুলিকে ভক্ত ও পক্ষপাতীরা মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী বা যুগে যুগে পুনর্লিখিত পুঁথির মত নিজ নিজ রুচি বা কল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তন করিতে বা বাড়াইতে পারেন নাই; লিপিগুলি অশোকের জীবিতকালে যেমন, এখনও ঠিক তেমনই আছে।

পণ্ডিতেরা মনে করেন অশোকের লিপিগুলিতে অনেক ব্যক্তিগত কথা এমন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ও অকপটে বলা হইয়াছে যাহা কোনও মন্ত্রী বা পারিষদ্, কর্মচারী বা বন্ধুর পক্ষে রাজার হইয়া লেখা সম্ভব নয়। অশোক নিজেই লিপিগুলির রচয়িতা ছিলেন; নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি এই লিপিগুলিতে পাথরের উপর তাঁহার নিজের মনের কথা বা আত্মচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য মূল বক্তব্যের ভাব ও ভাষা অশোকের স্বকীয় হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, অশোক মৌখিক যাহা বলিয়া দিতেন

তাহাই রাজকীয় লিপিকর (Scribe) কর্তৃক বিধিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 'দেবগণের প্রিয়......এইরূপ বলিয়াছেন' প্রভৃতি প্রারম্ভবাক্যগুলি, প্রথম-পুরুষে উক্তিগুলির কিছু ও লিপিপ্রচার সম্বন্ধীয় উপদেশাবলী লিপিকর ও মন্ত্রীদের রচনা বলিয়াই মনে হয়, যদিও তাহা অশোকের মৌখিক নির্দেশ ও ভাব অনুসারেই করা হইত।

পূর্ব ও অতিদক্ষিণ ভাগ ছাড়া ভারতের প্রায় অন্য সর্বত্র অশোকলিপি-গুলির কোনটি না কোনটি পাওয়া গিয়াছে। এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এমন কোনও লিপি অদ্যাবধি কোথাও লুক্কায়িত থাকা অসম্ভব নয়— যেমন অন্যান্য লিপিগুলির অনেক দিন পরে য়েরূরাগুডির (১৯২৯) এবং পাল্‌কীগুণ্ডু ও গবীমঠের (১৯৩১) লিপিগুলি জনহীন পাহাড়ের মধ্যে পাওয়া যায়। এখন সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এমন লিপিও যে অনেক ছিল তাহা নিঃসন্দেহ — যেমন হিউয়েন ৎসাং খ্রী. ৭ শতকে রাজগৃহে লিপিসমন্বিত প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ যে অশোকস্তম্ভটি দেখিয়াছিলেন, তাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে।

বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীতে এবং প্রথম-ধর্মপ্রচারস্থান ঋষিপত্তন-মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) অশোক যেমন স্তম্ভস্থাপনা ও লিপি উৎকীর্ণ করিয়া-ছিলেন, সেরূপ বুদ্ধের সিদ্ধিলাভস্থান বুদ্ধগয়ায় ও মৃত্যুস্থান কুশীনগরেও নিশ্চয় স্তম্ভস্থাপনা হইয়াছিল মনে হয়। বুদ্ধজীবনের সঙ্গে গাঢ় সংশ্লিষ্ট রাজগৃহ নগরে যেমন, তেমনি শ্রাবস্তী ও বৈশালীতেও খুব সম্ভবত স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা প্রভৃতি সে যুগের প্রধান প্রধান নগরেও যে অশোক স্তম্ভস্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিউয়েন ৎসাং সমগ্র ভারতে যে ষোলটি অশোকস্তম্ভ দেখিয়া-ছিলেন বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখন আমরা দেখিতে পাই।

এখন যে লিপিগুলি পাওয়া যায় সেগুলি গিরিগাত্র বা শিলাফলক বা শিলাস্তম্ভ বা গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ। এই ঘটনা এবং লিপিগুলির বক্তব্য বিষয় বা দৈর্ঘ্য প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতেরা এই ভাবে তাহাদের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করেন :

ক. গিরিগাত্রে

চৌদ্দটি শিলানুশাসন, Rock Edicts =শি°
দুইটি পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন, Separate Kalinga Rock Edicts =পৃথ°

খ. শিলাফলকে

ছোট শিলানুশাসন, Minor Rock Edict =ছোটশি°
ভাব্রু অনুশাসন, Bhabru Edict =ভা°

গ. স্তম্ভগাত্রে

সাতটি স্তম্ভানুশাসন, Pillar Edicts =স্ত°
সংঘভেদ-স্তম্ভানুশাসন, Schism Pillar Edict =সভে°
রাজ্ঞীর স্তম্ভানুশাসন, Queen's Pillar Edict =রা°
লুম্বিনী স্তম্ভলেখ, Lumbini Pillar Inscription =লু°
নিগালীসাগর স্তম্ভলেখ, Nigalisagar Pillar Inscription =নি°

ঘ. গুহাগাত্রে

দুই বা তিনটি গুহালেখ, Cave Inscriptions =গু°

পরে অনুবাদে রচনাকাল অনুসারে (কয়েক ক্ষেত্রে আনুমানিক) লিপিগুলিকে এই ক্রম হইতে বিভিন্ন ভাবে সাজান হইয়াছে।

২. অশোকলিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান

কয়েকটি ছাড়া অন্য সব লিপিগুলির প্রায় প্রত্যেকটি কিছু কিছু পরিবর্তিত ভাবে একাধিক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাহার বিশদ বিবরণ পরে প্রত্যেক শ্রেণীর লিপিগুলির আলোচনা-সম্পৃক্ত অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে। যে যে স্থানে যে যে শ্রেণীর লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। পাঠক ইহা ১ মানচিত্রের সহযোগে দেখিবেন।

১ মানচিত্র অশোকলিপির প্রাপ্তিস্থান

এলাহাবাদ (-কৌশাম্বী)—স্ত° ; সভে° ; রা°
কলিকাতা (-বৈরাট)- ভাবব্রূ দে.
কাল্‌সী—শি°
কৌশাম্বী—এলাহাবাদ দে.
গবীমঠ—ছোটশি°
গিরনার—শি°
জউগড়—শি° ; পৃথ°
জটিংগ-রামেশ্বর—ছোটশি°
তোপ্‌রা—দিল্লী দে.
দিল্লী (-তোপরা)—স্ত°
দিল্লী (-মীরাট)—স্ত°
ধউলী—শি°; পৃথ°
নিগালীসাগর—নি°
পাল্‌কীগুণ্ডু—ছোটশি°
বরাবর—গু°
বৈরাট—ছোটশি° ; ভাবব্রূ দে.
ব্রহ্মগিরি—ছোটশি°
ভাবব্রূ বা কলিকাতা-বৈরাট—ভা°
মান্‌সেহ্‌রা—শি°
মাস্‌কী—ছোটশি°
মীরাট—দিল্লী দে.
য়েব্‌রাগুডি—শি° ; ছোটশি°
রামপূর্বা—স্ত°
রূপনাথ—ছোটশি°
লউড়িয়া-অররাজ—স্ত°
লউড়িয়া-নন্দনগড়—স্ত°
লুম্বিনী—লু°
শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী—শি°
শিদ্দাপুর—ছোটশি°
সারনাথ—সভে°
সাঁচী—সভে°
সাসারাম—ছোটশি°
সোপারা—শি°

পরে বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রত্যেক লিপির প্রাপ্তিস্থানগুলির নামক্রম পাটলিপুত্র হইতে দূরত্ব অনুসারে দেওয়া হইয়াছে। টিপ্পনীতে ও পাঠান্তর উল্লেখ্‌ সম্পর্কে স্থান-নামের আদ্যাক্ষর দ্বারা সেই সেই স্থানে প্রাপ্ত লিপিগুলি সূচিত হইয়াছে।

৩. অশোকলিপির ভাষা

পাথরের উপর খোদিত হইলেও লিপিগুলির অনেক অংশ এখন ভগ্ন, ক্ষয়িত বা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে অক্ষরের আভাস থাকিলেও আকার উকারাদি চিহ্ন লোপ পাইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের লিপিগুলি মিলাইয়া ও তুলনা করিয়া বহু পরিশ্রমে পণ্ডিতগণ ইহার পাঠোদ্ধারে

সমর্থ হইয়াছেন, যদিও কয়েক স্থানের পাঠ সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নাই।

কাল্‌সী ও সাসারামের লিপিতে কিছু বিরামচিহ্ন থাকিলেও অন্য সর্বত্রই লিপিগুলি শব্দবিভাগ বা বিরামচিহ্ন-বর্জিত একটানা লেখা। আলোচনা ও অর্থবোধের সুবিধার জন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ লিপিগুলিতে বাক্যবিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ-ভাগ বা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেন, যদিও এ বিষয়ে সকলে সর্বত্র একমত নহেন, কারণ বিরামচিহ্নাদির পরিবর্তনে অন্বয় ও ফলে অর্থেরও বিভিন্নতা হয়। অর্থনির্ণয় বিষয়েও পণ্ডিতরা সর্বত্র একমত নহেন।

বিভিন্ন মতের মধ্যে যাহা বর্তমান গ্রন্থকারের বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছে তাহাই এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। অতি প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত বিভিন্ন অর্থ বা পাঠান্তরের উল্লেখ করা হয় নাই। যেখানকার লিপি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট, তাহাই প্রধান লিপিরূপে গণ্য হইয়াছে এবং এক লিপি অস্পষ্ট হইলে অন্যত্রের পাঠের সঙ্গে তুলনা করিয়া শব্দ ও অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। যেখানে পাঠান্তর আছে সেখানে যে শব্দ অধিকাংশ লিপিতে পাওয়া যায়, সেই শব্দকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভিন্নতা থাকিলে টিপ্পনীতে পাঠান্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে। যেখানে কোনও কথা প্রধান লিপিতে নাই কিন্তু অন্য স্থানের লিপিতে আছে, সেখানে তাহা [ ] এই বড় বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

অনুবাদে যথাসম্ভব অশোক-ব্যবহৃত ভাষা রক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তু যেখানে মূলের শব্দাদি সংস্কৃতমূলক হইলেও আধুনিক বাংলায় সহজবোধ্য হয় না, সেখানে প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দই প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং টিপ্পনীতে অশোক-ব্যবহৃত প্রাকৃত শব্দের সংস্কৃতরূপ “ ” দ্বিগুণিত উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। অর্থ-সৌকর্যের জন্য স্থানে স্থানে ( ) ছোট বন্ধনীর মধ্যে শব্দ-যোজনাও করা হইয়াছে।

অশোকলিপিগুলির আধুনিক আলোচনার ইতিবৃত্ত অতি দীর্ঘ ও জটিল এবং তাহা এখনও শেষ হয় নাই। এই পুস্তকে পণ্ডিতগণের গবেষণার

সারফল মাত্র পাঠকের গোচর করা হইল। ভাষাতত্ত্ব ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতদের নানা তর্ক ও আলোচনার উল্লেখ সর্বত্র করা না হইলেও পাঠক যেন মনে না করেন যে এসব বিষয়ে জটিলতা কিছু নাই। কিছু পরিমাণে পালি-প্রাকৃতজ্ঞ যাঁহারা মূললিপিগুলি পড়িতে চাহেন, তাঁহারা টিপ্পনীগুলিতে মূললিপি বুঝিবার পক্ষে অনেক সহায়তা পাইবেন আশা করা যায়।

অশোকলিপিগুলি প্রাকৃত-ভাষায় রচিত, কিন্তু প্রাকৃত ভাষার যে যে রূপ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহা হইতে অশোকলিপিগুলির ভাষা ও ব্যাকরণ অনেক বিষয়ে বিভিন্ন। তাই পণ্ডিতরা অশোকের ভাষাকে 'অশোকলিপির প্রাকৃত' বা 'অশোক-প্রাকৃত' নাম দিয়াছেন। অনুমান হয় যে, অশোক তাঁহার লিপিগুলি সেই সময়ে মগধের রাজকার্যে ব্যবহৃত প্রাকৃতে রচনা করিয়াছিলেন। মূল লিপিগুলি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইয়া সেখানকার সরকারী দপ্তরে সেই সেই প্রদেশে প্রচলিত প্রাকৃতে অনূদিত হইয়া লিপিকরদ্বারা পাথরের উপর খোদাই করা হইত। অনুবাদকরা অশোকের ভাষাতেই স্থানীয় প্রয়োজনে শব্দ ব্যাকরণ বানান প্রভৃতি বিষয়ক পরিবর্তন সংসাধন করিয়া যথাসম্ভব আক্ষরিকভাবে লিপি-গুলির অনুবাদ করিতেন, কিন্তু দেখা যায় যে কয়েক স্থানে অনুবাদকরা অশোকের কথার মর্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অনুবাদে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উপরন্তু অন্য নানাবিধ ভুল করিয়াছে খোদাইকাররা। শিক্ষার অভাব ও অনবধানতাবশত হস্তলিখিত পুঁথি নকল করার সময়ে লিপিকররা যেমন অক্ষর বা শব্দের স্থান-বিপর্যয়, বানান ভুল ও শব্দ যোগ বিয়োগ করে, অশোকের লিপিগুলিতেও খোদাইকাররা সেইরূপ অনেক ভুল করিয়াছে। ইহা অশোক নিজেও লক্ষ্য করিয়াছিলেন (১৪ শি°)।

মৌর্য সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে মগধের আধিপত্যবশত সেই যুগে মগধে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাই সমগ্র সাম্রাজ্যে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া সরকারী দপ্তরের রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহৃত হইত — অশোকলিপিগুলির ভাষার বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রূপ বিবেচনা করিয়া ইহাই অনুমান হয়।

সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারের জন্যই অশোক লিপিগুলি প্রকাশ করিতেন, পণ্ডিতদের জন্য নয়, এবং বহুলোকে দেখিতে পায় এমন প্রকাশ্যস্থানে ও লোক চলাচলের পথে তাহা স্থাপিত হইত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সে যুগে সমগ্র ভারতে সাধারণ লোকেও এই ভাষা মোটামুটি বুঝিতে পারিত।

৪. অশোকলিপির বর্ণমালা

লিপিগুলির মধ্যে মানসেহ্‌রা ও শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ীর লিপি খরোষ্ঠী অক্ষরে এবং বাকি সব স্থানের লিপি "প্রাচীন ব্রাহ্মী" অক্ষরে লিখিত। সাধারণ লোকের সমাগম ও চলাচলের পথে লিপিগুলির স্থাপনা হইতে অনুমান হয়, সেই যুগে সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেই পঠনক্ষম ছিল।

লিপিতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে খরোষ্ঠী লিপির উদ্ভব হয় প্রাচীন সেমীটিক (Semitic) লিপি হইতে। খ্রী. পূ. ৫২২—৪৮৬ পারস্য দেশের রাজা ছিলেন দারয়বউষ। প্রাচীন পারসীয় ভাষা ছিল বৈদিক বা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ-ভগিনী, কারণ প্রাচীন পারসিকগণও আর্যভাষা-ভাষী ছিলেন। দারয়বউষ = সংস্কৃত ভাষায় ধারয়বস্নুঃ বা ধারয়দ্‌বস্নুঃ। গ্রীক হইতে লাটিনের মধ্য দিয়া এই নামটি ইংরেজিতে দাঁড়াইয়াছে Darius। দারয়বউষের হথামনীষ (= সংস্কৃতে সখামণীষঃ, গ্রীকে Achaemenes) নামক পূর্বপুরুষ হইতে সেই বংশের নাম এখন ইংরেজিতে দাঁড়াইয়াছে Achaemenian।

রাজা দারয়বউষ তাঁহার বেহিস্তানের শিলালিপি লেখাইয়াছিলেন যে অক্ষরে, তাহাকে কীলকাকৃতি (cuneiform) বলা হয়। এই অক্ষর জনসাধারণের বৃহৎ ব্যাপারে ব্যবহার হইত কিন্তু রাজকার্যে দারয়বউষের লিপিকররা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সরলতর যে বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন, তাহাকে সেমীটিক লিপির অন্তর্গত আরামাইক (Aramaic) লিপি বলা হয় এবং প্রাচীনলিপি-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন ইহাই সম্ভবত ছিল খরোষ্ঠী লিপির জননী। সে যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারত-সীমান্তের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার অতি নিকট সংস্পর্শ ছিল।

বোধহয় বাঁকা বাঁকা অক্ষর বলিয়া 'খরোষ্ঠী' শব্দের ব্যুৎপত্তি ভারতীয় টীকাকাররা করিয়াছেন খর+ওষ্ঠ অর্থাৎ 'গাধার ঠোঁট' কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্বমতে 'খরোষ্ঠী' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে প্রাচীন সেমীটিক ভাষার 'হরুটুঠ' (=খোদাই করা) শব্দ হইতে। খরোষ্ঠীলিপি লেখা হইত দক্ষিণ হইতে বামে। প্রাচীন ভারতীয় হড়প্পা ও মোহেঞ্জোদড়োর লিপির রহস্য এখনও ভেদ হয় নাই, কিন্তু পণ্ডিতরা মনে করেন সেই লিপিও যে প্রায়ই দক্ষিণ হইতে বামে লেখা হইত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। খরোষ্ঠীতে দীর্ঘস্বরের স্থানে হ্রস্বস্বর লেখা হইত।
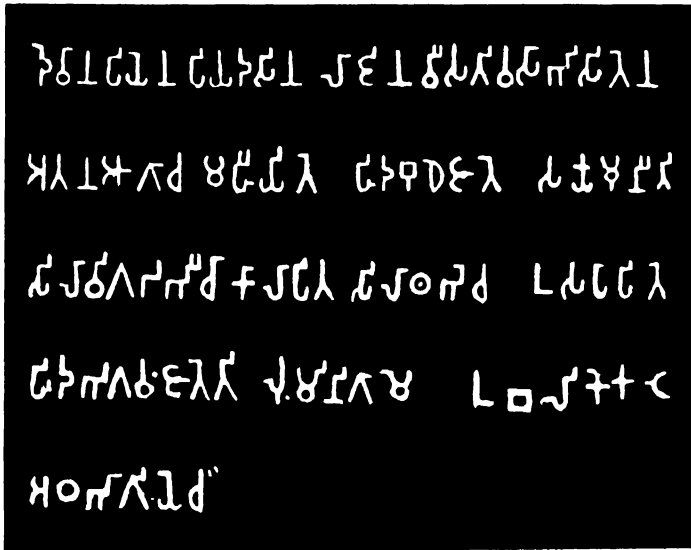
অশোক-যুগের ব্রাহ্মীলিপি — লুম্বিনী স্তম্ভলেখ

পাঠ ও অনুবাদ যথাস্থানে দ্রে.

পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপিরও উদ্ভব হইয়াছিল সম্ভবত প্রাচীন সেমীটিক লিপি হইতে। প্রাচীন ব্রাহ্মী পরবর্ত্তী কালের যাবতীয় ভারতীয় লিপির জননী। এই লিপি লেখা হইত বাম হইতে দক্ষিণে। কেহ

কিন্তু মনে করেন প্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতার লিপি হইতে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়, যদিও এই পরিণতির মধ্যবর্তী সোপানগুলির নিদর্শন এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

আশ্চর্যের বিষয় যে, খ্রীষ্টজন্মের আড়াই হাজার তিন হাজার বৎসর পূর্বে সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতায় লিপির প্রচলন থাকিলেও অশোকের পূর্বে প্রায় এক হাজার দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতে লিপির কোনও নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন মিশর, ক্রীট ও মেসোপটেমিয়ার (তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস নদীদ্বয়ের উপত্যকা) প্রাচীন সভ্যতায় লিপিময় যত দ্রব্য. পাওয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় সিন্ধু-উপত্যকার লিপিনিদর্শন সামান্যই। শীলমোহর ছাড়া কোন বড় লিপি, রাজাদের অনুশাসন বা জনসাধারণের জন্য কোনও প্রকাশ্য লিপি বা কোনও সাহিত্যিক রচনা প্রভৃতির নিদর্শন সিন্ধু-উপত্যকায় একটিও পাওয়া যায় নাই।

অশোকের পূর্বে পাথরের উপর খোদাই করিয়া লিপি প্রকাশেরও কোন চিহ্ন ভারতে আবিষ্কৃত হয় নাই, অথচ খ্রীষ্টজন্মের দুই হাজার আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস উপত্যকার সুমেরীয় (Sumerian) এবং সেমীটিকবংশীয় আক্কাডীয় (Akkadian) জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত সভ্যতার যুগে সে দেশের রাজারা পাহাড়ের পাথরের উপর খোদাই করিয়া লিপিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর খ্রী. পূ. ৬ হইতে ৪ শতকের মধ্যে প্রাচীন পারসীয় হখামনীষ-বংশীয় রাজা দারয়বউষ ও তাঁহার বংশধর ক্ষয়ার্ষা (সংস্কৃতে ক্ষয়ার্ষাঃ, গ্রীক হইতে লাটিনের মধ্য দিয়া ইংরেজিতে Xerexes), অর্তক্ষসসৃষা (সংস্কৃতে ঋতক্ষত্রঃ, গ্রীক-লাটিন-ইংরেজিতে Artaxerexes) প্রভৃতি রাজারাও পাথরের উপর খোদাই করিয়া অনেক লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অশোকের কিছু পূর্বে, অর্থাৎ আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ের প্রাক্কাল পর্যন্ত (খ্রী. পূ. ৩৩৪) সিন্ধুনদ হইতে ঈজীয়ান সাগর পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম এশিয়া এবং মিশরদেশও পারস্যের শাসনাধীন ছিল। সে যুগে পারস্যের বৈভব ও প্রভাব জগদ্বিখ্যাত ছিল এবং পারসীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রতিবেশী ভারতেও যে পারস্যের প্রভাব

বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ পারস্যের রাজ্যসীমা প্রায়ই সিন্ধুনদ পর্যন্ত প্রসারিত হইত।

পুরাতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রে যে সুবৃহৎ রাজ-প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সভাগৃহ পারস্য-সম্রাটের শতস্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। মেগাস্থেনেস্ বলিয়াছেন চন্দ্রগুপ্ত বৎসরের মধ্যে একদিন আনুষ্ঠানিক সমারোহে কেশধৌতি করিতেন। অনুমান হয় ইহাও পারস্য সম্রাটের অনুকরণে। অশোকের যুগে ভারতে প্রস্তরস্থাপত্য ও প্রস্তরভাস্কর্যের যে সহসা অভিরাম স্ফূর্তি দেখা যায়, তাহাতেও কলা-ঐতিহাসিকরা পারস্য ও অন্যান্য পশ্চিম-এশিয়া দেশের প্রভাব অনুমান করেন। কেহ মনে করেন মৌর্য সম্রাটরা এই সব দেশ হইতে কারুগণকে আনাইয়া পাথরের কাজ করাইতেন। অপরে বলেন মৌর্যযুগের কারুরা বিদেশী প্রভাবান্বিত হইলেও ভারতীয়ই ছিলেন। কেহ আবার বলেন মৌর্যশিল্প সম্পূর্ণভাবে সিন্ধু-উপত্যকা সভ্যতার ধারা হইতে প্রসৃত, যদিও এই পরিণতির মধ্যবর্তী সোপানগুলি এখন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

ইহা সম্ভব মনে হয় যে, সিন্ধুসভ্যতা নাশপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার প্রাচীন লিপিও লোপপ্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তী যুগে সেমীটিক প্রভাবে খরোষ্ঠী ও প্রাচীন-ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়। পাথরে খোদাই করিয়া অনুশাসন প্রকাশও অশোক সম্ভবত দারয়বউষ প্রভৃতির কীর্তি দ্বারা প্রভাবন্বিত হইয়া আরম্ভ করেন।

মৌর্য যুগে ভারত-পারসীয় সংস্পর্শের আরও প্রমাণরূপে বলা যায় যে, অশোক গিরনারের শাসনকর্তারূপে যে 'যবন রাজা'কে নিয়োগ করেন, তাঁহার নাম তুষাস্‌ফ্। এই নামটি খুব সম্ভবত বিষ্‌তস্‌ফ, কেরেসস্‌প প্রভৃতির মত পারসীয় নাম (প্রাচীন পারসীয় ভাষায় অস্‌ফ বা অস্‌প = সংস্কৃত অশ্ব)।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অশোকলিপিগুলিতে যেখানে 'লিপি' শব্দ আছে, খরোষ্ঠী অক্ষরের লিপিগুলিতে সেখানে 'দিপি' শব্দ আছে এবং 'দিপি' শব্দটির প্রয়োগ প্রাচীন পারসীয় শিলালেখেও দেখা যায়।

ভারতীয় বৈয়াকরণরা √লিপ্ (=লেপন করা) হইতে 'লিপি' শব্দ সাধন করেন কিন্তু আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে সম্ভবত 'দিপি' শব্দই 'লিপি' শব্দের জনক্ বা ভ্রাতা।

তারপর, প্রাচীনব্রাহ্মী অক্ষরের অশোকলিপিগুলিতে যেখানে 'লিখিত', 'লেখিত', 'লেখাপিত' শব্দ আছে, খরোষ্ঠীতে সেখানে কোথাও কোথাও 'নিপিসৃত', 'নিপেসিত', 'নিপেসপিত' শব্দ আছে এবং ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন এই শেষোক্ত শব্দত্রয় প্রাচীন পারসীয় 'নি-পিষ্' (=লেখা) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন এবং ইহার প্রয়োগ হখামনীষ শিলালিপিগুলিতেও পাওয়া যায়।

পুনরায়, কেহ মনে করেন 'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন' প্রভৃতি যে প্রারম্ভবাক্য অশোকলিপিগুলিতে দেখা যায়, তাহা হখামনীষ-শিলালিপিগুলির প্রারম্ভবাক্য 'দারয়বউষ (বা ক্ষয়ার্ষা, বা অর্তক্ষসৃসা) রাজা বলিতেছেন' হইতে গৃহীত। আবার হখামনীষ-লিপিগুলিতে যেমন, তেমনি অশোকলিপিগুলিতেও প্রথম পুরুষে আরম্ভ ও পরে প্রথম পুরুষ ও উত্তম পুরুষে উক্তির সংমিশ্রণ দেখা যায়। অন্যেরা বলেন অশোক হখামনীষ-লিপির অনুকরণে এরূপ করেন নাই; ইহা উপনিষদ, পালি বৌদ্ধশাস্ত্র এবং রাজাজ্ঞা-প্রচারবিষয়ক কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রের বিধানেও দেখা যায়, অতএব উহা সে যুগের ভারতীয় সাহিত্যের রচনারীতি ছিল।

ভারত-গ্রীসীয় ও ভারত-সীথীয় (Indo-Greek, Indo-Scythian) রাজগণ কর্তৃক প্রচারিত কয়েকটি মুদ্রাতে ঐ রাজাদের নাম গ্রীক অক্ষরের সঙ্গে খরোষ্ঠী ও প্রাচীনব্রাহ্মী অক্ষরেও লেখা হইয়াছিল। এই দ্বৈভাষিক মুদ্রাগুলির আবিষ্কারের পর পণ্ডিতবর্গের কাছে কয়েকটি খরোষ্ঠী ও প্রাচীনব্রাহ্মী অক্ষরের রহস্যভেদ হয়। তারপর বহু শ্রম ও গবেষণার ফলে যে পণ্ডিতগণ এই লিপিদ্বয়ের বর্ণমালার চাবিকাঠি আবিষ্কার করেন, তাঁহাদের মধ্যে জেমস্ প্রিন্‌সেপের (James Prinsep) নাম চিরস্মরণীয়, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম (খ্রী. ১৮৩৮) ব্রাহ্মী বর্ণমালার পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করেন।

প্রিন্‌সেপের আবিষ্কারের একটি সূত্র হইয়াছিল এই — তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপগুলিতে বহুসংখ্যক ছোট ছোট ব্রাহ্মীলিপির প্রত্যেকটির শেষের তিনটি

অক্ষর হুবহু একই রূপ দেখিলেন। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধতীর্থে তিনি ঐরূপ অনেক ছোট ছোট লিপির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন — তিনি জানিতেন যে ব্রহ্ম-দেশের সেই ছোট লিপিগুলি ছিল দাতার নাম বা দান-জ্ঞাপক বাক্য। তাহা হইতে তিনি অনুমান করিলেন যে, ব্রাহ্মীলিপিগুলির ঐ শেষ তিনটি অক্ষর হইতেছে ··· স (এই অক্ষরটি তিনি ইতিপূর্বেই জানিতেন) দানং, অর্থাৎ সংস্কৃতে ···স্য (=অমুক ব্যক্তির, ৬ষ্ঠী বিভক্তির একবচন) দানং। ইহা হইতে তিনি দ ও ন এই দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং আকার ও ং চিহ্ন পাইলেন। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিপিগুলি পাঠ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার অনুমান ঠিকই হইয়াছে।

য়েররাগুডিতে প্রাপ্ত ছোটশি'র শেষার্ধ এক লাইন বাম হইতে দক্ষিণে ও পরের লাইন দক্ষিণ হইতে বামে, ক্রমান্বয়ে এই ভাবে লিখিত। প্রাচীন গ্রীসেও এই লিপিরীতি প্রচলিত ছিল। ক্ষেত্র চাষের সময়ে হালের বলদ এই ভাবে লাঙল টানিয়া চলে বলিয়া গ্রীক ভাষায় এই লিপিরীতিকে বৌস্ত্রোফেদন (boustrophedon) অর্থাৎ '(লাঙলটানা) বলদের মোড় ফেরা' বলা হয়। লিপিতত্ত্বজ্ঞগণ মনে করেন এই রীতি সিন্ধুসভ্যতাতেও অনুসৃত হইত।

৫. অশোকলিপিসমূহে পাঠান্তর

লিপিগুলির পাঠান্তর সম্পর্কে এই গ্রন্থে যাহা যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সবই অর্থের প্রতি দৃষ্টি হইতে — বানানবৈষম্য, ব্যাকরণঘটিত শব্দরূপ ধাতুরূপ ও বিভক্তি-প্রত্যয়াদি নিষ্পন্ন অন্যান্য পরিবর্তনের (morphology) প্রতি দৃষ্টি হইতে নয়। অশোকপ্রাকৃতে বিভিন্ন স্থানের এইসব ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় বিষয় স্বতন্ত্র ও ব্যাপকতরভাবে আলোচনাযোগ্য, সে সম্বন্ধে একটি পৃথক অধ্যায়ই রচিত হইতে পারে।

লিপিগুলির পাঠান্তরের একটি অতি সাধারণ ও সরল উদাহরণ দিব — যেমন ৮ শি'র কয়েকটি বাক্য বিভিন্ন স্থানে এইরূপ দেখা যায় :

গি.	সো	দেবানং	প্রিয়ো	পিয়দসি	রাজা	দসবসাভিসিতো
কা.		দেবানং	পিয়ে	পিয়দসি	লাজা	দসবসাভিসিতে
ধ.	সে	দেবানং	পিয়ে	পিয়দসী	লাজা	দসবসাভিসিতে
শা.	সো	দেবনং	প্রিয়ো	প্রিয়দ্রশি	রজ	দশবষভিসিতো
মা.	সে	দেবন	প্রিয়ে	প্রিয়দ্রশি	রজ	দশবষভিসিতে

গি.	সংতো	অযায়	সংবোধিং	তেনেসা	ধংমযাতা	এতয়ং
কা.	সংতং	নিখমিথা	সংবোধি	তেনতা	ধংমযাতা	হেত ইয়ং
ধ.		নিখমি	সংবোধি	তেনতা	ধংমযাতা	ততেস
শা.	সতং	নিক্রমি	সবোধি	তেনদ	ধ্রংমযত্র	অত্র ইয়ং
মা.	সংতং	নিক্রমি	সবোধি	তেনদ	ধ্রময়দ	অত্র ইয়
সো.		নিখমিঠ	স ···			হেত ইয়ং

গি.	হোতি	বাম্হণসমণানং	দসণে	চ	দানে	চ
কা.	হোতি	সমনবংভনানং	দসনে	চা	দানে	চ
ধ.	হোতি	সমনবাভনানং	দসনে	চ	দানে	চ
শা.	হোতি	শ্রমণব্রমণনং	দ্রশনে		দনং	
মা.	হোতি	শমণব্রমণন	দ্রশনে		দনে	চ
সো.	হোতি	বংভ···				

গি.	থৈরানং	দসণে	চ	হিরংণপটিবিধানো	চ
কা.	বুধানং	দসনে	চ	হিলংনপটিবিধানে	চা
ধ.	বুঢানং	দসনে	চ	হিলংনপটিবিধানে	চ
শা.	বুঢনং	দশন		হিরঞ্ঞপ্রটিবিধনে	চ
মা.	বুঢন	দ্রশনে	চ	হিলঞ্ঞপটিবিধনে	চ
সো.	বুঢানং	দসনে	চ	হিরংনপটিবিধানে	চ

৬. অশোকের নাম ও উপাধি

লিপিগুলিতে অশোককে সর্বদা 'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা,' কোথাও শুধু 'দেবগণের প্রিয়' বা 'প্রিয়দর্শী রাজা' বলা হইয়াছে। মাত্র একটি লিপিতে (মাস্‌কীর ছোটশিং) 'অশোক' নাম পাওয়া যায় এবং আর একটিতে (ভা°) 'মাগধ' বা মগধের রাজা অভিধা ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজতরংগিনী গ্রন্থে অশোকের 'শান্তাবসাদ' নামের উল্লেখ আছে; সম্ভবত প্রজাহিত ও ধর্মপ্রচারে নিরলস উদ্যমের জন্য তাঁহার এই উপনাম হয়। রাজারাজড়ার একাধিক নাম সব প্রাচীন দেশেই থাকিত, দেখা যায়।

'দেবগণের প্রিয়' অশোকের ব্যক্তিগত নাম নয়, ইহা ইংরেজিতে His Majestyর মত রাজোপাধি। একাধিক অশোকলিপিতে দেখা যায় একস্থানে যেখানে 'দেবগণের প্রিয়' আছে, অন্যত্র ঠিক তাহার পরিবর্তে 'রাজা' আছে। গয়া জেলার নাগার্জুনী গুহায় (বরাবর পাহাড় হইতে এক মাইল) অশোকের পৌত্র রাজা দশরথের লিপিতে দেখা যায় তিনিও এই উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। সিংহলের বৌদ্ধগ্রন্থ দীপবংসে (খ্রী. ৬ শতকের পরে রচিত) দেখা যায় অশোকের সমসাময়িক সিংহলরাজ তিষ্যকেও এই উপাধি-অভিহিত করা হইয়াছে।

যাহা একদা শ্রেষ্ঠ বা অভিজাতগণ ব্যবহার করেন, পরে ইতর বা অপর সাধারণেও তাহা অনুকরণ করে — গীতায় যেমন বলা হইয়াছে 'যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্, তৎ তদ্ এবেতরো জনঃ'। জৈন শাস্ত্রেও দেখা যায় প্রত্যেক লোকই পরস্পরকে 'হে দেবগণের প্রিয়' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে।

পাণিনি-ব্যাকরণের একটি সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বার্তিককার কাত্যায়ন— ইনি সম্ভবত অশোকের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী যুগের লোক ছিলেন— বলিয়াছেন যে 'মূর্খ' অর্থেও 'দেবানাং প্রিয়' কথার ব্যবহার ছিল। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, যার কেহ নাই সে হরিজন; জার্মানেও মূর্খকে গটেস্‌লীব্, Gotteslieb (=ঈশ্বর বা দেবতার প্রিয়) বলা হয়। এই মনোবৃত্তি ছাড়া কিন্তু আরও একটি কারণে 'দেবানাং প্রিয়' কথার অর্থ 'মূর্খ' হইয়া থাকিতে পারে। তাহা এই :

অশোকের বুদ্ধভক্তি ও বৌদ্ধসংঘের প্রতি অনুরাগে অপর সম্প্রদায়গণের বিশেষ গাত্রদাহ হইত। দ্বিতীয়ত, ধর্মপ্রচারে ও লোকহিতসাধনে তাঁহার আগ্রহাধিক্য ও নানাবিধ অনন্যসাধারণ ক্রিয়াকলাপ লইয়া নিন্দুকেরা বোধহয় অসাক্ষাতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক উপহাস পরিহাস করিত এবং তিনি ধার্মিক হইলেও দৃঢ়চেতা ও দৃঢ়-শাসননীতি-পরায়ণ ছিলেন বলিয়া দুষ্টেরা তাঁহাকে সুচক্ষে দেখিত না। এইসব কারণে সাধারণ লোকের মধ্যে তাঁহার অনেক অপনাম বা অগৌরবাত্মক উপনাম রটনা হওয়া কল্পনা করা যায় — অনেকে তাঁহাকে যে পাগল মনে করিত ইহাও অসম্ভব নয়। তাই যখন তাঁহার রাজোপাধি বহু ধর্মঘোষণায় বিঘোষিত এবং প্রকাশ্যস্থানে গিরি-স্তম্ভাদিতে উৎকীর্ণ হইতে আরম্ভ হইল — পূর্বে বলিয়াছি ইহাও ছিল ভারতভূমিতে অভূতপূর্ব ঘটনা — তখন নিন্দুকেরা তাঁহার ব্যবহৃত স্ব-উপাধি নিজেদের মনোমত অর্থে বিকৃত করিয়া বোধহয় তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল।

প্রিয়দর্শী ও অশোক নামদ্বয়ের একটি তাঁহার জন্মনাম ও একটি অভিষেককালে গৃহীত নাম হইতে পারে, যদিও কোনটি কি তাহা বোধহয় দুর্নির্ণেয়। হয়ত প্রিয়দর্শীই অভিষেকনাম হওয়া সম্ভব, কারণ ইহাই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রিয়দর্শীর অর্থ কেহ বলেন 'যিনি দেখিতে প্রিয়দর্শন,' কেহ বলেন 'যিনি অন্যকে প্রিয় দেখেন'। যাহা হউক, তিনি বোধহয় দেখিতে রূপবান্ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে অহংজ্ঞান ও আত্মাভিমানও প্রখর ছিল, যদিও কলিংগযুদ্ধের পর মনঃপরিবর্তনের ফলে তিনি এই বৃত্তিদ্বয়ের ক্রিয়া উচ্চতর ভূমিতে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিষেককালে তিনি 'ধর্মাশোক' হন নাই, তখন স্ব-রূপাভিমানাত্মক নাম তাঁহার অভিরুচিসম্মত হইয়া থাকিতে পারে।

দীপবংসে অশোকের নাম বলা হইয়াছে 'প্রিয়দর্শন'; এই নামটি আবার মুদ্রারাক্ষস নাটকে তাঁহার পিতামহ চন্দ্রগুপ্তকেও দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষস নাটক খুব সম্ভবত খ্রী. ৬-৭ শতকের পরে অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে রচিত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। সম্ভবত যে নামের একজন মৌর্যরাজা বিখ্যাত হইয়াছিলেন, লোকস্মৃতিতে ভুল করিয়া সেই

নাম তাঁহার তদ্রূপই বিখ্যাত পিতামহেও প্রযুক্ত হইয়াছিল। পুরাণে অশোকের পূর্ণনাম 'অশোকবর্ধন'।

৭. অশোকের জন্ম ও অভিষেক-নক্ষত্র

লিপিগুলিতে অশোক তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কথা অল্প যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার ধর্মজীবন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। কিন্তু পৃথ°দ্বয়ে ও ৫ স্তু° তিনি যে ভাবে তিষ্য (আধুনিক পুষ্যা) ও পুনর্বসু নক্ষত্রদ্বয়ের নাম করিয়াছেন, তাহাতে কেহ মনে করেন এই দুইটি তাঁহার নিকট শুভ নক্ষত্র ছিল এবং ইহার একটি তাঁহার জন্মনক্ষত্র ও একটি তাঁহার অভিষেকনক্ষত্র হইতে পারে।

রাজার জন্মনক্ষত্রে, অভিষেকনক্ষত্রে ও নবরাজ্যজয়-নক্ষত্রে উৎসব পালন প্রাচীন প্রথা ছিল, কিন্তু অশোক লিপিপ্রকাশ-আরম্ভের পূর্বেই রাজ্যজয়নীতি ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব উৎসব ও শুভ নক্ষত্র হিসাবে অবশিষ্ট থাকে তাঁহার জন্ম ও অভিষেক নক্ষত্র। রাজার জন্ম ও নবরাজ্যজয় নক্ষত্রে পশুগণকে তপ্ত লৌহদ্বারা চিহ্নিত করা বা নির্মুষ্ক করা কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে এবং ৫ স্তু° অশোকও তিষ্য ও পুনর্বসু নক্ষত্রে ইহা নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু নবরাজ্যজয়ের কথা তাঁহার সম্পর্কে যখন উঠিতেই পারে না, তখন এই দুই নক্ষত্রের একটি যে তাঁহার জন্ম ও একটি তাঁহার অভিষেক নক্ষত্র, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু পৃথ° দুইটিতে লোকে তাঁহার লিপি উৎসব পালনের মত পড়িবে, এই সম্পর্কে তিনি শুধু তিষ্যের নাম করিয়াছেন, পুনর্বসুর নাম করেন নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, পুনর্বসু ছিল তাঁহার অভিষেকনক্ষত্র এবং কলিংগ জয় করার ফলে সে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছিল এবং অশোক তাহাতে যে মনোবেদনা পাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার রাজ্যাভিষেক-সম্পৃক্ত কোনও কথা কলিংগবাসীগণকে বলিতে চাহেন নাই। এই অনুমান যদি ঠিক হয় তবে পুষ্যা ছিল তাঁহার জন্মনক্ষত্র।

আমাদের দেশের প্রাচীন মহৎ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগত সংবাদ খুব অল্পই পাওয়া যায় এবং এ সম্বন্ধে পরে ভক্ত চরিতকারগণ কর্তৃক যে সব কাহিনী প্রচারিত হয়, তাহা প্রায়ই কাল্পনিক হয়। তাই সামান্য

জ্যোতিষঘটিত সংবাদ হইলেও, হয়ত অশোকের জন্ম ও অভিষেক নক্ষত্রের সংবাদের স্বল্প কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

৮. অশোকোল্লিখিত ঘটনাবলীর কালক্রম

লিপিগুলিতে অনেক স্থানে অশোক সেই সেই লিপির প্রকাশকাল উল্লেখ করিয়াছেন এবং কয়েক স্থানে কোন কোন ঘটনারও কালনির্দেশ করিয়াছেন। তিনি কালগণনা সর্বত্রই করিয়াছেন তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইতে — 'দ্বাদশ-বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা এইরূপ……' ইত্যাদি। মনে হয় তিনি বর্ষগণনা করিতেন প্রতি অভিষেক-বার্ষিকীর আরম্ভ হইতে, অর্থাৎ যখন তিনি বলিয়াছেন যে অষ্টবর্ষাভিষিক্ত তাঁহার দ্বারা কলিংগদেশ বিজিত হইয়াছিল, তখন তাহার অর্থ এই নয় যে প্রথম রাজ্যাভিষেক হইতে আট বৎসর পূর্ণ হইয়া যখন ৯ম বর্ষ চলিতেছে তখন উহা ঘটিয়াছিল—তাহার অর্থ এই যে, প্রথম অভিষেক হইতে সাত বর্ষ পূর্ণ হইয়া যখন ৮ম বর্ষ চলিতেছে তখন উহা ঘটিয়াছিল।

বৌদ্ধ কাহিনী অনুসারে পিতা বিন্দুসারের (অমিত্রঘাত) মৃত্যুর সময়ে অশোক উজ্জয়িনীর উপরাজা (Viceroy) ছিলেন। ইহার পূর্বে কোনও সময়ে তিনি তক্ষশিলারও উপরাজা ছিলেন। পিতৃমৃত্যুর পরই অশোকের সিংহাসনারোহণ স্বাভাবিক হইলেও তাঁহার আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল তাহার চার বৎসর পরে (অনুমান খ্রী. পূ. ২৬৯)। এই বিলম্বের কারণ ঠিক জানা যায় না। কেহ মনে করেন পিতৃসিংহাসন লইয়া ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহাদিই ইহার কারণ, কিন্তু বৌদ্ধ কাহিনীতে 'চণ্ডাশোকের' ভ্রাতৃহত্যাদির যে সব বিবরণ আছে তাহা ঐতিহাসিকগণ অনেকে সম্পূর্ণ গ্রহণে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন অশোকের বুদ্ধভক্ত হইবার পরের জীবনকে আরও মহিমান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধগণ তাঁহার পূর্বজীবন ঘোরতর কালিমাময় চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। লিপিগুলিতেও অশোকের 'চণ্ড'-জীবনের বিন্দুমাত্র আভাস নাই—অনেকে বলেন এইসব ঘটনা সত্যই ঘটিয়া থাকিলে সত্যবাদী অশোকের লিপিগুলিতে তাহা গোপন করার কোন কারণ নাই। উপরন্তু তিনি যে তাঁহার ভ্রাতৃগণের পরিবারবর্গের হিতেচ্ছু ছিলেন, তাহার প্রমাণ লিপিগুলিতে আছে।

উত্তরে অপরপক্ষ বলেন লিপিগুলিতে উল্লেখ না থাকিলেই যে তাহা ঘটে নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না এবং তাঁহার ভ্রাতাদের পরিবারবর্গ বর্তমান থাকিলেই ভ্রাতারাও যে জীবিত ছিলেন, ইহা প্রমাণ হয় না। কেহ আবার বলেন অশোক দুইবার — প্রথমে মগধের রাজারূপে এবং পরে পুনরায় জম্বুদ্বীপ বা সমগ্র ভারতের রাজারূপে—অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

এরূপও হইতে পারে যে, অশোকের কোন অগ্রজ প্রথমে রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অকালমৃত্যুর পর অশোক রাজা হন ; অথবা হয়ত অশোকের উজ্জয়িনী হইতে পাটলিপুত্রে আসিয়া পৌছিবার পূর্বে তাঁহার কোন অনুজ নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন এবং পরে অশোক তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত, নিহত বা বন্দী করিয়া রাজা হন। ইহা সে যুগে মোটেই দোষাবহ বিবেচিত হইত না।

লিপিগুলিতে অশোকজীবনের ঘটনাবলীর পূর্ণ বিবরণ নাই, প্রসঙ্গত কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রত্যেক লিপিতেও প্রকাশকাল উল্লিখিত নাই, অনেক ক্ষেত্রে ইহা অনুমানগম্য — যেমন যে শি° বা স্ত°-তে বর্ষোল্লেখ নাই, প্রায়ই বুঝিতে হইবে তাহা পূর্বের যে লিপিতে বর্ষোল্লেখ আছে, তাহার সহিত সমবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসব বিবেচনা করিয়া অশোকের কার্যাবলীর এইরূপ কালক্রম নির্দেশ করা যায় :

অভিষেকের ৮ম বর্ষে—কলিংগবিজয় ও ধর্মভাবের উন্মেষ, ১৩ শি°

৯ম বর্ষে—ধর্মক্রিয়া তত প্রবল নয়, ছোটশি°

১০ম বর্ষে—বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ, ছোটশি°

বোধিদ্রুম দর্শন, রাজকীয় বিহারযাত্রা (শিকার) বন্ধ, ৮ শি°

১০ম-১২শ বর্ষে—যজ্ঞে পশুবলি নিষেধ, সমাজ-উৎসব নিষেধ, ১ শি°

দেশে-বিদেশে মনুষ্য ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও ঔষধের ব্যবস্থা, পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও কূপ খনন, ২ শি°

রাজপুরুষগণের ধর্মপ্রচার-ভ্রমণে বাহির হইবার ব্যবস্থা, ৩ শি°

অশোকের নিজে ধর্মপ্রচার-ভ্রমণে 'ধর্মযাত্রা', ৮ শি°

আজীবিকগণকে গুহাদান, ১, ২ গু°

ধর্মলিপি প্রকাশ আরম্ভ, ৬ স্ত°

১৩শ বর্ষে—ধর্মমহামাত্রগণের নিয়োগ, ৫ শি°

মৌখিক ধর্মঘোষণা প্রকাশ আরম্ভ, ছোট শি° (?) ; ৭ স্ত°

বিচারকগণের অবিচার নিবারণের জন্য মহামাত্রদের ভ্রমণ আরম্ভ, ১ পৃথ°

প্রত্যন্তবাসীগণকে আশ্বস্ত কবিবার জন্য মহামাত্রদের ভ্রমণ আরম্ভ, ২ পৃথ°

সব সময়ে প্রজাহিত-রাজকার্য সমাধা আরম্ভ, ৬ শি°

সাম্প্রদায়িক প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা, ছোটশি° (?) ; ৭, ১২ শি°

১৪শ বর্ষে—কনকমুনির স্তূপসংস্কার, নি°

২০শ বর্ষে—লুম্বিনীতে ও কনকমুনির স্তূপ দর্শন ও উভয় স্থানে স্তম্ভ স্থাপন, লু° ; নি°

২৬শ বর্ষে—রাজপুরুষগণের অবিচার-নিবারণের আজ্ঞা, ৪ স্ত°

প্রাণীবধাদি নিষেধ ৫ স্ত° ।

লিপিগুলির প্রকাশক্রম এইরূপ :

অভিষেকের ১২শ বর্ষে—১-৪ শি° ; ১-২ গু°

১৩-১৪শ বর্ষে—৫-১৪ শি° ; ১-২ পৃথ° (?) ; ছোটশি° (?)

২০শ বর্ষে—লু° ; নি°

২২শ বর্ষে—সভে° (?)

২৬শ বর্ষে—১-৬ স্ত°

২৭শ বর্ষে—৭ স্ত° ।

৯. অশোকোল্লিখিত পরিবারবর্গ

অশোক প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার পরিবারস্থ যাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের নাম বর্ণানুক্রমিক এইরূপ :

আর্যপুত্র—ছোটশি° । কেহ বলেন ইনি অশোকের পুত্র নহেন, সম্ভবত পিতৃব্য বা সম্বন্ধ - ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রাদি কোনরূপ আত্মীয় । এরূপও হইতে পারে অশোকপুত্রগণ নিজেদের এই উপাধিতে অভিহিত করিতেন । ...ারীগণ

স্বামীকে আর্যপুত্র (শ্বশুরপুত্র) বলিতেন, পুরুষের পক্ষে কি তবে আর্যপুত্র = শ্বশুরপুত্র = শ্যালক ?

কুমার—১, ২ পৃথ°। প্রধানা-মহিষীর যে পুত্রগণ উজ্জয়িনী-তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রাদেশিক রাজধানীতে উপরাজা পদে নিযুক্ত হইতেন।

জ্ঞাতি—৫ শি° ; ৬ স্ত°।

দারক—৭ স্ত°। প্রধানা মহিষী ব্যতীত অন্য পত্নীগণের পুত্র। সে যুগে রাজ-পত্নীগণের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ ছিল। কেহ বলেন = উপপত্নীপুত্র।

দেবী— রা° ; ৭ স্ত°। রাজমহিষী।

দেবীকুমার — ৭ স্ত°। অশোকমহিষী ছাড়া অন্য রাজবংশীয়াগণের পুত্র, অশোকের পিতৃব্যপুত্র-ভাগিনেয়াদি।

পুত্রগণ—৪, ৫, ৬, ১৩, শি° ; সভে° ; ৭ স্ত°।

পৌত্র-প্রপৌত্র—৪, ৫, ৬, ১৩ শি° ; সভে° ; ৭ স্ত°।

ভ্রাতা-ভগিনী— ৫ শি°।

১০. অশোকোল্লিখিত নগরাদি

লিপিগুলিতে যেসব নগরাদির নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বর্ণানুক্রমিক এইরূপ :

ইসিল— ছোটশি°। কেহ বলেন = আধুনিক শিদ্দাপুর। এখানে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশের একটি বিভাগের সদর ছিল।

উজ্জয়িনী— ১ পৃথ°। সাম্রাজ্যের পশ্চিমপ্রদেশের রাজধানী।

কৌশাম্বী—সভে°। এলাহাবাদের ২৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে যমুনার বাম কূলে অবস্থিত আধুনিক কোসম্। ইহা সে যুগে খুব বড় নগর ছিল এবং সম্ভবত প্রাদেশিক রাজধানীও ছিল।

তক্ষশিলা—১ পৃথ°। সাম্রাজ্যের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানী।

তোসলী—১, ২ পৃথ°। কলিংগদেশের রাজধানী, সম্ভবত = আধুনিক ধউলী।

পাটলিপুত্র—৫ শি° ; সভে°। মগধ তথা মৌর্যসাম্রাজ্যের রাজধানী। ৫শি° যেখানে একস্থানে আছে 'পাটলিপুত্রে' সেখানে অন্য সর্বত্র আছে

২ মানচিত্র অশোকরাজ্যের প্রত্যন্তবাসীগণ
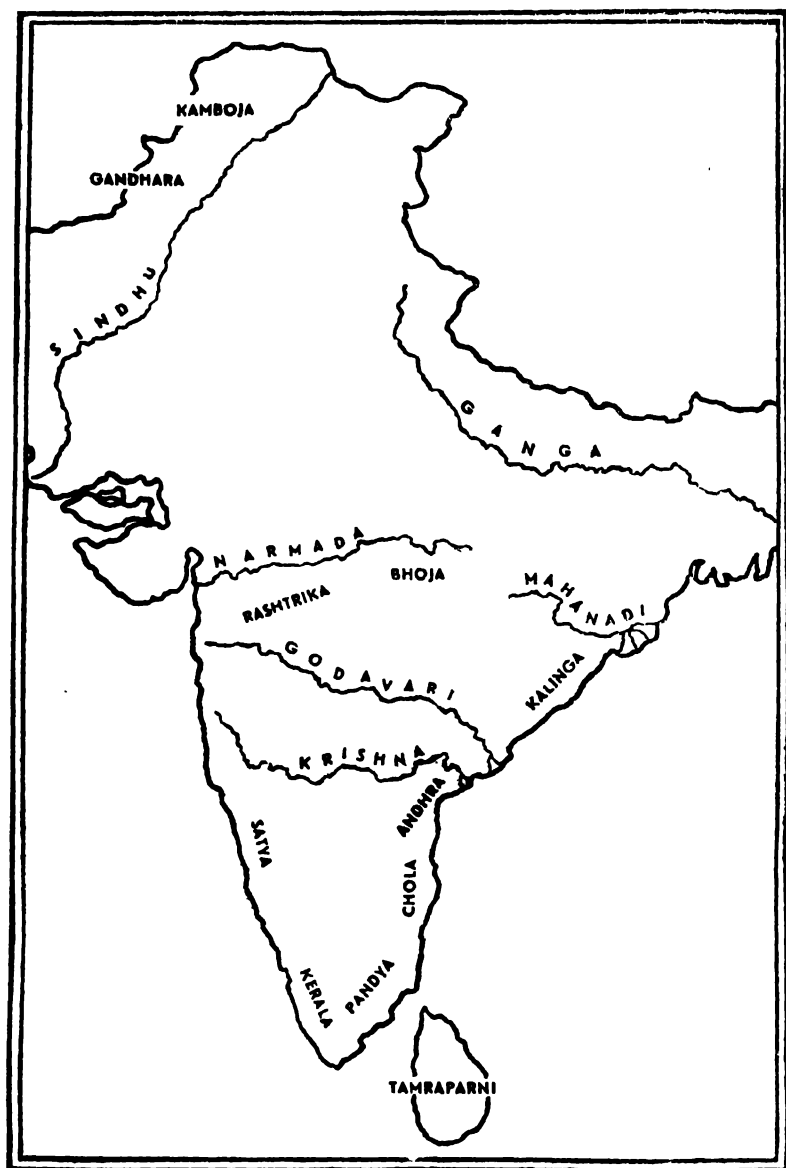
'এখানে'। অতএব পাটলিপুত্র যে অশোকের রাজধানী ছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

লুম্বিনী—লু°। বুদ্ধের জন্মস্থান, নেপাল-তরাইএর বস্তী জেলায়।

সমাপা—১, ২ পৃথ°। কলিংগদেশের একটি বিভাগীয় সদর, সম্ভবত = আধুনিক জউগড়।

সম্বোধি—৮ শি°। বুদ্ধগয়া। বুদ্ধের সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান, সাধনায় সিদ্ধি) লাভস্থান। ইহা তখন অবশ্য পুণ্যক্ষেত্র মাত্র ছিল, লোকবসতিস্থান ছিল না।

সুবর্ণগিরি—ছোটশি°। সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশের রাজধানী। অবস্থান অজ্ঞাত, কেহ বলেন = আধুনিক কনকগিরি।

১১. অশোকোল্লিখিত প্রত্যন্তস্থ দেশ ও জাতি

(২ মানচিত্র দে.)

বর্ণানুক্রমিক :

ক. উত্তরে

কম্বোজ—৫, ১৩ শি°। উত্তর-পঞ্জাব।

গন্ধার—৫ শি°। উত্তর পঞ্জাব। বিভিন্ন যুগে সব দেশেরই সীমা বাড়ে কমে; আধুনিক কান্দাহার শহরের নাম গন্ধার বা গান্ধার হইতে হইয়া থাকিতে পারে।

নাভক-নাভপংক্তি—১৩ শি°। অশোক এই নামে কাহাদের বুঝিয়াছিলেন ঠিক নির্ণয় করা যায় না, তবে যোন-কম্বোজদের সঙ্গে একত্র উল্লেখে কেহ মনে করেন ইহারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী হইতে পারে। = আধুনিক নাভা রাজ্য?

যোন—২, ৫, ১৩ শি°। গ্রীক Ionia (প্রাচীন গ্রীসের একটি জাতি) নাম হইতে, এবং ইহাই সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া 'যবন' হয়। আলেক-জান্দার ও তাঁহার উত্তরাধিকারী সেনাপতি-রাজারা এই জাতির ছিলেন।

খ. পশ্চিমে

পিতিনিক বা পেতে°—৫, ১৩ শি°। কাহাদের বুঝাইয়াছে জানা যায় না। কেহ মনে করেন ইহা কোনও জাতির নাম নহে, পিতৃ-শব্দনিষ্পন্ন বিশেষণ = বংশপরম্পরাগত, পুরুষানুক্রমিক।

ভোজ—১৩ শি°।

রাষ্ট্রিক—৫ শি°। খ্রী. ৮ শতকে দাক্ষিণাত্যে যে রাষ্ট্রকূট-বংশের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

গ. দক্ষিণে

অন্ধ্র—১৩ শি°।

কলিংগ—১৩ শি°। আধুনিক দক্ষিণ-উড়িষ্যা।

কেরলপুত্র—২ শি°। আধুনিক ত্রিবাংকুর-রাজ্য অঞ্চল। °পুত্র = বংশীয়, জাতীয়।

চোল—২, ১৩ শি°। আধুনিক তান্জোর-ত্রিচিনপলি অঞ্চল।

তাম্রপর্ণী—২, ১৩ শি°। সিংহল দ্বীপ। (রামায়ণ-কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এই নামে একটি নদীরও উল্লেখ আছে—আধুনিক তিনেভেলি জেলায়)।

পাণ্ড্য—২, ১৩ শি°। আধুনিক মদুরা-তিনেভেলি অঞ্চল।

পারিন্দ—১৩ শি°। কাহারা বুঝা যায় না। কেহ মনে করিয়াছিলেন পুলিন্দ জাতি কিন্তু পলিদ, পালদ পাঠান্তরে তাহার সমর্থন হয় না, তবে অন্ধ্রগণের সঙ্গে একত্রোল্লেখে দাক্ষিণাত্যে বসতি অনুমান হয়।

সত্যপুত্র—২ শি°। সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের সত্বৎ-বংশীয়গণ, মহারাষ্ট্রে সর্ববর্ণের মধ্যে এখনও 'সাতপুতে' পদবী আছে। °পুত্র = বংশীয়, জাতীয়।

১২. অশোকোল্লিখিত পাঁচজন দূর বিদেশীয় রাজা

(৩ মানচিত্র দে.)

২, ১৩ শি° ইঁহাদের উল্লেখ আছে। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিজিত বিশাল ভূভাগের আধিপত্য লইয়া তাঁহার সেনাপতিদের ও তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া সাম্রাজ্য কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়। অশোক

BLACK SEA
CASPIAN SEA
MEDITERRANEAN SEA
RED SEA
PERSIAN GULF
SINDHU
INDIA
AFRICA
ARABIA
1
2
3
4
5

৩ মানচিত্র অশোকোল্লিখিত পাঁচজন বিদেশীয় রাজা
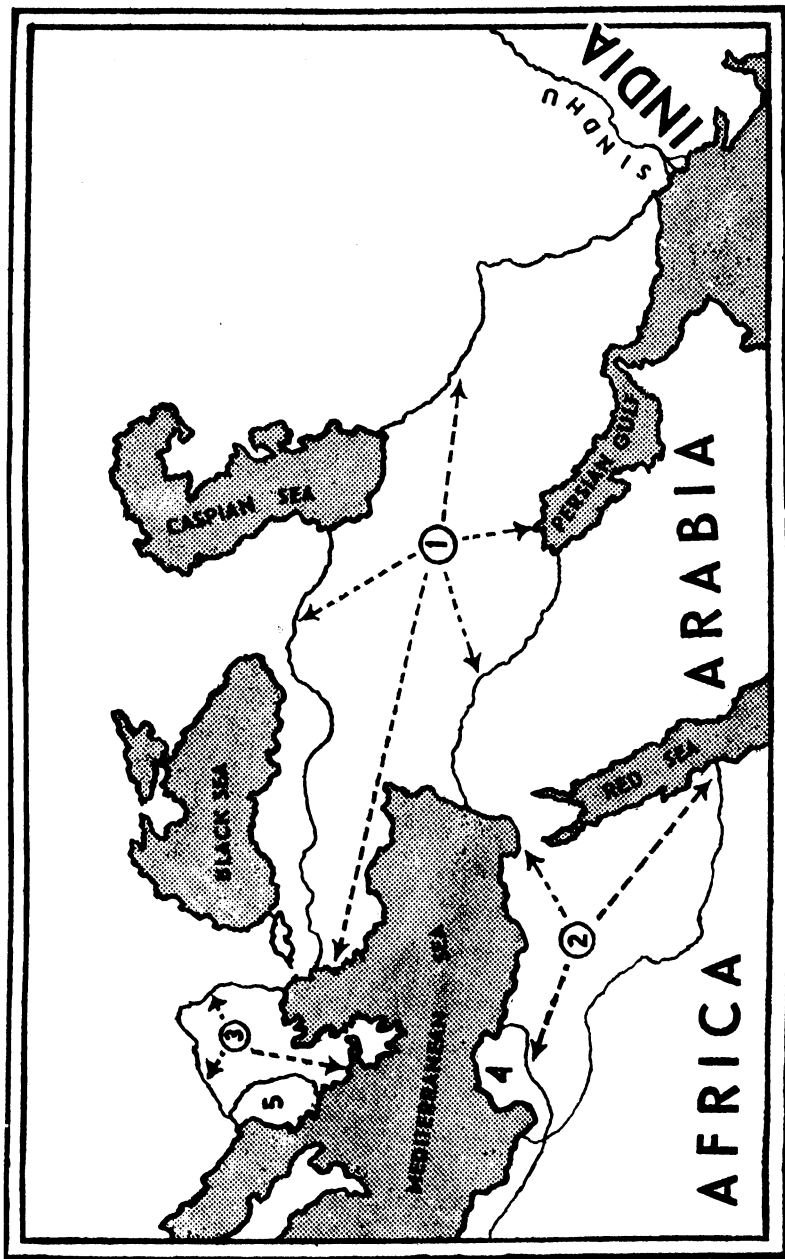
যাঁহাদের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা সেই যুগে এই রাজ্যগুলির অধিপতি ছিলেন। অশোক যে ক্রমে ইঁহাদের নাম করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় তিনি প্রথমে উত্তরপশ্চিম ভারত-সীমান্তে তাঁহার প্রতিবেশী সীরিয়াধিপতির, তারপর সীরিয়াধিপের পশ্চিম ও উত্তরস্থ প্রতিবেশী রাজদ্বয়ের এবং অবশেষে শেষোক্তদ্বয়ের পশ্চিমস্থ রাজদ্বয়ের নাম করিয়াছেন।

এই রাজাদের গ্রীক নামগুলি অশোকলিপিতে অবশ্য ভারতীয় উচ্চারণে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক বর্ণমালার উচ্চারণ ঠিক কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একমত নহেন; নামগুলি সে যুগে গ্রীকরা কি ভাবে উচ্চারণ করিতেন, তাহার কিছু আভাস অশোকলিপির বানানে হয়ত পাওয়া যায়।

১. অন্তিয়ক, *য়োক, *য়োগ—Antiochos II Theos, খ্রী. পূ. ২৬১-২৪৬। আলেকজান্দারের সেনাপতি ও উত্তরাধিকারী যে সেলেউকস্‌কে (ইনি Nikator বা 'বিজয়ী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন) পরাজিত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত উত্তরপশ্চিম ভারত-সীমান্তের দেশগুলি (আধুনিক প্রায় সমগ্র আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান) কাড়িয়া লইয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন এবং সেলেউকসের কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, ইনি সেই সেলেউকসের পৌত্র। অশোকের রাজ্যসীমা হইতে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ইঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। পশ্চিম-এশিয়ার সীরিয়ায় এই বংশের রাজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইঁহাদিগকে সীরিয়ার রাজা বলা হইত।

সেলেউকস্‌ যেমন মেগাসথেনেস্‌ নামক দূতকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় পাঠাইয়াছিলেন, সেইরূপ সেলেউকসের পুত্র Antiochos I Soter বিন্দুসারের সভায় দেইমাখস, Deimachos নামক গ্রীকদূতকে পাঠাইয়াছিলেন এবং ১ম অন্তিয়খসের সহিত বিন্দুসারের পত্র-ব্যবহারও ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার সীরিয়ার রাজসভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, সম্ভবত পাঠাইয়াছিলেন। অশোক যে সমসাময়িক এই সব রাজাদের সভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। এই রাজারাও অশোকের সভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, সম্ভবত পাঠাইয়াছিলেন।

২. তুলময়, তুরমায়—মিশরের রাজা Ptolemy II Philadelphos, খ্রী. পূ. ২৮৫-২৪৭। ইনি বিন্দুসার কিম্বা অশোকের সভায় Dionysius নামক রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন।

৩. অন্তেকিন, অন্তিকিনি—Macedoniaর রাজা Antigonas Gonatas, খ্রী. পূ. ২৭৮-২৩০।

৪. মক, মকা, মগা—মিশরের পশ্চিমস্থ Cyrene দেশের রাজা Magas, খ্রী. পূ. ৩০০-২৫০। ইনি মিশররাজ পূর্বোক্ত টলেমির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

৫. অলিকসুদর, অলিক্যষুদল—Macedoniaর পশ্চিমস্থ Epirus দেশের রাজা Alexander, খ্রী. পূ. ২৭২-২৫৫।

১৩. অশোকোল্লিখিত রাজপুরুষবর্গ।

বিশাল সাম্রাজ্য শাসনে বহু কর্মচারীবর্গ প্রয়োজন হয়। অশোক 'অন্য কর্মচারীগণ অনেকে' (১২ শি°) এবং 'উচ্চ, নিম্ন ও মধ্য-শ্রেণীর আমার (রাজ) পুরুষগণ' (১ স্ত°) প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। লিপিগুলিতে যে রাজকর্মচারীগণের উল্লেখ আছে তাহা বর্ণানুক্রমিক এইরূপ :

কারণক—ছোটশি°, য়ে। সং কারণিক, গ্রাম্য কর্মচারীবিশেষ। বাংলা 'কেরানি' শব্দ সম্ভবত ইহা হইতে জাত। উড়িষ্যায় 'করণ' নামে কায়স্থপর্যায়ের একটি বর্ণ আছে।

দাপক—৬ শি°। রাজকোষ হইতে দানের ভারপ্রাপ্ত।

দূত—১৩ শি°।

পরিষদ্—৩,৬ শি°। সম্ভবত মহামাত্র -প° বা সর্বোচ্চ মন্ত্রীগণের সমিতি।

পুরুষ—১, ৪, ৭ স্ত°। সম্ভবত ইহা রাজকর্মচারীদের সাধারণ নাম, তবে বিশিষ্ট কর্মচারীও হইতে পারে।

প্রতিবেদক—৬ শি°। সেক্রেটারি বিশেষ। রাজার নিকট লিখিত বা মৌখিক 'রিপোর্ট'-দাতা।

প্রাদেশিক—৩ শি°। বোধহয় জেলার মত এলাকার ভারপ্রাপ্ত।

মহামাত্র—৬ শি°। ১, ২ পৃথ°। ছোটশি°। সভে°। রা°। ১, ৭ স্ত°। মহামন্ত্রী

বা সর্বোচ্চ রাজপুরুষ। ইঁহাদের কার্যভার অনুসারে বিভিন্ন নাম হইত যথা :

অন্ত-ম°—১স্ত°। সীমান্তদেশের ভারপ্রাপ্ত।

ধর্ম-ম°—৫, ১২ শি°। ৭ স্ত°।

নগরক - বা নগর-ব্যবহারক - ম°—১ পৃথ°। বিচার-কার্যের ভারপ্রাপ্ত, তু. কৌটিল্য - অর্থশাস্ত্রোক্ত 'পৌরব্যবহারিক'।

রাজবচনিক - ম°—১, ২ পৃথ°। অতিপ্রয়োজনীয় বিশিষ্ট কর্মে রাজা কর্তৃক অন্যত্র প্রেরিত।

স্ত্রী - অধ্যক্ষ - ম°—১২ শি°। স্ত্রীলোকদের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত, তু. বাৎস্যায়ন-কামসূত্রোক্ত 'গণিকাধ্যক্ষ'।

যুক্ত—৩ শি°। রামায়ণ, মহাভারত ও কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রেও এই কর্মচারীর উল্লেখ আছে।

রজ্জুক—৩ শি°। ছোটশি°। ৪, ৭ স্ত°। অতি বিশিষ্ট কর্মচারী, বোধহয় আধুনিক মহকুমা-হাকিমের মত দায়িত্ববান্, জমি মাপিবার রজ্জু হইতে নামকরণ হইয়াছে; বোধহয় ইঁহারা বিচার, শাসন প্রভৃতি ছাড়া জরীপ রাজস্ব প্রভৃতিরও ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

রাষ্ট্রিক—ছোটশি°। সম্ভবত রজ্জুকদের অধস্তন।

লিপিকর—১৪ শি°। ছোটশি°। শিলালিপি-খোদাইকার। রাজলেখক, Scribeও হইতে পারে কি ?

ব্রজভূমিক—১২ শি°। অর্থ অজ্ঞাত, বোধহয় মাঠঘাট প্রভৃতি বাহির স্থানের ভারপ্রাপ্ত।

শ্রাবক—৬ শি°। ঢোল পিটাইয়া বা ভেরীনাদদ্বারা রাজাজ্ঞা-ঘোষণার ভারপ্রাপ্ত।

১৪. অশোক ও কলিংগযুদ্ধ

১৩ শি° অশোক কলিংগযুদ্ধের এবং তাহার ফলে তাঁহার রাজ্যজয়-নীতি পরিবর্জনের কথা বলিয়াছেন। এই যুদ্ধ তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষের ঘটনা। অশোক বলিয়াছেন এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক বন্দীরূপে দেশান্তরিত হইয়াছিল, এক লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল এবং ঠিক তত লোক (যুদ্ধ

ব্যতীত অন্য কারণে) মারা গিয়াছিল। যে নিহত বা মৃতদের সংখ্যা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা অধিকাংশ ছিল খুব সম্ভবত শুধু কলিংগদের পক্ষেরই।

বন্দী নিহত ও অন্য কারণে মৃতদের যে বৃহৎ সংখ্যাগুলি অশোক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি রূপক হিসাবে (যেমন ১ শি°—প্রতিদিন বহু শতসহস্র প্রাণী বধ), না আক্ষরিক ভাবে লইতে হইবে? যদি রূপক হিসাবেও লওয়া হয়, তথাপি সংখ্যাগুলি যে খুব বৃহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ বৃহৎ সংখ্যক লোক বন্দী, নিহত বা মৃত হইবার কারণ কি? সে যুগে সাধারণত যুদ্ধ হইত রাজায় রাজায় বা সেনাদলে সেনাদলে—দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা যুদ্ধের সময়েও প্রায় অব্যাহতই থাকিত, কৃষি-বাণিজ্যাদি যথাপূর্ব চলিত। তবে কলিংগযুদ্ধে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল কেন?

মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত কলিংগদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন এবং বিন্দুসার অমিত্রঘাতের সময়েও সে দেশ মগধের শাসনেই ছিল অনুমান করা যায়। তবে অশোককে কলিংগদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল কেন?

ইহার একমাত্র কারণ ইহাই হওয়া সম্ভব যে, বিন্দুসার বা অশোকের সময়ে কলিংগগণ বিদ্রোহী হইয়া মগধের শাসনপাশ ছিন্ন করে, তাই অশোক তাহাদিগকে পুনর্জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রবলপরাক্রান্ত মগধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও একক যুদ্ধ করায় বুঝা যায় সে যুগের কলিংগগণ কিরূপ স্বাধীনচেতা বিক্রমশালী ও সাহসী ছিল। 'কলিংগঃ সাহসিকঃ' কথাতেও ইহা সমর্থিত হয়।

সে যুগে সাধারণত সামগ্রিক যুদ্ধ বা total war প্রচলিত ছিল না। দেশের সব লোকও সেনাদলে যোগ দিত না। কোন দেশের লোক-সংখ্যার যে অংশ সাধারণত সেনাদলে যোগ দেয় বা যুদ্ধকালে সেনাদলের যে অংশ সাধারণত হতাহত-বন্দী হয়, তাহার অনুপাত হিসাব করিয়া কেহ মনে করেন যে, কলিংগযুদ্ধ সম্পর্কে অশোক যে সংখ্যাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সত্য হইলে তাৎকালীন কলিংগদেশের জনসংখ্যা ও

দেশসীমা এত বৃহৎ হইতে হয় যাহা—তখনকার কলিংগ এখনকার উড়িষ্যা অপেক্ষা অনেক বড় হইলেও—বাস্তবিকই অসম্ভব।

তবে এই যুদ্ধে এত হতাহত ও বন্দী হইয়াছিল কিরূপে? সাধারণত যত লোক যুদ্ধকালে সেনাদলে যোগ দেয়, এই যুদ্ধে বোধহয় কলিংগ নরপতিগণের নেতৃত্বে তাহার বহুসংখ্যক অধিক লোক মগধের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং তাহাদের সঙ্গে বিক্রমে পারিয়া না উঠিয়া, অথবা চিরতরে কলিংগগণের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অশোকের সেনাপতিগণ বোধহয় কলিংগের বিরুদ্ধে নৃশংস সামগ্রিক সমরে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ মগধসেনা বোধহয় নির্বিচারে যোদ্ধা অযোদ্ধা সকলকে বধ করে, গৃহাদি ভস্মসাৎ করে, শস্যাদি নাশ করে, গোব্রাহ্মণকেও অব্যাহতি দেয় নাই। যুদ্ধ শেষ হইলেও বোধহয় শাস্তি স্বরূপে অশোক-সেনাপতিগণ কলিংগগণের প্রতি নির্মম অত্যাচার করেন।

অশোক বিজিগীষু ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। বিদ্রোহ দমন, যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাত প্রভৃতিতে তিনি অনভ্যস্ত বা অনভিজ্ঞ ছিলেন না। অতএব মনে হয় কলিংগযুদ্ধ যদি সাধারণ অন্যান্য যুদ্ধের মত হইত তবে হয়ত তাহাতে অশোকের অত বিচলিত হইবার কোন কারণ থাকিত না, কিন্তু এই যুদ্ধের নিদারুণ নিষ্ঠুরতাই তাঁহার মর্মাঘাত ও অনুশোচনার কারণ হইয়াছিল। যদি যুদ্ধ নিতান্ত করিতেই হয়, তবে যেন তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিগণ লঘুদণ্ড-দাতা হন, এই ইচ্ছা অশোক প্রকাশ করিয়াছিলেন বোধহয় কলিংগযুদ্ধের গুরুদণ্ড-বিধানের প্রতিক্রিয়ায়।

কলিংগযুদ্ধ-স্মারক ১৩শিটি অশোক কলিংগদেশে প্রকাশিত করান নাই। ইহার কারণ বোধহয় শুধু এই নয় যে তিনি কলিংগগণকে তাহাদের পরাজয় স্মরণ করাইতে চাহেন নাই—তাঁহার নিজের সেনাপতিগণের নিষ্ঠুর নৃশংসতাও বোধহয় তিনি কলিংগবাসীগণকে পুনঃস্মরণ করাইতে চাহেন নাই।

সেনাপতিগণের কার্য রাজার আজ্ঞা বা ইচ্ছা বা অভিমতের বিপরীত হওয়া সাধারণত ঘটে না, সুতরাং এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে কলিংগে আচরিত নৃশংসতা অশোকের আদেশে অথবা সম্মতিক্রমেই

হইয়াছিল—বিজিগীষু রাজার পক্ষে তাহা সম্ভবত খুব অভিনব ঘটনাও ছিল না। অশোকের 'চণ্ডাশোক' নাম সম্পর্কে বৌদ্ধ কাহিনীতে যে সব রক্তময় ঘটনা বর্ণিত হয়, তাহার সব অবশ্যই সত্য নয়, কিন্তু কলিংগ-যুদ্ধকালে অশোক বোধহয় কাহারও অপেক্ষা কম চণ্ড ছিলেন না।

১৫. অশোক ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়

লিপিগুলিতে অশোক বহুস্থলে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের উল্লেখ করিয়াছেন। 'ব্রাহ্মণ' শব্দে অশোক বোধহয় যে কোনও ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক বুঝেন নাই, তিনি হয়ত এই শব্দে শুধু সেই ব্রাহ্মণগণকেই বুঝিয়াছেন যাঁহারা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, পৌরোহিত্য ও বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি ধর্মচর্যা করিতেন।

কিন্তু বেদপন্থী ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত সে যুগে অন্য অনেকে ছিলেন যাঁহারা বেদবিহিত ধর্মমার্গ পালন না করিয়া স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত ধর্মদার্শনিক মত অনুসরণ ও প্রচার করিতেন; ইঁহারা প্রায়ই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীশ্রেণীয় ছিলেন এবং 'শ্রমণ' নামে অভিহিত হইতেন। এই শ্রমণদের যে কয়েক সম্প্রদায়ের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া তাহা এই :

বৌদ্ধ—অশোক বুদ্ধভক্ত ছিলেন এবং বোধহয় মধ্যে মধ্যে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া বিহারেও বাস করিতেন। 'সংঘ' শব্দে তিনি সর্বত্র বৌদ্ধ-সংঘই বুঝিয়াছেন। বৌদ্ধসংঘে দলভেদ নিবারণে তিনি বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূহে স্তূপ-বিহার নির্মাণ, স্তম্ভস্থাপন প্রভৃতি তাঁহার কীর্তি প্রসিদ্ধ। কিন্তু নিজে বুদ্ধভক্ত হইলেও তিনি অন্য সম্প্রদায়-গুলিকে দানাদি দিতেন, সসম্মান দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাঁহাদের সুখসুবিধার জন্য প্রয়াসী ছিলেন (৮শি° ; ছোটশি° ; ভা° ; সভে° ; লু° ; নি° ; ৭স্ত°)। ঐতিহাসিক মতে অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম মগধ ও সন্নিহিত স্থানে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্র ছিল, অশোকের পৃষ্ঠপোষণেই সংঘের প্রসার ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় এবং তাঁহারই চেষ্টায় বুদ্ধের বাণী সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইয়া জগতের ধর্ম ও চিন্তাজগতে নব আলোড়ন সৃষ্টি করে।

নির্গ্রন্থ (বা জৈন)—৭স্ত°। বুদ্ধের যুগে ইঁহাদিগকেই বৌদ্ধগণ তাঁহাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দী মনে করিতেন। নির্গ্রন্থ-সম্প্রদায় বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা প্রাচীন ছিল। মহাবীর বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন কিন্তু মহাবীরের অন্তত আড়াই শতক পূর্বে নির্গ্রন্থ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

আজীবিক—১, ২ গু°; ৭ স্ত°। মহাবীর ও বুদ্ধের সময়ে গোশাল মংখলিপুত্র এই নগ্ন-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন মহাবীর গৃহত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক অবস্থায় প্রথমে কিছুদিন গোশালের শিষ্য ছিলেন এবং গোশালের নিকট হইতে নগ্নতা অবলম্বন করেন। কিন্তু মতানৈক্য বশত পরে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং বিবাদও হয়। মহাবীরের যুগে জৈনগণ আজীবিকদিগকে পরমশত্রু মনে করিতেন এবং বৌদ্ধগণও আজীবিকদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না।

১৬. অশোকের ধর্ম

অশোকের ধর্মমত সম্পর্কে তাঁহার সাম্প্রদায়িক উদারতা প্রচার অতি মূল্যবান। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, সর্ব সম্প্রদায়ই যেন তাঁহার রাজ্যে সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে (৭ শি°) এবং যে যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউক, অপর সম্প্রদায়কে যেন সম্মান করে, অপরের ধর্ম বিষয়ে যেন শ্রদ্ধালু ও জিজ্ঞাসু হয় ও অকারণে যেন অপরের বিরুদ্ধ-সমালোচনা না করে—একান্তই যদি সমালোচনা করিতে হয় তবে তাহা যেন অত্যন্ত সংযত হয় (১২ শি°)। তাঁহার আদর্শ ছিল সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন পরস্পর-'সমবায়' অর্থাৎ মিলন (১২ শি°) ও প্রীতি বর্ধিত হয় (ছোটশি°)।

ধর্ম বলিতে অশোক কি বুঝিতেন তাহার এক দিক না এক দিকের কথা তিনি প্রায় প্রত্যেক লিপিতেই বলিয়াছেন এবং কোন কোনও কথা বারবার বলিয়াছেন, কারণ তাহা তাঁহার কাছে 'মধুর' (অর্থাৎ আস্বাদময়, রুচিকর, উত্তম, প্রয়োজনীয়) মনে হইয়াছিল এবং এই জন্যও যে বারবার বলিলে লোকে তাহাতে অবহিত হইবে (১৪ শি°)।

কিন্তু অশোক যেসব ধর্মশিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে নূতন কথা এমন বিশেষ কিছু নাই, অর্থাৎ সব ধর্মেই তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, বিশেষত তাহা সকল

ভারতীয় ধর্মশিক্ষারই অঙ্গ। অতএব অশোকোপদিষ্ট ধর্মশিক্ষার সারসংগ্রহের চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই বিষয়টি আমাদের বিশেষ আকর্ষণ করে যে, তাঁহার সব শিক্ষারই মূলে আছে সামাজিক স্থনীতি (social morality), অর্থাৎ সেই সব বৃত্তিরই উৎকর্ষ সাধন যেগুলির দ্বারা সমাজবদ্ধ মানব পরস্পর-প্রীতিতে থাকিতে পারে, যাহাতে বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন মতের মানুষের একত্র-সমাজবদ্ধ জীবন সহজ ও সুন্দর হয়।

কিছু আশ্চর্যের বিষয় যে অশোক কোন ব্রাহ্মণ্য দেবতার নাম করেন নাই, নিজে বুদ্ধভক্ত হইলেও কাহাকেও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তি ছাড়িয়া বুদ্ধভক্ত হইতে বলেন নাই, কাহাকেও সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে বলেন নাই (যদিও তিনি অল্পবিষয়সম্পত্তিবত্তা অর্থাৎ 'মধ্যপথ'কে ভাল বলিয়াছেন), ধ্যানধারণা প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই এবং বুদ্ধশিক্ষার চরমাদর্শ নির্বাণ-লাভের কথা একবারও না বলিয়া পুনঃপুন 'স্বর্গ-আরাধনা'র কথা বলিয়াছেন। ইহার কারণ এই মনে হয় যে, তিনি দার্শনিক মতবাদের প্রচারক হইতে চাহেন নাই। তাঁহার কর্মশীল (active) ও ব্যবহার-প্রিয় (practical) প্রকৃতিতে 'মতবাদ' অপেক্ষা আচরণের প্রয়োজনীয়তাই অধিকতর আবশ্যক মনে হইয়াছিল, তাই তিনি ভিক্ষুদের জন্যও বুদ্ধের যে উপদেশগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন (ভা°), তাহাতে 'মতবাদ' অপেক্ষা আচরণের প্রতিই দৃষ্টি ছিল বেশি। 'শীল' বা সদাচরণকে সেইজন্য তিনি সর্বদা সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, ধর্মমত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপথ যে বহুবিধ হইতে পারে তাহা তিনি অন্যায় মনে করেন নাই—ইহাকে ভারতীয় মন চিরদিনই স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার ও শ্রদ্ধা করিয়াছে। তাই তিনি যখন রাজারূপে—বৌদ্ধভিক্ষুরূপে নয়—প্রজাবর্গকে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন, তখন এমন শিক্ষাই দিয়াছেন যাহা সকলের পক্ষেই সমান গ্রহণীয়।

তৃতীয়ত, তিনি তাঁহার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন জনসাধারণকে, সংসারী সুখার্থী গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বী স্ত্রীপুত্রপরিবারসম্পন্ন লোককে উদ্দেশ করিয়া, সংসার-বিরাগী মুমুক্ষুগণকে উদ্দেশ করিয়া নয়। দেবত্ব স্বর্গসুখ প্রভৃতিকে সে যুগে সব ধর্মেই মানা হইত এবং প্রত্যেকেই ইহা কাম্য লক্ষ্য মনে করিতেন,

অবশ্য গভীর-দার্শনিক-চিন্তাশীল অল্প কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি এগুলিকে গৌণ বিষয় বুঝিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি আরও উচ্চতর ভূমিতে নিবদ্ধ করিতেন।

সে যুগের ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে ইহাও স্মর্তব্য যে বিদ্যা ও বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ব্রাহ্মণ ও নানা শ্রমণসংঘ কর্তৃক করা হইত, ইঁহারাই অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি দ্বারা সমাজে সংস্কৃতির (culture) রক্ষণ ও পুষ্টিবর্ধন করিতেন। অতএব ইঁহাদের পোষণদ্বারা রাজা ও তৎসদৃশ ব্যক্তিরা দেশের জ্ঞানসমৃদ্ধির প্রদীপ নিয়ত প্রজ্বলিত রাখিতেন।

ভাববিলাসকে অশোক ধর্ম বলিতেন না, আচরণই ছিল তাঁহার কাছে ধর্মের স্বরূপ এবং 'উত্থান', প্রচেষ্টা, 'পরাক্রম'ই ছিল তাঁহার মতে ইহার মূল। এই প্রচেষ্টা থাকিলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও স্বর্গ-লাভে সমর্থ হয় (ছোটশি°)। বৌদ্ধরা বলিয়াছেন যে ধম্মপদের 'অপ্পমাদবগ্‌গ' নামক বুদ্ধবচনগুলি শুনিয়াই অশোক প্রথমে বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার এই আগ্রহ শেষজীবন পর্যন্ত প্রবল ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে 'অপ্রমাদ' শব্দের অর্থ বীর্য পুরুষকার প্রভৃতি এবং অশোকও পরাক্রম, উত্থান প্রভৃতিতে তাহাই বুঝিতেন। অশোকের অনেক উক্তিতে পণ্ডিতগণ ধম্মপদোক্ত নানা বুদ্ধবচনের প্রতিধ্বনি পাইয়াছেন।

সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি হিতকামনা, হিতপ্রচেষ্টা ও দানাদির কথা এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শের কথা অশোক বিশেষভাবে ৭, ১২ শি° ও ৬, ৭ স্তং বলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা তিনি অসামান্য ঔদার্যের সহিত ১২ শি°তে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ক আদর্শ তাঁহার এই ইচ্ছায় সুপরিস্ফুট হইয়াছে যে সর্বসম্প্রদায়ের দেবগণ ও মনুষ্যগণ যেন পরস্পরমিলিত হয় (ছোটশি°)। তিনি কিন্তু সাধুসন্ন্যাসী দেখিলেই ভক্তি-গদগদ হইতেন না। সাধুসন্ন্যাসীদের নিকট হইতে তিনি অতি উচ্চাদর্শ আশা করিতেন। তিনি চাহিতেন যে তাঁহারা সকলেই যেন সংযম ও চিত্তশুদ্ধিতে উন্নত হন (৭ শি°), সকলেই যেন আধ্যাত্মিক উন্নতি (সারবৃদ্ধি), বিদ্যা ও সাধুতা অর্জনে যত্নবান হন (১২ শি°)।

কিন্তু অশোকের সাম্প্রদায়িক উদারতা বিপুল হইলেও সীমাহীন ছিল না।

অন্যের আচরণে বা বিশ্বাসে যাহা তাঁহার নিকট বাস্তবিকই অযৌক্তিক বা অন্যায় মনে হইত, তাহার বিরুদ্ধে বলিতে বা তাহা নিবারণে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না—যেমন তিনি বৃথা মাঙ্গলিক কর্মের নিন্দা করিয়াছেন (৯ শি°) এবং স্বর্গীয় দৃশ্যাদি দেখাইয়া লোককে স্বর্গলোভী করার চেষ্টাকে সফল মনে করেন নাই (৪ শি°)। যাগযজ্ঞাদিতে পশুবলি ও 'সমাজ'-মেলা নিষেধ (১ শি°) এ বিষয়ে চরম দৃষ্টান্ত। এই সর্বজনাচরিত ধর্মক্রিয়া ও সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তিনি যে বহুলোকের, বহু প্রতাপশালী মণ্ডলীর বিরক্তি ও বিরুদ্ধতার পাত্র হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়, এবং তিনি যে তাহা হইবেন তাহাও তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন। তথাপি ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়ায় একদিকে যেমন তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও তাঁহার রাজশক্তির প্রভাব প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার ঔদার্য যে সর্বংসহ ছিল না তাহাও বুঝা যায়।

অশোক যে ভাবে ধর্মসম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়কে তাঁহার ধর্মাদর্শ-অনুযায়ী শুদ্ধতর ও উচ্চতর করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার কাছে ধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ড বা বহিরাচার ছিল না এবং তাঁহার ধর্মধারণা অতি ব্যাপক ও গভীর ছিল, যথা—

চিরাচরিত ধর্মোৎসবের ভেরীঘোষের পরিবর্তে তাঁহার শিক্ষার ধর্মঘোষ (৪ শি°);

অন্যান্য মহামাত্রদের মত ধর্মমহামাত্র নিয়োগ (৫ শি°);

অন্যান্য রাজাদের বিহারযাত্রার পরিবর্তে তাঁহার ধর্মযাত্রা (৮ শি°);

সাধারণ লোকের আচরিত মাঙ্গলিক কর্মের পরিবর্তে ধর্মমাঙ্গলিক (৯ শি°);

সাধারণ রাজাজ্ঞা ঘোষণার মত ধর্মঘোষণা (ছোটশি° ; ৭ স্ত°);

সাধারণ স্তম্ভের মত ধর্মস্তম্ভ স্থাপন (? ৭ স্ত°);

সাধারণ দানাদির পরিবর্তে ধর্মদান প্রভৃতি (৯, ১১ শি°);

সাধারণ রাজ্যজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয় (১৩ শি°):

এবং অন্য রাজাদের (প্রাচীন পারসীয় ?) রাজ্যবিজয়াদি-স্বগরিমা বিঘোষক শিলালিপির পরিবর্তে তাঁহার ধর্মলিপি ও ধর্মানুশাস্তি প্রকাশ।

এই সব বিষয়েই অশোক নিজ কার্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন।

১৭. অশোকের রাজনীতি ও তাহার ফল

প্রজাবর্গের হিতসাধন, দুঃখমোচন ও তাহাদের ধর্মবৃদ্ধি অশোক তাঁহার প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। প্রজাকে ধর্মশিক্ষা দান তাঁহার কাছে অবশ্যপালনীয় রাজধর্ম ছিল—এ কথা তিনি বারবার বহুস্থানে বলিয়াছেন। প্রজাহিতকর কর্মে তিনি আহার বিহার নিদ্রা সবই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন (৬ শি°)। এই রাজধর্ম অক্লান্তভাবে পালন করিয়া প্রজার নিকট অঋণী হওয়াই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল—'সব মানুষ আমার সন্তান; আমার নিজের সন্তান সম্বন্ধে যেমন আমি ইচ্ছা করি যে তাহারা যেন আমার দ্বারা ইহলৌকিক-পারলৌকিক সর্ব হিতসুখে যুক্ত হয়, সব মানুষ সম্বন্ধেও আমি সেইরূপ ইচ্ছা করি' (১, ২ পৃথ°)।

প্রজাগণকে ধর্মপথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দান ব্যতীত অন্য কোনরূপ যশ বা কীর্তি তাঁহার কাম্য ছিল না (১০ শি°)। তিনি পুনঃপুন বলিয়াছেন যে এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁহার 'ধর্মলিপি'গুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহাতে লোকে তাঁহার বিবিধ ধর্মক্রিয়া দেখিয়া তাঁহার উদাহরণ অনুসরণ করে। কিরূপে প্রজাসাধারণের সুখবৃদ্ধি হয়, ইহাই ছিল তাঁহার অনুক্ষণ চিন্তা (৬ স্ত°)।

কলিংগযুদ্ধে লোকের ক্ষতি ও দুঃখ দেখিয়া অশোক চিরতরে রাজ্যজয়-নীতি বিসর্জন করেন (১৩ শি°)। তিনি তাঁহার প্রতিবেশী-রাজ্যবাসীগণকে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে বলিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে ইহাই তিনি চাহেন যে তাহারা যেন তাঁহার নিকট হইতে শুধু সুখই পায়, দুঃখ নয় (২ পৃথ°)। বনবাসী অর্ধসভ্য হিংস্রস্বভাব জাতিগণকেও তিনি ধর্মপরায়ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৩ শি°)।

অনেকে মনে করেন যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অশোক অস্ত্র ব্যবহার, বলপ্রয়োগ প্রভৃতিও সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া ধর্মপ্রচারের ভাব-প্রবণতায় ভাসিয়া নিজেও দুর্বল অহিংস 'বৈষ্ণব' হইয়াছিলেন, রাজ-শাসনও বলহীন ও বিশৃংখল করিয়াছিলেন। তাহা ঠিক নয়, কারণ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি (৪স্ত°), দুর্দান্ত অবাধ্য দুর্নীতিপরায়ণগণকে

সশস্ত্র - বলপ্রয়োগে দমন, প্রয়োজন হইলে বিনাশ পর্যন্ত (১৩ শি°)— সবই তাঁহার শাসননীতিতে পরিরক্ষিত হইয়াছিল। পিতা যেমন পুত্রকে আত্মবৎ প্রতিপালন করেন (২ পৃথ°) কিন্তু সংশোধন বা অন্যায় নিবারণের প্রয়োজনে কঠিন শাস্তিও দেন, সেরূপই ছিল প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার মনোভাব। রূঢ়তা বা হিংসা নয়, হিতেচ্ছাই ছিল ইহার মূলমন্ত্র।

অশোক বারবার তাঁহার পুত্রাদি ভবিষ্যদ্ - বংশধরগণকে তাঁহার উপদিষ্ট রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি লিপি তাঁহার পুত্রগণকে উদ্দেশ করিয়াই লিখিত হইয়াছিল। রাজধর্ম পালন করিতে হইলে, প্রজাকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইলে রাজার নিজেকেও ধর্মে ও শীলে অধিষ্ঠিত হইতে হয় — কারণ 'অশীল কর্তৃক ধর্মাচরণ হয় না' — একথা তিনি বিশেষভাবে পুত্রগণকে স্মরণ করাইয়াছিলেন (৪ শি°)।

অধীনস্থ কর্মচারীবর্গকেও তিনি সর্বত্র সেই উপদেশ দিয়াছেন। শুধু রাজ্য-শাসন নয়, অধীনস্থ প্রজাগণের হিতসুখ সাধন, তাহাদের সুখদুঃখ বুঝা, তাহাদের ধর্মবৃদ্ধি এবং তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দানও তিনি রাজপুরুষগণের পদোচিত কর্তব্য মনে করিতেন। ইহা করিতে হইলে রাজপুরুষগণের নিজেদেরও ধর্মনিষ্ঠ হওয়া একান্ত উচিত, ইহা তিনি সর্বত্র তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন — 'ধর্মের দ্বারা পালন, ধর্মের দ্বারা বিধান, ধর্মের দ্বারা লোককে সুখীকরণ এবং ধর্মের দ্বারা লোকের রক্ষণ' (১ স্ত°)।

অতি হৃদয়গ্রাহী উপমায় তিনি কর্মচারীগণকে তাহাদের পদোচিত কর্তব্য বুঝাইয়াছিলেন — সুদক্ষা ধাত্রীর হস্তে সন্তান ন্যস্ত করিয়া লোকে যেমন এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হয় যে সুদক্ষা ধাত্রী তাহার সন্তানকে সুখে প্রতিপালন করিবে, তিনিও সেইরূপ লোকের হিতসুখের জন্য কর্মচারীগণকে নিয়োগ করিয়াছেন (৪ স্ত°)।

যে সব কারণে কর্তৃত্ব - দায়িত্ববান লোকে নিরপেক্ষভাবে সুশাসন করিতে পারে না, সেগুলি সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া তিনি কর্মচারীদিগকে সেগুলি সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে বলিয়াছেন এবং স্বকর্তব্য সম্যক পালনদ্বারা তাহা-দিগকে রাজার সন্তোষবিধান করিতে ও রাজার প্রতি অঋণী হইতে উপদেশ দিয়াছেন (১, ২ পৃথ°)। কর্মচারীগণ যেন মনে রাখে যে কর্তব্যপালনদ্বারা

লোকের প্রীতি লাভ করিবার জন্যই শতসহস্র প্রজার উপর তাহাদিগকে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে (১ পৃথং)।

কর্মচারীগণ যে সর্বদা অশোকের উচ্চাদর্শ অনুযায়ী চলিতেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা যে অশোকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতেন না, তাহা অশোক নিজেই বলিয়াছেন (১ পৃথং)। তাঁহাদের অনেক অবিচার অত্যাচারের সংবাদও অশোক রাখিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি উদার সহিষ্ণুতা বা উপেক্ষা না দেখাইয়া অবিচার-নিবারণ ও কর্মচারীগণকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন — প্রথমে তাহাদের প্রশংসা দ্বারা, তারপর তাহাদের ত্রুটি প্রদর্শন দ্বারা এবং তারপর তাহাদিগকে কর্তব্য স্মরণ করাইয়া ও কর্তব্যপালনে উপদেশ দ্বারা (১, ২ পৃথং ; ৪ স্তং)। মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চয় তিনি কর্মচারীগণকে শাস্তি, প্রয়োজন হইলে সম্ভবত পদচ্যুতি পর্যন্ত গুরুশাস্তি দিতেন — যেমন তিনি দুর্বিনীত বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে দিয়াছিলেন (সভেং)।

সংঘ-ইতিহাস কাহিনীতে এবং মাত্র একটি শিলালিপিতে সংঘ বিষয়ে অশোকের দৃঢ়হস্ততার যে প্রমাণ আমরা পাই, রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে সেরূপ প্রমাণ না থাকিলেও আমরা তাহা কিছু পরিমাণে অনুমান করিতে পারি। সংঘের উপর তাঁহার যে ক্ষমতা ছিল, তাহার বহুগুণ ক্ষমতা স্বীয় অধীনস্থ কর্মচারীগণের উপর তাঁহার ছিল।

ধর্মমহামাত্র ও অন্যান্য নানাশ্রেণীয় রাজপুরুষগণকে ধর্মপ্রচার, ধর্মাচরণ-বিস্তার প্রভৃতি কর্মে নিয়োগ রাজশাসন-ইতিহাসে অশোকই প্রথম প্রবর্তন করেন। বিদেশে চিকিৎসক প্রেরণ, ধর্মপ্রচার ও ধর্মবৃদ্ধির প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিশ্ব-ইতিহাসের রাজন্যবর্গের মধ্যে অশোকই প্রথম রাজনীতিরূপে অবলম্বন করেন।

বহু লিপিতে অশোক তাঁহার রাজপুরুষগণের কর্তব্যপালন ও ধর্মাচরণ প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। ইহা ইচ্ছাকৃত মিথ্যাবাদ না হইলেও বোধহয় সম্পূর্ণ সত্য নয়। যদি ইহা সত্য না হয় তবে অশোকের তাহা পুনঃপুন বলিবার কারণ বোধহয় এই ছিল যে অশোক প্রশংসাবাদ দ্বারা কর্মচারী-গণকে উৎসাহিত ও তাঁহার অভীপ্সিত কর্মে প্রণোদিত করিতে চাহিয়াছিলেন,

অথবা এরূপও হইতে পারে যে, স্বার্থান্বেষী কর্মচারীগণ তাঁহার কাছে কর্তব্য-পরায়ণতা ও ধর্মশীলতার ভান করিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিত। অন্যেও তাঁহার মত ধর্ম আচরণ করিতেছে, ইহা অশোকের মত আদর্শবাদী অত্যুৎসাহী লোককে বিশ্বাস করান খুব কঠিন ছিল না।

কিন্তু অশোক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সত্যও ছিল। বাস্তবিক ধর্মপ্রেরণা হইতে না হইলেও অন্তত রাজাজ্ঞা পালনের উদ্দেশ্যে কর্মচারীগণের মধ্যে অবশ্যই প্রভূত জনহিতকর কর্মপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছিল, দেশেও শুভ-কর্ম বৃদ্ধি হইয়াছিল।

প্রজাবর্গের প্রতি রাজার বা রাজপুরুষগণের মনোভাব ও কর্তব্যাদর্শ সম্বন্ধে অশোক যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রথম আবিষ্কার নয়, ইহা ভারতীয় রাজধর্মের সনাতন আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শ এত আন্তরিকতা, সমগ্রতা ও উদ্যমের সহিত পালনের প্রচেষ্টা তাঁহার পূর্বে ও পরে পৃথিবীতে অল্প রাজাই করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ববর্তী ভারতীয় রাজারাও লোকহিতৈষণাকে কেমন রাজকর্তব্য মনে করিতেন, তাহা অশোক সবিনয়ে সুন্দরভাবে স্বয়ংই বর্ণনা করিয়াছেন (৭ স্ত°)।

অশোক-অনুসৃত রাজনীতির ফল কি হইয়াছিল ? অনেক লিপিতে অশোক বলিয়াছেন তাঁহার শিক্ষার ফলে তাঁহার রাজ্যের সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে, তাঁহার প্রত্যন্তদেশবাসীগণের মধ্যে, এমন কি দূর দূর বিদেশেও সকলেই তাঁহার শিক্ষা পালন করিতেছে — সকলেই ধর্মাচরণ ও ধর্মবর্ধন করিতেছে, ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হইয়াছে, ইত্যাদি। ইহা কি সত্য ?

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কেহ ইহাকে অত্যুক্তি ও ইচ্ছানুগামী চিন্তা (wishful thinking) অথবা অতিবিশ্বাস-পরায়ণতা মনে করিয়াছেন এবং বোধহয় তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। কিন্তু তথাপি ইহাও বিবেচ্য যে সুচিন্তা সুভাব সুবাক্য ও সুকর্মের একটা কার্যকরী (dynamic) শক্তি থাকে, বিশেষত শক্তিশালী ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হইলে ইহার প্রভাব আরও প্রসারিত হয়।

অতএব মনে হয় দীর্ঘস্থায়ী বা যথার্থ আন্তরিক বা অশোক যতটা মনে

করিতেন ততখানি না হইলেও লোকের মধ্যে অশোকের শিক্ষা ফলপ্রসূ হইয়াছিল — তাঁহার বিপুল শক্তি ও প্রতাপ এ বিষয়ে সহায়ক হইয়াছিল। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যেই হউক বা অসন্তুষ্ট করায় স্বার্থহানির ভয় হইতেই হউক বা যথার্থ সাধু উদ্দেশ্য হইতেই হউক, তাঁহার শিক্ষা অনেককে বোধহয় সদাচরণে উদ্যোগী করিয়াছিল। তাঁহার ও অপরগণের ক্রিয়ার ফলে সমগ্র দেশে অবশ্যই পুণ্যক্রিয়া বাড়িয়াছিল।

১৮. অশোকের অন্তঃপ্রকৃতির আভাস

'চেষ্টয়া ভাষণেন চ' মানুষের 'অন্তর্গত মন'এর পরিচয় পাওয়া যায়। অশোকের বিবিধ কার্য ও উক্তি হইতে তাঁহার গূঢ় মনের যে ছায়া পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে কয়েকটি ইংগিত অপ্রাসংগিক হইবে না।

অশোকের অহংবোধ, আত্মশ্রেষ্ঠতাজ্ঞান ও আত্মশ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনেচ্ছা বেশ প্রবল ছিল। আশৈশব রাজসম্মানে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে ইহা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু অন্যে যেখানে এই বৃত্তিগুলি শুধু মৌখিক বা রিক্ত বাহ্য আড়ম্বরে চরিতার্থ করে, সেখানে তিনি আত্মশ্রেষ্ঠতা অর্জনের শ্রম যত্ন ও অধ্যবসায়ে পরাংমুখ হইতেন না। উচ্চাকাংক্ষা তাঁহার খুবই ছিল এবং তাহার পরিপূরণে তাঁহার অক্লান্ত উদম্যের পরিসীমা ছিল না। রিক্তচিত্ত ও ক্ষীণশক্তিদের অহংবোধ ও উচ্চাভিলাষের অন্তরালে যেমন আত্মাভিমান থাকে, গভীরচিত্ত শক্তিমানদের উচ্চাকাংক্ষার মূলে তেমনি বিনয়ের স্নিগ্ধরস প্রবাহিত থাকিয়া উচ্চাকাংক্ষাকে ফলপ্রসূ হইবার শক্তি সংযম ধৈর্য্য প্রভৃতি দান করে। অশোক বিনীতই ছিলেন। স্বকৃত শুভকার্যের ফলবত্তার প্রশংসায় যেখানে তিনি যেন আত্মশ্লাঘা করিতেছেন মনে হয়, সেখানে তাহা অহমিকাজনিত নয়—তাহা শুভকার্যের সফলতায় আত্মপ্রসাদ অর্থাৎ শুভাদর্শেরই জয়ধ্বনি।

তিনি আদর্শবাদী, ভাবুক ও ভাবপ্রবণও ছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার প্রকৃতি কর্মশীল ছিল এবং তিনি ভাববিহারের পরিবর্তে আচরণ (practice) চাহিতেন—যাহা কিছুই তাঁহার কাছে শুভ ও কাম্য মনে হইত তাহাতেই তিনি ইচ্ছা করিতেন কি ভাবে তাহা সিদ্ধ করিবেন, কি ভাবে তাহা সাধন

করিবেন (১, ২ পৃথ°) এবং উদ্যম ও কার্য সমাপ্তিতে কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হইত না (৬ শি°)। আত্মপ্রকৃতির এই মূলগত বৈশিষ্ট্যবশতই ধ্যানধারণা-নির্বাণলাভ অপেক্ষা উদ্যম ও পরাক্রমদ্বারা লোকহিতধর্ম তাঁহার কাছে শ্রেষ্ঠ কর্তব্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে যদি কোথাও কিছু আতিশয্য থাকিয়া থাকে, তবে সম্ভবত তাহা ছিল তাঁহার এই রজোগুণজ অতিকর্মপ্রিয়তায়। এই কর্ম-ব্যাকুলতায় অবশ্য তিনি আনন্দই পাইতেন এবং শুভকর্মে এই ব্যগ্রতাকে তাহার মাহাত্ম্যেরই পরিচায়ক বলিতে হইবে।

ধর্মনিষ্ঠা ন্যায়পরায়ণতা কর্তব্যাগ্রহ সাধুতা পরোপকারিতা কোমলতা প্রভৃতি গুণে তিনি আজন্ম-বিভূষিত হইলেও কলিংগযুদ্ধের পর তাঁহার সকল মনোবৃত্তি, সকল শক্তি একমুখী হইয়াছিল ধর্মে ধর্মপ্রচারে, প্রজাবর্গের মধ্যে ও সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মবিস্তারে। তাঁহার অহংবোধাদি বহু রজোভাব শুদ্ধীকৃত ও সমুচ্চীকৃত হইয়া নিজেকে ছাড়িয়া লোকসমাজসেবারূপ বৃহত্তর আদর্শে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসী না হইয়া বহুকর্মী হইয়াছিলেন, লোকের সেবায় বাস্তবিকই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

তিনি বারবার বলিয়াছেন যে, ধর্মলিপি-ধর্মানুশাসন প্রকাশে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল লোককে ধর্মশিক্ষা দেওয়া, তাঁহার সকল পুণ্যকর্মের হেতু ছিল লোকসেবা, লোকের ঐহিক-পারত্রিক হিতসুখেচ্ছা, লোকে যাহাতে তাঁহার আদর্শে পুণ্যকর্ম করিয়া ধর্মবৃদ্ধি করে। বুদ্ধের 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই শিক্ষা রাজার কি ভাবে পালনীয় তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। সংসার-বৈরাগ্য ও নিজের নির্বাণ লাভ অপেক্ষা 'ইধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি, কতপুঞ্ঞো উভয়ৎথ মোদতি—কৃতপুণ্যব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সুখী হয়'—বুদ্ধের এই শিক্ষাই তাঁহার লক্ষ্যভূমি ছিল।

দয়ালু ও ক্ষমাশীল হইলেও অশোক দৃঢ়চেতা ও স্থিরশাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মৌর্যসাম্রাজ্যে যে সর্বত্র সুশাসন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বুদ্ধিমান হইলেও আদর্শবাদী ও ঐকান্তিক-আগ্রহবানরা প্রায়ই সরলপ্রকৃতি হইয়া থাকেন, তাই অভীষ্ট বিষয়ে তাঁহার অত্যুৎসাহবশত অশোককে

তাঁহার উদ্দেশ্য-সফলতা সম্বন্ধে কিছু বুঝান সম্ভবত খুব কঠিন ছিল না। ইহার অন্তরালে কিছু অহংপরিতৃপ্তি থাকে বটে, কিন্তু ইহাতে আগ্রহপ্রবলতাও বুঝা যায়। তাঁহার পারিষদ-দূত-কর্মচারী প্রভৃতিরা তাঁহার এই বিশ্বাস-পরায়ণতার সুযোগ লইয়া বোধহয় সময়ে সময়ে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইতেন। অনেক লিপিতেই দেখা যায় সর্বত্র সকলে সর্বান্তঃকরণে তাঁহার অভীপ্সিত ধর্ম পালন করিতেছে, এই বিশ্বাস তাঁহার কিছু অতিরিক্তই ছিল।

অশোকের মনোভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে তাঁহার লিপিগুলি বিশেষ অভিনিবেশের সহিত পাঠ করা আবশ্যক। বুদ্ধের বাণী পাশ্চাত্য মনীষীদের নিকট প্রথম পরিচিত হইবার পর হইতে যেমন জগতের ধর্মগুরুদের মধ্যে বুদ্ধের অনন্যসাধারণত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা বুদ্ধকে বহুশ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আসিতেছেন, সেইরূপ অশোকের লিপিগুলির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে পাশ্চাত্য সুধীবর্গ বিশ্বরাজন্যকুলের মধ্যে অশোকের সমুচ্চ আদর্শপরায়ণতায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশ্ব-রাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিনন্দন করেন।

১৯. অশোকের ভাস্কর্য

অশোকের সুদৃঢ় অথচ সুকুমার চিত্ত প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষিত কলাসম্ভারে। পূর্বে বলা হইয়াছে প্রাক্-অশোক একহাজার দেড়হাজার বৎসরের মধ্যে কোনও বৃহৎ স্থাপত্য বা ভাস্কর্যাদি কলানিদর্শন ভারতে আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু মৌর্যযুগে, বিশেষত অশোকের সময়ে সহসা যেন শিল্পস্ফূর্তির আরম্ভ হয়।

পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের যে সুবৃহৎ প্রাসাদের কথা মেগাস্থেনেস্ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া খ্রী. ৫ শতকে চীনা পরিব্রাজক ভিক্ষু ফা হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন ও জনশ্রুতি শুনিয়াছিলেন যে সেই প্রাসাদ দৈত্যদানব-অসুরগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল অর্থাৎ সেরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান সমাধা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকখানি শালকাষ্ঠনির্মিত স্তম্ভ (এখন পাটনা মিউজিয়মে রক্ষিত) ছাড়া তাহার

কিছুই এখন অবশিষ্ট নাই। সারনাথ সাঁচী প্রভৃতি ভারতের বহু স্থানে অশোক যে শতাবধি (বৌদ্ধবর্ণনায় ৮৪,০০০ !) স্তূপ স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহাও আজ সব নিশ্চিহ্ন।

প্রত্নবিদগণ মনে করেন অশোকের পূর্বে পর্যন্ত মৃতব্যক্তির স্মরণে চিতাবশেষ-অস্থিসমন্বিত যে সকল স্তূপ রচিত হইত, সে স্তূপগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইত—অশোকই সর্বপ্রথম বুদ্ধপূতাস্থিগর্ভ বৃহদাকার স্তূপ নির্মাণ আরম্ভ করেন। সাঁচী প্রভৃতি স্থানে এখন যে স্তূপ দেখা যায় তাহা বিধ্বস্ত অশোক-স্তূপের উপর পরবর্তী যুগে বারবার বাড়াইয়া পুনর্নির্মাণের ফল। সাঁচী সারনাথ বুদ্ধগয়া ভারহুৎ প্রভৃতি স্থানের স্তূপের তোরণদ্বার, বেষ্টনী (railing) প্রভৃতি যাহা এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে দেখা যায়, তাহা অশোকযুগের নয়—তাহা পরবর্তীকালে খ্রী. পূ. ২ শতক হইতে খ্রী. ১ শতকের মধ্যে নির্মিত। ভারহুৎ স্তূপের বেষ্টনী ও তোরণ এখন কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

স্তূপস্থাপনের উৎপত্তি এইরূপ অনুমান করা যায় — প্রাগার্য ভারতীয় প্রথায় মৃতদেহ দাহ করা হইত, হয়ত দাহের পর কোথাও কোথাও চিতাবশেষ পাত্রে রক্ষিত হইয়া ভূপ্রোথিত হইত। আর্যগণ প্রথমে মৃতদেহ সমাধি দিতেন ; সমাধির উপর মাটি উঁচু করিয়া দেওয়া হইত এবং সমাধিস্থানে কোনরূপ বেষ্টনী দেওয়া হইত। পরে আর্যগণও দাহপ্রথা গ্রহণ করিলেন। চিতাবশেষ ভূপ্রোথিত করা আর্য সমাধিপ্রথা হইতে গৃহীত হইতে পারে অথবা প্রাগার্যগণেরই স্বকীয় প্রথা হইতে পারে, তবে দাহপ্রথা যে প্রাগার্য ভারতীয় প্রথা ছিল এবং প্রথমত আর্যপ্রথা ছিল না, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর্য-প্রাগার্য প্রথার সংমিশ্রণে চিতাস্থি - সমন্বিত এবং বেষ্টনী-বদ্ধ সমাধি হইতেই স্তূপের উদ্ভব হয়।

অশোক-ভাস্কর্যের যে নিদর্শন কালকবল হইতে কিছু রক্ষা পাইয়াছে, তাহা হইতেছে অশোকস্থাপিত স্তম্ভগুলি। এই দীর্ঘাকার স্তম্ভগুলি প্রত্যেকটি একখণ্ড পাথর কাটিয়া নির্মিত (monolithic)। এই পাথরের বর্ণ মনোহর এবং তক্ষণ ও পালিশ কাচবৎ মসৃণ ও উজ্জ্বল। অশোক বরাবর পাহাড়ে ও তাঁহার পৌত্র দশরথ নাগার্জুনী পাহাড়ে যে প্রস্তরগুহাগুলি কাটাইয়া

আজীবিকদিগকে দান করিয়াছিলেন, তাহার গাত্রের এই কাচবৎ মসৃণ পালিশ এখন পর্যন্তও নষ্ট হয় নাই।

অশোকস্তম্ভগুলির গঠন বেলনাকৃতি (cylindrical), উপরের বেধ ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ হ্রস্বতর (tapering), কারুকার্যবিহীন গম্ভীর কিন্তু কোমলদর্শন। প্রত্যেক স্তম্ভের শীর্ষদেশে ছিল সিংহাদি পশুমূর্তিরূপ শিরোভূষণ (capital) এবং এই শিরোভূষণের অধোদেশে (abacus) সিংহাদি পশু, হংসাদি পক্ষী ও লতাপুষ্পাদি উৎকীর্ণ। শিরোভূষণটি পৃথক নির্মিত হইয়া ধাতুকীলক-সহযোগে স্তম্ভশীর্ষে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে দৃঢ়সংলগ্ন হইত যে দেখিয়া মনে হইত উভয়ই এক প্রস্তর হইতে নির্মিত। শিরোভূষণের অধোদেশের নিম্নভাগ অধোমুখী-পদ্মাকৃতি। সমগ্র স্তম্ভটি একটি সমুন্নত প্রস্তর বেদিকার উপর স্থাপিত হইত।

প্রথম আবিষ্কারের সময়ে অধিকাংশ স্তম্ভই একাধিক খণ্ডে ভগ্ন, ভূশায়িত বা অংশত ভূপ্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল এবং কোথাও শিরোভূষণ স্তম্ভ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সন্নিকটে পড়িয়া ছিল, কোথাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। শিরোভূষণগুলির মধ্যে সারনাথেরটিই সর্বোত্তম ও বিশ্ববিখ্যাত। ইহা এখন সারনাথ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইহার একটি অনুকৃতি কলিকাতা মিউজিয়মের প্রবেশদ্বারের ডানদিকে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহার ঠিক সম্মুখে (পূর্বদিকে) আছে উত্তর বিহারের রামপূর্বায় প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভের আদি সিংহ-শিরোভূষণটি। দ্বিতীয়ের ঠিক উত্তরে আছে রামপূর্বায় প্রাপ্ত আর একটি লিপিহীন অশোকস্তম্ভের বৃষ-শিরোভূষণটি—এই বৃষের মাথাটি কিন্তু দেহানুপাতে ছোট মনে হয়। রামপূর্বা-সিংহের কেশরের পরস্পরসমতায় রীতিবদ্ধ শৈলীর (conventionalised, stylised) আড়ষ্টতা থাকিলেও সিংহের সজীবতা ও বীর্য অতি প্রশংসনীয়, সমালোচকরা সকলেই একথা বলিয়াছেন।

সারনাথ শিরোভূষণ হইতেছে পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া সমকোণে দণ্ডায়মান চারটি সিংহমূর্তি-পুরোভাগের সমন্বয়—দূর হইতে দেখিলে সম্মুখের সিংহকে সমগ্রদেহবান বলিয়া মনে হয়। এই শিরোভূষণ নিশ্চয় স্তম্ভের উপর এরূপ ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল যে সিংহচতুষ্টয় ঠিক পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণমুখী ছিল। সিংহগুলির উপর আবার একটি বৃহদাকার

চক্র ছিল, কারণ সারনাথে বুদ্ধ প্রথম 'ধর্মচক্র - প্রবর্তন' করিয়াছিলেন। ইহা এখন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই সিংহগুলির সজীব বীর্যবান বিক্রান্ত ভঙ্গি কলাবিদ্ সমাজে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

অধোদেশে (abacus) প্রত্যেক সিংহের সম্মুখপদদ্বয়তলে একটি (রথশকটাদির) চক্রচ্ছবি, অর্থাৎ বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মচক্র(-যুক্ত যানারোহণে অথবা সেই মার্গ) অনুসরণে লোকে নির্বাণরূপ পরম গন্তব্যলক্ষ্যে পৌঁছে। প্রত্যেক চক্রদ্বয়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি হস্তী বৃষ অশ্ব ও সিংহমূর্তি।

বৌদ্ধকলার পরিণতি - ইতিহাসে দেখা যায় খ্রী. ১ শতক পর্যন্ত কোনও বুদ্ধমূর্তি - পরিকল্পনার সৃষ্টি হয় নাই। তখন পর্যন্ত চক্র-আসন-পদচিহ্নাদি বুদ্ধের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত। সারনাথে অশোকোৎকীর্ণ হস্তীবৃষাশ্ব-সিংহও বুদ্ধেরই প্রতীক।

বুদ্ধমাতা পুত্রজন্মের পূর্বে শ্বেতহস্তীর গর্ভপ্রবেশের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বলিয়া হস্তী বুদ্ধের সংসারাগমনের প্রতীক। বুদ্ধ বৈশাখীপূর্ণিমায় জন্মিয়াছিলেন এবং সে বৎসর—যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে—বৈশাখীপূর্ণিমা সম্ভবত জ্যৈষ্ঠমাসে (যখন রবির বৃষরাশিতে অবস্থিতি হয়) পড়িয়াছিল বলিয়া বৃষ বুদ্ধের মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীক। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অশ্ব তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রতীক। সিংহ হইতেছে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার-জীবনের প্রতীক—পশুরাজের গর্জন যেমন সমগ্র বনভূমির উপর আধিপত্য ঘোষণা করে, বুদ্ধের শিক্ষায়ও তেমনি অপর ধর্মমতসমুদায় ম্লান ও পরাভূত হইয়াছে; সিংহনাদে যেমন দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হয়, বুদ্ধের বাণীও সেইরূপ দিগদিগন্ত-পরিব্যাপ্ত — সেইজন্য শিরোভূষণের বিক্রান্ত-সিংহচতুষ্টয় চতুর্দিকমুখী। এই ব্যাখ্যা ব্যতীত সম্ভবত আরও একটি (জ্যোতিষিক) কারণে সিংহ বুদ্ধের ধর্মপ্রচার-প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে। তিনি যখন উরুবিল্ব হইতে প্রথম-ধর্মপ্রচার-কালে সারনাথে আসেন, বর্ণনায় দেখা যায় তখন ভরা বর্ষা (সম্ভবত ভাদ্রমাস, যখন সিংহরাশিতে রবির অবস্থান হয়)।

শিরোভূষণের বৃহৎ সিংহচতুষ্টয় যেমন, তেমনি অধোদেশের হস্তীবৃষাশ্ব-সিংহের বলিষ্ঠ মূর্তিগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও তাহাদের সহজ-স্বাভাবিক

সজীব সবীর্য নির্মাণভঙ্গিমা কলাজগতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে কিন্তু সমালোচকদের নিকট আরও একটি সমস্যার উদয় হইয়াছে—অশোকের পূর্বেও যেমন ভারতে এরূপ ভাস্কর্যনৈপুণ্যের নিদর্শন অজ্ঞাত, তেমনি তাঁহার পরেরও দুই তিন শতকের ভারতীয় ভাস্কর্য (যেমন ভারহুতের) ইহার তুলনায় বহু নিকৃষ্ট। তবে শুধু অশোকেরই ভাস্কর্যে এই নৈপুণ্য সহসা কিরূপে কোথা হইতে আসিল? তাঁহার যুগের ভারতীয় ভাস্কররা যদি অশোকস্তম্ভ, শিরোভূষণ, অধোদেশাদির নির্মাতা হইয়া থাকেন, তবে অশোকের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কলাবিকাশ ও কারুদক্ষতার ধারা সহসা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল কি করিয়া?

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে কোনও বিষয়ের সহসা আবির্ভাব-তিরোভাবের এরূপ ঘটনা যেখানেই ঘটিয়াছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে ইহার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদেশিক সংস্পর্শ ও তাহার অবসান। তাই অশোক ভাস্কর্য সম্বন্ধেও এই অনুমান ব্যতীত আর কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

পারস্য হইতে গ্রীস পর্যন্ত—অর্থাৎ তাৎকালীন সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যজগতের সহিত অশোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং এইসব দেশে প্রস্তরভাস্কর্য ভারত অপেক্ষা যে বহু উন্নত ছিল তাহাও ইতিহাসে সুবিদিত, অতএব খুব সম্ভবত এইসব কোনও দেশ হইতে নিপুণ ও সুদক্ষ ভাস্করদল স্বদেশে আনয়ন করিয়া অশোক নিজের প্রস্তর-তক্ষণকার্যগুলি সমাধা করাইয়াছিলেন।

কিন্তু এই অনুমানের বিরুদ্ধেও একটি প্রবল যুক্তি আছে। কলা-সমালোচক-গণ ঠিকই বলিয়াছেন যে, চিত্রকর-ভাস্করাদি কারুগণ মানুষ-পশু প্রভৃতির প্রতিকৃতি অংকন বা তক্ষণে নিজদেশের যে মানুষ-পশুর আকৃতি ও রূপে তাহারা চিরাভ্যস্ত, অন্যদেশীয়েও তাহা অজ্ঞাতসারে আনিয়া ফেলে এবং তাহারা অন্যদেশীয় পশুপক্ষী বৃক্ষপুষ্পাদির প্রতিকৃতিতে ঠিক সেগুলির স্বকীয় স্বরূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। ইহা অতি সত্য কথা, যেমন নানাদেশের বুদ্ধমূর্তিগুলি দেখিলেই মনে হয় যেন বুদ্ধ সেই দেশেরই

লোক ছিলেন—আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীগণও যেমন ভারতীয়া নারীর চিত্রাংকনে বস্ত্র-অলংকারাদি হুবহু অবিকল প্রতিরূপায়ণে সমর্থ হইলেও মুখচ্ছবি ও দেহভঙ্গিমায় ঠিক ভারতীয়ার স্বাভাবিক স্বরূপটি লীলায়িত করিতে পারেন না, তাহাতে কিছু পাশ্চাত্যার ভাবলেশ থাকিয়া যায়। সিংহ ও অশ্ব সর্বদেশে প্রায় একই রূপ হইলেও ভারতীয় হস্তী ও ককুদ্মান ভারতীয় বৃষের একটা বিশিষ্ট স্বরূপ আছে, যাহা অন্যান্য দেশের হস্তী ও বৃষে নাই। কিন্তু অশোকের ভাস্করগণ হস্তী ও বৃষমূর্তিকে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রাণে রূপদান করিয়াছেন—ইহাদের কোথাও আড়ষ্টতা বা অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র নাই এবং ইহা আজন্মের চক্ষু-হস্ত-অভ্যাস ব্যতীত হয় না। অতএব ইহাতে অশোকের ভাস্করগণের বৈদেশিকতার সমর্থন হয় না।

হয়ত এরূপ হইতে পারে যে, সুদক্ষতম ও সুনিপুণতম ভারতীয় ভাস্করদের জনকয়েককে অশোক বিদেশে পাঠাইয়া অথবা এদেশে আনীত অভিজ্ঞ বৈদেশিক ভাস্করের শিক্ষাধীন রাখিয়া সিদ্ধহস্ততা অর্জন করাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এ সমস্যার সমাধান বিদ্বৎসমাজে এখনও অমীমাংসিত।

কেহ বলিয়াছেন অশোকস্তম্ভগুলির মসৃণতা, অধোমুখ পদ্ম (বা ঘণ্টা ?) ও সিংহমূর্তিতে পারসীয় প্রভাব দেখা যায়; কেহ বলেন ভাস্করের শৈলীতে পারসীয় ব্যতীত গ্রীক প্রভাবও আছে, স্তম্ভের লতাপুষ্প অভারতীয় ও পাশ্চাত্য; কেহ বলেন ব্যাকট্রিয়-গ্রীক ভাস্কররা ইহার নির্মাতা। যাহা হউক ইহা সুস্পষ্ট যে অশোকের ধর্মে যেমন, তেমনি শিল্পকলায়ও একটা সার্বভৌমিক সমন্বয় ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

সারনাথ স্তম্ভের সিংহ-শিরোভূষণ, চক্র অশ্বাদি স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা রাষ্ট্রচিহ্ন মুদ্রা প্রভৃতিতে গৃহীত হইয়াছে। এই স্তম্ভের শিরোভূষণ-অধোদেশের হস্তীমূর্তিটি এই গ্রন্থের মলাটে মুদ্রিত হইল। ৫ পৃ সিংহ-মূর্তিও সারনাথ শিরোভূষণের শীর্ষভাগ।

অশোকযুগের পূর্বে স্থাপিত কোনও প্রস্তরস্তম্ভ ভারতে পাওয়া যায় না, অথচ এতগুলি বৃহৎ ও সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপনের উদ্ভাবনা অশোক করিয়াছিলেন কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে অশোক-ভাস্কর্য সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে।

অশোকপূর্ব যুগ হইতেই সমাধি পবিত্রস্থান পূজাক্ষেত্র উৎসবস্থল প্রভৃতিতে ধ্বজাস্থাপন-প্রথা ভারতে সুপ্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। এই ধ্বজা স্থাপিত হইত কাঠ বা বাঁশের দণ্ডে, শ্মশানস্থলে কাঠের খুঁটি পোঁতা এখনও দেখা যায়। বৃহৎ কাঠের খুঁটিকেই সম্ভবত অশোক প্রস্তরাকার দিয়াছিলেন এবং ধ্বজায় অঙ্কিত মূর্তিকে স্তম্ভশীর্ষে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

২০. অশোকের মুললিপিনিচয়

বিভিন্ন শ্রেণীর লিপিগুলির মধ্যে যে স্থানের যে লিপি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট বা কম ভাঙা বা এমন প্রাদেশিক প্রাকৃতে রচিত যাহা সংস্কৃতের অধিক নিকট, তাহাই সাধারণত মুখ্য লিপিরূপে গণ্য ও উদ্ধৃত হয়। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে স্থানের নাম সহিত মূল প্রাকৃতে সেইরূপ লিপিই দেওয়া হইয়াছে।

যেখানে মূল লিপি এমন অল্প ভাঙা বা অল্প অস্পষ্ট যে অন্যত্রের লিপিগুলির পাঠ তুলনা করিয়া বা সেই লিপিতেই পূর্বে ব্যবহৃত সেই শব্দের রূপ দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় সেখানে কি অক্ষর, বা কি আকারাদি চিহ্ন বা কি শব্দ ছিল, সেখানে পণ্ডিতরা তাহা যেরূপে পুনঃসন্নিবেশ (restoration) করিয়াছেন, তাহাই পরিশিষ্টের মূললিপিতে গৃহীত হইয়াছে।

যেখানে অস্পষ্টতা বা ভাঙা এত অধিক যে মূলের শব্দাদি নিরূপণ করা অসম্ভব, সেখানে দ্বিগুণিত ছোট বন্ধনীর (( )) মধ্যে অন্যত্র হইতে শব্দাদি সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানের পাঠান্তরে অর্থঘটিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অনুবাদের টিপ্পনীতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরিশিষ্টের মূললিপিতে শব্দঘটিত পাঠান্তরও কিছু যোগ করা হইয়াছে।

মূললিপিতে যেখানে যেখানে খোদাইকারের ভুল আছে, সেখানে পণ্ডিতরা তাহার যেরূপ শোধন (emendation) করিয়াছেন তাহাই গৃহীত হইয়াছে।

আদি লিপিগুলিতে এইরূপ ভুল অজস্র, তাহার কয়েকটি মাত্র আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

অন্যত্রের লিপির উল্লেখ যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে সেই স্থানের নামের আদ্যক্ষর দ্বারা সেই লিপি সূচিত হইয়াছে। যে কথা প্রধান মূল লিপিতে নাই, কিন্তু অন্য স্থানের লিপিতে আছে, তাহা বড় বন্ধনীর মধ্যে [ ] দেওয়া হইয়াছে, যেমন অনুবাদগুলিতে করা হইয়াছে, এবং মাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই স্থানের নামও উল্লিখিত হইয়াছে।

চৌদ্দটি শিলানুশাসন

এই লিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান এবং কোথায় লিপিগুলির কোন্ কোন্‌টি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ এইরূপ :

উত্তর ভারতে

কাল্‌সী — উত্তর - প্রদেশের দেরাদুন জেলায়। ১—১৪ শি°।

উত্তরপশ্চিমে

মান্‌সেহ্‌রা — উত্তরপশ্চিম সীমান্তের হাজারা জেলায়। ১—১৪ শি°।
শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী— „ „ পেশোয়ার জেলায়। ১—১৪ শি°।

পশ্চিম ভারতে

গিরনার (<গিরিনগর) — কাঠিয়াবাড়ের জুনাগড় (জুনা° <জূর্ণ=জীর্ণ) রাজ্যে। ১—১৪ শি°।

এই শিলার অন্য এক পৃষ্ঠে সুদর্শন - নামক হ্রদের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে পরবর্তী যুগে উৎকীর্ণ দুইটি লিপিও আছে — ১মটি লেখান হইয়াছিল খ্রী. ২ শতকে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন কতৃ্ক এবং ২য়টি খ্রী. ৫ শতকে স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে সুরাষ্ট্র দেশের শাসনকর্তা চক্রপালিত কতৃ্ক। সেই লিপিদ্বয়ে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল (খ্রী. পূ. ৪ শতক) হইতে স্কন্দগুপ্তের সময় পর্যন্ত সুদর্শন - হ্রদের বিবরণ জানা যায়।

সোপারা (<সূর্পারক বা শূ°) — বোম্বাই প্রদেশের ঠানা জেলায়।

ইহাতে মাত্র ৮ শি°র কিয়দংশ আছে — বাকি সব ভাঙিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৮ শি° অবশিষ্টাংশ সমন্বিত শিলাখণ্ডটি এখন বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে।

দক্ষিণ ভারতে

ধউলী (<ধবলী ?) — উড়িষ্যার পুরী জেলায়, ভুবনেশ্বরের কাছে। ১—১০ শি° ; (১১—১৩ শি° উৎকীর্ণ হয় নাই); ১৪ শি°।

জউগড় — উড়িষ্যার গন্‌জাম জেলায়। ১—১০ শি; (১১—১৩ শি° উৎকীর্ণ হয় নাই); ১৪ শি°।

য়েব্‌রাগুডি — মাদ্রাজ প্রদেশের কার্‌নুল জেলায়। ১—১৪ শি°।

অশোকলিপিগুলির সুপরিচিত মুখবন্ধ 'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন' বা তদনুরূপ কোন কথা কয়েকটি শি°তে (২, ৪, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৩) নাই। ইহার কারণ বোধহয় এই যে, যে লিপিগুলিতে ঐ প্রারম্ভবাক্য নাই, তাহা তৎপূর্বের যে লিপিটিতে প্রারম্ভবাক্য আছে তাহার সঙ্গে একই সময়ে রচিত বা একত্র্ প্রেরিত হইয়াছিল, অর্থাৎ ১ - ২ শি° একত্র; ৩ - ৪ শি° একত্র; ৫ শি° একক; ৬, ৭, ৮ শি° একত্র; ৯ - ১০ শি° একত্র; ১১, ১২, ১৩ শি° একত্র; ১৪ শি° একক।

ধউলী ও জউগড়ে যে ১১, ১২, ১৩ শি° লেখান হয় নাই তাহার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, ১৩ শি°তে কলিংগ - বিজয়ের উল্লেখ থাকায় তাহা কলিংগবাসীদের নিকট অপ্রীতিকর হইবে মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৩ শি° একক ছিল না, উহা ১১ - ১২ শি°র সহিত একত্রই প্রেরিত হইয়াছিল, সুতরাং ১৩ শি° বাদ দিতে গিয়া ১১ - ১৩ শি° তিনটি লিপিই উড়িষ্যায় বাদ পড়িয়া গিয়াছিল।

১ - ৪ শি° অশোকের রাজ্যাভিষেকের ১২শ বর্ষে প্রকাশিত হয়। ৫ শি°তে ১৩শ বর্ষের উল্লেখ আছে, উহা খুব সম্ভবত সেই বর্ষেই বা তাহার পরের বর্ষে প্রকাশিত হয়। ৫ শি°র পরের শি°গুলিতে কোনও বর্ষোল্লেখ না থাকায় মনে হয় সেগুলি সবই ৫ শি° যে বর্ষে প্রকাশিত হয়, সেই বর্ষেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

কা. শিলার উত্তরগাত্রে একটি হস্তীমূর্তি ও তাহার নীচে 'গজতমে' কথা খোদিত দেখা যায়।

ধ. শিলার উপরিভাগে একটি হস্তীমূর্তি ও ৬ শি°র নীচে 'সেতো' অর্থাৎ 'শ্বেত (হস্তী)' শব্দ খোদিত দেখা যায়।

গি. শিলাগাত্রের পার্শ্বে সম্ভবত একটি হস্তীমূর্তি খোদিত ছিল কিন্তু রাস্তা নির্মাণের সময়ে ডিনামাইট দ্বারা পাহাড় ফাটাইবার ফলে উহা ভাঙিয়া

গিয়াছে। ১৩ শি'র নীচে '(স)র্বশ্বেতো হস্তি সর্বলোকসুখাহরো নাম' অর্থাৎ সং 'সর্বশ্বেতো হস্তী সর্বলোকসুখাহরো নাম' কথা খোদিত আছে। এই মূর্তি ও কথাগুলিকে অভিজ্ঞগণ অশোকপর - যুগে উৎকীর্ণ মনে করেন। হস্তী বা শ্বেতহস্তী প্রাচীন বৌদ্ধগণের নিকট বুদ্ধের প্রতীক এবং অতিশুভ চিহ্ন রূপে গৃহীত হইত, ৪৯ পৃ দে.

---

১ শিলানুশাসন

গিরনার

এই ধর্মলিপি দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক লেখান হইয়াছে :
এখানে কোনও জীবকে বধ করিয়া আহুতি দেওয়া যাইবে না ;
এবং সমাজ[ও] করা যাইবে না।
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সমাজে বহু দোষই দেখেন ;
কিন্তু এক প্রকার সমাজ আছে (যাহা) দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার সাধু মনে হয়।
পূর্বে দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার মহানসে প্রতিদিন সূপার্থে বহু প্রাণ-শতসহস্র বধ করা হইত ;
তবে এখন, যখন এই ধর্মলিপি লিখিত হইল, [তখন] সূপার্থে তিনটি মাত্র প্রাণ বধ করা হইতেছে — দুইটি ময়ূর (ও) একটি মৃগ ;
এবং সে মৃগটিও [কিন্তু] সর্বদা নহে।
পরে এই তিনটি প্রাণও বধ করা হইবে না।

টিপ্পনী

ধর্মলিপি—৩৯ পৃ নীচে দে.

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী—১৯ পৃ নীচে দে. প্রিয়দর্শী রাজা—বাংলা অন্বয়ে 'রাজা প্রিয়দর্শী' সর্বত্র এইরূপ বুঝিতে হইবে।

লেখান, লিখিত প্রভৃতি—√লিখ্, প্রাচীন অর্থ আঁচড়ান; পাথর মাটি প্রভৃতির উপর আঁচড় কাটিয়া লেখা হইত বলিয়া এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। অশোক √লিখ্ 'উৎকীর্ণ করা' অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সং লেখিত কারিত হারিত রোপিত প্রভৃতি স্থলে পা. ও প্রা. দুইবার ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া লেখাপিত কারাপিত হারাপিত রোপাপিত প্রভৃতি হয়। জ. 'খেপিংগল পর্বতে লেখান হইয়াছে'। খেপিংগল=যাহা আকাশে পিংগলবর্ণ দেখায়।

এখানে—অশোকের রাজ্যে।

বধ করিয়া—"আলম্ভন (আ√লভ্) করিয়া"। দ্বিগুণিত উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে প্রদত্ত শব্দ সম্বন্ধে ৩, ১০ পৃ দে. পূর্বে উপসর্গ থাকিলেও ধাতুর পর প্রা. ৎপা= সং ত্বা(চ্) প্রত্যয় হইয়াছে।

আহুতি—যাগযজ্ঞাদিতে, "প্রহুতি", প্র√হু।

সমাজ—বহুলোক একত্র হইয়া মেলা উৎসব প্রভৃতি: ইহাতে নৃত্যগীত বাজিতামাশা, পশুপক্ষীর লড়াই, মাংসাহার মদ্যপান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত।

[ও]—সমুদায় অশোক লিপিগুলিতে (অ)পি, তু (চু), হি, চ (চা), এব (এবং, হেবং), কিংতি, (ই)তি প্রভৃতি শব্দ কোথাও আছে, কোথাও নাই। বড় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত শব্দ সম্বন্ধে ৩, ১০ পৃ দে.

এক প্রকার—গি. একচা; কা, জ. একতিয়া=সং *একত্যাঃ। সং ত্যপ্ প্রত্যয় কতিপয় মাত্র অব্যয় শব্দের পর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অশোক প্রা. ইহা বিশেষ্যের পরও ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ১১ শি°, গি. ইলোকচস= *ইহলোকত্যস্য। অশোক সমাজ মাত্রকেই দূষণীয় বলিতেছেন না; যাহাতে নানা অনাচার ঘটে সেরূপ সমাজকেই নিন্দা করিতেছেন।

(যাহা)—অনুবাদে ছোট বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত শব্দ সম্বন্ধে ৩, ১০ পৃ দে.

মহানস—রন্ধনশালা।

স্থপ—রান্না, ব্যঞ্জন, তরকারি ; ইং soup নয়।
বহু প্রাণ - শতসহস্র—বহু শত সহস্র প্রাণী। অবশ্য এই মহাসংখ্যা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আক্ষরিক অর্থে নয়।
লিখিত হইল—কা. 'লেখান হইল'।
বধ করা হইতেছে—শা. আ√লভ্ স্থানে হংঞংতি, √হন্ ব্যবহৃত হইয়াছে।
ময়ূর ও মৃগ—অশোক নিজে কি এই মাংস খুব ভাল বাসিতেন, না রাজপরিবারস্থ অন্যদের জন্য ইহা কিছুদিনের জন্য রাখিয়াছিলেন? বৌদ্ধশাস্ত্রের টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন পা. ময়ুর শব্দে সাধারণ পক্ষীজাতীয় এবং মৃগ শব্দে সাধারণ চতুষ্পদ জীবও বুঝায়। লিপিপ্রকাশ আরম্ভের পরও যে কিছুদিন রাজপ্রাসাদে জীবহত্যা হইত, ইহা অকপটে প্রকাশ করায় অশোকের সত্যপ্রিয়তা বুঝা যায়। তিনি ধর্মপ্রয়াসী ছিলেন, ধর্মধ্বজী নয়।
সর্বদা—"ধ্রুব"।
পরে রাজপ্রাসাদে মাংসভোজন সম্পূর্ণ বন্ধ করায় রাজপরিবারস্থেরা অনেকে নিশ্চয় অশোকের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। যজ্ঞে পশুবধ নিষেধ দ্বারা অশোক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রবল আঘাত দিয়াছিলেন, ইহাতে এবং 'সমাজ' নিষেধে তিনি নিঃসন্দেহ বহু লোকের ক্রোধভাজন হইয়াছিলেন।

---

২ শিলানুশাসন

গিরনার

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার বিজিতে সর্বত্র (এবং) সেইরূপ (তাঁহার) প্রত্যন্তগণের দেশে যথা চোলগণ পাণ্ড্যগণ সত্যপুত্রগণ কেরলপুত্রগণ, তাম্রপর্ণী পর্যন্ত, অন্তিয়ক [নামক] যোন রাজা এবং সেই অন্তিয়কের সমীপস্থ [অন্য] যে রাজারা (আছেন)—সর্বত্র দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক দুই (প্রকার) চিকিৎসা করা হইয়াছে, মনুষ্যচিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা।

এবং, মনুষ্যোপযোগী ও পশূপযোগী যে সকল ওষধি যেখানে যেখানে নাই, (সেখানে) সর্বত্র (তাহা) আহরণ করান ও রোপণ করান হইয়াছে।

[সেইরূপ] মূলসমূহ ও ফলসমূহ যেখানে যেখানে নাই, (সেখানে) সর্বত্র (তাহা) আহরণ করান ও রোপণ করান হইয়াছে।

এবং, পশু-মনুষ্যগণের পরিভোগের জন্য পথসমূহে কূপ খনন করান হইয়াছে ও বৃক্ষ রোপণ করান হইয়াছে।

বিজিত—রাজ্য।

সেইরূপ প্রত্যন্তগণের দেশে—কা, জ, মা, শা. 'এবং যে অন্তগণ'। প্রত্যন্ত, অন্তগণ = সীমান্তদেশবাসীগণ।

চোল পাণ্ড্য প্রভৃতি—২৮ পৃ দে.

তাম্রপর্ণী— ২৮ পৃ দে. গি. ব্যতীত অন্যত্রের লিপিগুলিতে তাম্রপর্ণীর পূর্বে 'আ' (= পর্যন্ত) নাই।

অন্তিয়ক—৩০ পৃ দে.

সমীপস্থ—কা, জ. 'সামন্তগণ' = সম + অন্ত, যাহাদের সীমান্ত একই, পরস্পর-স্পর্শী।

[অন্য]—কা, শা। ১৩ শি°তে অন্তিয়কের প্রতিবেশী যে চারজন রাজার উল্লেখ আছে, এখানেও বোধ হয় অশোক তাঁহাদেরই বুঝিয়াছেন, ৩১ পৃ দে. এই রাজাদের নামে অশোক তাঁহাদের শাসিত দেশ বুঝিয়াছেন।

চিকিৎসা করা হইয়াছে—চিকিৎসার (কা. 'চিকিৎসকের') ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদেশে এ বিষয়ক যে সকল ব্যবস্থা অশোক করাইয়াছিলেন, তাহার বিপুল ব্যয়ভার সম্ভবত তিনি নিজেই বহন করিয়াছিলেন।

ওষধি—ঔষধরূপে ব্যবহার্য গাছগাছ্ড়া। মূল ফলাদিও সেই উদ্দেশ্যেই।

রোপণ করান—শা. বুত, 'বপন করান'।

পরিভোগ—বা প্রতিভোগ = সুবিধা ; ৫, ৭ স্ত° দে.

কূপখনন ও বৃক্ষরোপণ—এ বিষয়ে অশোকের কীর্তি তিনি ৭ স্ত°তেও উল্লেখ

করিয়াছেন এবং সেখানে আরও বলিয়াছেন যে, এইরূপ লোকহিতকর কাজ তাঁহার পূর্ববর্তী রাজারাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বোধহয় অশোকের মত অত ব্যাপকভাবে হয় নাই। শা. বৃক্ষরোপণের কথা নাই; সে অঞ্চলের পথগুলি বোধহয় বৃক্ষবহুল ছিল, অথবা সেখানকার জমি কি বৃক্ষরোপণের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল?

---

৩ শিলানুশাসন

গিরনার

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

দ্বাদশ-বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা এইরূপ আজ্ঞা দেওয়া হইল :

আমার বিজিতে সর্বত্র যুক্তগণ রজ্জুকগণ ও প্রাদেশিকগণ (প্রতি) পাঁচ পাঁচ বর্ষে অনুসংযানে বাহির হইবেন ;

এই উদ্দেশ্যে—এই ধর্মানুশাস্তির জন্য, যেমন অন্যান্য কর্মের জন্যও :

মাতার ও পিতার প্রতি শুশ্রূষা সাধু ;

মিত্রগণকে, পরিচিতগণকে, জ্ঞাতিগণকে ও ব্রাহ্মণ-শ্রমণগণকে দান সাধু ;

প্রাণগণের অহত্যা সাধু ;

অল্পব্যয়তা ও অল্পভাণ্ডতা সাধু।

পরিষদও যুক্তগণকে (ইহা) হেতুতঃ ও ব্যঞ্জনতঃ গণনায় আজ্ঞা দিবেন।

এইরূপ বলিয়াছেন—শা. এখানে ও ৫, ৬, ৯, ১১ শি°র প্রারম্ভে 'বলিতেছেন'। ইহাতে প্রাচীন পারসীয় শিলানুশাসনের প্রভাব থাকিতে পারে, ১৬ পৃ দে.

বিজিত—২ শি° ১লা. এবং টি. দে.

যুক্তগণ প্রভৃতি রাজকর্মচারী সম্বন্ধে ৩১-৩২ পৃ দে. কেহ বলেন 'আমার··· (নি)যুক্ত রজ্জুকগণ ও প্রাদেশিকগণ', কারণ গি. ব্যতীত অন্যত্র 'যুতা' শব্দের পর 'চ' নাই।

পাঁচ পাঁচ—শা, মা. কথায় ব্যতীত অঙ্কেও, ৫, এই সংখ্যা লেখা হইয়াছে।

অনুসংযান—রাজকর্মে কর্মচারীগণের ভ্রমণ।

বাহির হইবেন—গি. নিঃ√যা ; কা, ধ, মা, শা. নিঃ√ক্রম্।

এই উদ্দেশ্যে—"এই অর্থে"। শা. 'এই কারণে'।

এই ধর্মানুশাস্তির···অন্যান্য কর্মের—ধ. 'যেমন অন্যান্য কর্মের জন্য, সেইরূপ এই ধর্মানুশাস্তির জন্যও'।

শুশ্রূষা—আজ্ঞা পালন ও সম্মান প্রদর্শন।

পরিচিত—"সংস্তুত"। যাহার সহিত আলাপ-পরিচয় আছে।

প্রাণ—প্রাণী। ধ.—'জীব'।

অহত্যা—"অনালম্ভ", আ√লভ্, ৫৭ পৃ 'বধ করিয়া' টি. দে.

অল্পব্যয়তা, অল্পভাণ্ডতা—অল্প হইয়াছে ব্যয় যাহার, অল্প হইয়াছে ভাণ্ড যাহার (বহুব্রীহি সমাস) + তা অথবা অল্প যে ব্যয়, অল্প যে ভাণ্ড (কর্মধারয়), তাহার ভাব। তু. 'দৃঢ়ভক্তিতা' ও 'ভাবশুদ্ধিতা', ৭ শি°। ভাবশুদ্ধিতা' বহুব্রীহি বা কর্মধারয় হইতে পারে না, উহা ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ+তা, অর্থাৎ দুইবার বিশেষ্য-প্রত্যয়। 'অল্পব্যয়তা' প্রভৃতিতেও এই দুইবার বিশেষ্যের ভাব থাকিতে পারে। ভাণ্ড=বস্তু, অস্থাবর সম্পত্তি।

পরিষদ—মন্ত্রী-পরিষদ,—৩১ পৃ দে.

(ইহা)—সম্ভবত ৩, ৪ শি°তে কথিত বিষয়সমূহ ; এই ২টি শি° একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, ৫৫ পৃ দে.

হেতুতঃ ও ব্যঞ্জনতঃ—হেতু (কারণ, অর্থ, উদ্দেশ্য) অনুসারে এবং ব্যঞ্জন (বাক্য, আক্ষরিক ভাব অথবা প্রয়োগ) অনুসারে, in spirit and in letters, in respect of the object and in respect of the details.

গণনা—অর্থ স্পষ্ট নয়। কেহ বলেন=বিবেচনা, কেহ=বিন্যাস, to formulate, কেহ=ব্যয়নির্ণয় (?)। তু. রা° গনীয়তি=সং গণ্যতে=পরিগণিত, গৃহীত বা বিবেচিত হয়।

৪ শিলানুশাসন

গিরনার

অতীত কালে বহু বর্ষশত (ধরিয়া) প্রাণহত্যা, ভূতগণের বিহিংসা, জ্ঞাতিগণের প্রতি অনুচিত ব্যবহার ও ব্রাহ্মণ-শ্রমণগণের প্রতি অনুচিত ব্যবহার বর্ধিত হইয়াছিল,

কিন্তু এখন দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মচরণ দ্বারা ভেরীঘোষ ধর্মঘোষ হইল।

লোককে বিমানদর্শন দ্বারা ও হস্তীদর্শন দ্বারা এবং অগ্নিস্কন্ধ ও অন্যান্য দিব্যরূপাবলী দর্শন করাইয়া যেরূপ পূর্বে বহু বর্ষশত (ধরিয়া) হয় নাই, সেরূপ এখন দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মানুশাস্তি দ্বারা প্রাণগণের অহত্যা, ভূতগণের অবিহিংসা, জ্ঞাতিগণের প্রতি উচিত ব্যবহার, ব্রাহ্মণ-শ্রমণগণের প্রতি উচিত ব্যবহার, মাতা পিতার প্রতি শুশ্রূষা ও স্থবিরদের প্রতি শুশ্রূষা বর্ধিত হইয়াছে।

এই সকল ও অন্য বহুবিধ ধর্মচরণ বর্ধিত হইয়াছে,

এবং দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই ধর্মচরণ বর্ধন করিবেন।

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার পুত্রগণ ও পৌত্রগণ ও প্রপৌত্রগণ সংবর্তকল্প পর্যন্ত এই ধর্মচরণ প্রবর্ধন করিবে, ধর্মে ও শীলে স্থিত হইয়া ধর্ম অনুশাসন করিবে।

ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম — ধর্মানুশাসন।

কিন্তু অশীলের ধর্মচরণ হয় না।

অতএব এই বিষয়ে(র) বৃদ্ধি ও অহানি সাধু।

এই উদ্দেশ্যে ইহা লেখান হইল (যে, তাহারা) এই বিষয়ের বৃদ্ধিতে যুক্ত হউক এবং (ইহার) হানি (যেন তাহারা) চিন্তা না করে।

দ্বাদশ-বর্ষাভিষিক্ত দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক ইহা [এখানে] লেখান হইল।

অতীত কালে—"অতিক্রান্ত অন্তরে"।

অনুচিত ব্যবহার—"অসম্প্রতিপত্তি"; উচিত ব্যবহার="সম্প্রতিপত্তি"। সম্‌+প্রতি√পদ্‌, কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের অভিমুখে যে ভাবে চলা হয়।

ধর্মচরণ—ধর্ম (আ)চরণ।

ভেরীঘোষ ধর্মঘোষ হইল—এখানে ভেরী=রণবাদ্য নয়, উৎসব অনুষ্ঠানের বাদ্য। অশোক যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথা ঠিক নয়, ৪০ পৃ দে. এখানে তাঁহার কথার অর্থ এই যে, লোকে প্রচলিত ধর্মোৎসবের বাদ্য অপেক্ষা তাঁহার প্রচারিত ধর্মশিক্ষার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে।

লোককে বিমানদর্শন···এই বাক্যটির কেহ এরূপ অর্থ করেন যে, অশোকই বিমানদর্শনাদির প্রবর্তন দ্বারা প্রাণী-অহত্যাদির বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হয় না। সম্ভবত তিনি প্রচলিত ধর্মোৎসবের মার্গ অপেক্ষা তাঁহার প্রচারিত শিক্ষার অধিক ফলবত্তার কথা বলিতেছেন। সে যুগে বোধহয় নানাবিধ স্বর্গীয় দৃশ্যাবলীর চিত্র দেখাইয়া ও শোভাযাত্রা করিয়া লোককে ধর্ম বা দেবোপাসনা-প্রবণ করার চেষ্টা হইত। অশোক ইহা প্রকৃত ধর্মবৃদ্ধির পক্ষে নিষ্ফল মনে করিয়াছিলেন। বিমান=দেবতাদের স্বর্গীয় আবাস। হস্তী=ইন্দ্রাদি দেবতার বাহন? অগ্নি (শা. 'জ্যোতিঃ')-স্কন্ধ=গ্রহনক্ষত্র অগ্নিবিদ্যুতাদির তেজোময় রূপ?

শুশ্রূষা—৩ শি° টি. দে.

স্থবির—ধ, মা, শা. 'বৃদ্ধ'।

পৌত্র, প্রপৌত্র—কা, ধ, মা, শা. 'নপ্তা, প্রনপ্তা, (°প্তৃক)'।

সংবর্তকল্প—কা, ধ, মা, শা. 'কল্প'। কল্পান্ত বা প্রলয়।

প্রবর্ধন করিবে—বিশেষভাবে বর্ধন করিবে।

শীল—সচ্চরিত্র।

এই বিষয়ের—শীলের।

অহানি—হানি, ক্ষতি বা ন্যূনতা-সাধন না করা।
লেখান হইল—কা, ধ, মা, শা. 'লিখিত হইল'।
চিন্তা না করে—গি. নো লোচেতব্যা ; কা, ধ, মা. মা (ম) অলোচয়িত্ব (°স্থ) ; শা. ম লোচেধু। √লোচ্ বা আ√লোচ্ হইতে।
লেখান হইল—ধ. 'লিখিত হইল'।

---

৫. শিলানুশাসন

গিরনার

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :
কল্যাণ দুষ্কর।
যে কল্যাণের আদিকর, সে দুষ্কর করে।
আমার দ্বারা বহু কল্যাণ করা হইয়াছে।
আমার পুত্রগণ ও পৌত্রগণ ও তাহাদের পর সংবর্তকল্প পর্যন্ত আমার যে অপত্যগণ [হইবে], (তাহাদের মধ্যে) [যাহারা] সেইরূপ অনুবর্তন করিবে, তাহারা সুকৃত করিবে।
কিন্তু যে ইহার অংশমাত্রও হানি করিবে, সে দুষ্কৃত করিবে।
পাপ সুকর।
অতীত কালে ধর্মমহামাত্র নামক (কোনও মন্ত্রীগণ) ছিলেন না।
ত্রয়োদশ-বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা ধর্মমহামাত্রগণকে (নিয়োগ) করা হইল।
তাঁহারা সর্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মাধিষ্ঠানের জন্য, ধর্মবৃদ্ধির জন্য এবং ধর্মযুক্তগণের হিতসুখের জন্য ব্যাপৃত আছেন।

তাঁহারা যোন-কম্বোজ-গন্ধারগণের, রাষ্ট্রিক-পেতেনিকগণের ও অন্য যে অপরান্তগণ (আছে, তাহাদের) ভৃতিজীবিগণের মধ্যে, ব্রাহ্মণ-ইভ্যগণের মধ্যে, অনাথগণের মধ্যে ও বৃদ্ধগণের মধ্যে হিতসুখের জন্য (এবং) ধর্মযুক্তগণের বাধাহীনতার জন্য ব্যাপৃত আছেন।

তাঁহারা বন্ধনবদ্ধগণের প্রতিবিধানের জন্য, শৃঙ্খল-মোচনের জন্য এবং 'এই ব্যক্তি প্রতিপালনযোগ্য-সন্তানবান্', বা '(এই ব্যক্তি) কৃতাভিকার', বা '(এই ব্যক্তি) স্থবির' (এরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাদের) (কারা)মুক্তির জন্য ব্যাপৃত আছেন।

তাঁহারা পাটলিপুত্রে ও বাহিরে সকল নগরগুলিতে আমার যে [সকল] অবরোধনগুলি আছে তাহাতে, এবং আমার ভ্রাতৃগণের ও ভগিনীগণের (অবরোধনগুলিতে), এবং আমার অন্য যে জ্ঞাতিগণ আছে, তাহাদেরও মধ্যে সর্বত্র ব্যাপৃত আছেন।

সেই ধর্মমহামাত্রগণ আমার বিজিতে সর্বত্র ধর্মযুক্তগণের মধ্যে 'এই ব্যক্তি ধর্মনিশ্রিত', বা .'(এই ব্যক্তি) ধর্মাধিষ্ঠান', বা '(এই ব্যক্তি) দানসংযুক্ত' (এরূপ নির্ণয়ে) ব্যাপৃত আছেন।

এই উদ্দেশ্যে এই ধর্মলিপি লিখিত হইল (যে ইহা) চিরস্থিতিক্ হউক এবং আমার সন্তানগণ (ইহা) সেইরূপে অনুবর্তন করুক।

কল্যাণ দুষ্কর—কল্যাণকর্ম সাধন করা কঠিন কার্য।

আদিকর—যে প্রথম করে, আরম্ভ করে। তাঁহার পূর্ববর্তী রাজগণও কল্যাণকর্ম করিতেন, কিন্তু অশোক বোধহয় বিশেষভাবে ধর্মমহামাত্রগণের নিয়োগ সম্বন্ধেই এই কথা বলিতেছেন। ধর্মমহামাত্র-নিয়োগে বোধহয় অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

অপত্যগণ—সন্তান-সন্ততি, বংশধরগণ।

[হইবে]—শুধু শা. অছন্তি।

সংবর্তকল্প—৬৩ পৃ দে.

সুকৃত—সুকর্ম, পুণ্য।

ইহার অংশমাত্রও—"ইহাতে দেশও (শা. একও)"।

দুষ্কৃত—দুষ্কর্ম, পাপ।

সুকর—যাহা করা সহজ। কা, ধ. সুপদালয়ে ; মা. সুপদরবে ; এই শব্দের সং প্রতিরূপ কি, বুঝা যায় না। সুপদ + আলয় = যে স্থানে সহজে যাওয়া যায়? কেহ মনে করেন সম্ভবত সু + প্র√দৃ (ভেদ বা বিদারণ করা), যাহা সহজে সমাধা করা যায়।

ধর্ম-মহামাত্র—৩২ পৃ দে.

সম্প্রদায়—"পাষণ্ড" < *পার্ষদ < পারিষদ = কোনও পরিষদ্ বা মণ্ডলী-ভুক্ত, অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্তগণ। প্রাচীন অর্থ উত্তরোত্তর বিকৃত হইয়া = অন্য বা বিরুদ্ধ দল-ভুক্ত, দুষ্ট পাপী দাঁড়াইয়াছে।

যোন কম্বোজ প্রভৃতি—২৭ পৃ দে.

অপরান্তগণ—অপর (পশ্চিম) + অন্তাঃ (সীমান্তবাসীগণ)।

ভৃতিজীবী—গি. ভতময়েসু ; কা. ভট° ; ধ. ভটি° ; মা, শা. ভটময়েষু। অর্থ স্পষ্ট নয়। কেহ বলেন = ভত, ভট (= ভৃত্য, শূদ্র) + ম্ (সুখোচ্চারণার্থক, euphonic) + অয় (= আর্য, প্রভু, স্বামী, বৈশ্য), কিন্তু ভটি < ভৃত্য সম্ভব নয়, < ভৃতি সম্ভব। ময় < মর্য = 'মানুষ' হইতে পারে, অতএব ভৃতমর্য, ভৃতি° সম্ভবত = বেতনজীবী লোক, চাকুরে, যাহারা খাটিয়া খায়, ব্রাহ্মণ বা ধনী ব্যতীত অন্যান্য বৈশ্যশূদ্রাদি ?

ব্রাহ্মণ - ইভ্য — ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বা ধনী। কেহ বলেন 'ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ'।

অনাথ — কা, ম. অনথ ; ধ. অনাথ ; শা. অনঠ। থ স্থানে ভুল করিয়া যদি ঠ না হইয়া থাকে, তবে অনঠ < অনর্থ = অর্থহীন, দরিদ্র।

বৃদ্ধ — ধ. মহালক, তু. পা. মহল্লক, বৌদ্ধ সং মহল্ল < সং মহা + আর্য ?

বাধাহীনতা — গি, শা. অপরিগোধ ; কা, ধ, মা. "অপরিবোধ"। পরিবোধ, °গোধ = বাধা, বিঘ্ন, বন্ধন।

বন্ধনবদ্ধ — কারাগারে আবদ্ধ ; কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

প্রতিবিধান — ভরণপোষণ, তু. ৮ শি°। সেকালে বন্দীদের আহারাদির

ব্যবস্থা আত্মীয় - স্বজনকেই করিতে হইত। কেহ বলেন = অর্থদণ্ড দান দ্বারা কারামুক্তি - লাভ।

শৃঙ্খল - মোচন — "অপরিবোধ," পরিবোধ = বন্দীর পায়ের বেড়ি।

প্রতিপালনযোগ্য — "অনুবন্ধ"।

সন্তানবান — "প্রজাবান্"; গি, ধ, মা. "°প্রজা"।

কৃতাভিকার — যে কারাগারে সু - আচরণ করিয়াছে? কেহ মনে করেন = যাহাকে যাদু করা হইয়াছে = ভূতে পাইয়াছে, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত?

স্থবির — কা, ধ, মা, শা. মহালক, উপরে 'বৃদ্ধ' দে.

(কারা)মুক্তি — "মোক্ষ"।

এই ব্যক্তি কৃতাভিকার··· স্থবির — গি. 'কৃতাভিকারদের মধ্যে বা স্থবিরদের মধ্যে'। অন্যত্রের পাঠ পরিশিষ্টে দে.

পাটলিপুত্রে — কা, ধ, মা, শা. 'এখানে', ২৫ পৃ দে.

ভগিনী — মা, শা. "স্বসা"। অশোকের ভ্রাতা - ভগিনীগণের উল্লেখ সম্পর্কে ২২-২৩ পৃ দে.

জ্ঞাতিগণ আছে, তাহাদেরও মধ্যে — কেহ বলেন'···তাহাদেরও (অবরোধন-সমূহে)'। কিন্তু ধ. এই অর্থ হয় না।

আমার বিজিতে সর্বত্র — ধ. 'সর্বপৃথিবীতে'।

ধর্মনিশ্রিত — বিশেষ ভাবে ধর্ম - (আ)শ্রিত, অতি ধর্মপরায়ণ।

লিখিত হইল — কা. 'লেখান হইল'।

সন্তানগণ — "প্রজা", বংশধরগণ।

---

৬ শিলানুশাসন

গিরনার

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :
অতীতকালে সকল সময়ে অর্থকর্ম বা প্রতিবেদনা ছিল না,
কিন্তু আমার দ্বারা এইরূপ (আজ্ঞা) করা হইল :
সকল সময়ে — আমি আহারে (বসিয়া) থাকি বা অবরোধনে, গর্ভাগারে, ব্রজে বা বিনীতে বা উদ্যানসমূহে (থাকি) — সর্বত্র 'আমার নিকট লোকের বিষয় প্রতিবেদন কর' (এই কথা বলিয়া) প্রতিবেদকগণ স্থাপিত হইয়াছে।
সর্বত্র [আমি] লোকের বিষয় (সম্পাদন) করি।
এবং, দাপককে বা শ্রাবককে যাহা কিছু আমি স্বয়ং মুখে আজ্ঞা করি, অথবা যে আত্যয়িক (বিষয়) মহামাত্রগণে আরোপিত হয়, সেই বিষয়ে পরিষদে মতভেদ বা নিধ্যপ্তি (উপস্থিত) হইলে সর্বত্র, সকল সময়ে (তাহা) আমার নিকট অবিলম্বে প্রতিবেদন করিতে হইবে — এইরূপ আমার দ্বারা আজ্ঞা করা হইয়াছে।
উত্থানে ও অর্থ - সন্তীরণায় আমার সন্তোষ হয় না।
সর্বলোক - হিতই আমার কর্তব্য মনে হয় ;
এবং তাহার মূল এই — উত্থান ও অর্থ - সন্তীরণা।
সর্বলোক - হিত অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কর্ম নাই।
এবং, আমি যাহা কিছু পরাক্রম করি, (তাহা) এই জন্য (যে) আমি যেন ভূতগণের নিকট আনৃণ্য লাভ করি, তাহাদিগকে এখানে সুখী করি এবং (তাহারা যেন) পরত্র স্বর্গ আরাধন করে।

এই উদ্দেশ্যে এই ধর্মলিপি লেখান হইল যেন (ইহা) চির(কাল) থাকে,

এবং আমার পুত্রগণ পৌত্রগণ ও প্রপৌত্রগণ সর্বলোক - হিতের জন্য (তাহা যেন) সেইরূপে অনুবর্তন করে।

কিন্তু উত্তম পরাক্রম ব্যতীত ইহা [বাস্তবিকই] দুষ্কর।

অর্থকর্ম — রাজকার্য, সরকারী কাজ। বা অর্থী - প্রত্যর্থীদের মাম্‌লা - মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ?

প্রতিবেদনা — সচিব বা সেক্রেটারি পদস্থ কর্মচারী কর্তৃক রাজার নিকট রিপোর্ট দাখিল করা।

ছিল না — করিবার প্রথা ছিল না, করা হইত না।

আহার — গি. √ভুজ ; কা. √অদ্ ; মা, শা. √অশ্।

গর্ভাগার — শয়নকক্ষ।

ব্রজ — অর্থ অনিশ্চিত, কেহ বলেন 'গোচারণ ভূমি' = মফস্বল ? অমরকোষ, ক্ষত্রিয়বর্গে ব্রজ = রথের আচ্ছাদিত বা আবৃত ভাগ অর্থাৎ বসিবার স্থান ; অংশ হইতে সমগ্র বুঝাইয়া = রথ হইতে পারে।

বিনীত — অমরকোষ, ক্ষত্রিয়বর্গে = (সুশিক্ষিত) অশ্বাদি বাহন। কেহ বলেন = শিবিকা।

লোকের বিষয় — "জনের অর্থ", জনসাধারণের কাজ।

স্থাপিত হইয়াছে — শুধু গি. "স্থিত"।

দাপক ও শ্রাবক — ৩১-৩২ পৃ দে.

আত্যয়িক — জরুরি কাজ, তু. কৌটিল্য - অর্থশাস্ত্র — 'আত্যয়িকে কার্যে মন্ত্রিণো মন্ত্রি - পরিষদ্ চাহুয় ব্রূয়াৎ — আত্যয়িক কার্য উপস্থিত হইলে মন্ত্রীগণকে ও মন্ত্রীপরিষদকে আহ্বান করিয়া বলিতে হইবে'।

পরিষদ — মন্ত্রীপরিষদ বা মহামাত্র - প°।

মতভেদ — "বিবাদ"।

নিধ্যপ্তি — তু. পা. নিজ্ঝত্তি, বৌদ্ধ সং নিধ্যপ্তি, নি√ধ্যৈ, ধ্যান, বিচার, বিবেচনা করা। এখানে ইহার অর্থ কেহ বলেন = মীমাংসা, সিদ্ধান্ত,

কেহ বলেন = পরিবর্তন - প্রস্তাব, amendment। বোধহয় পুনরালোচনার জন্য স্থগিত রাখা, adjournment or postponement for further discussion, অথবা শুধু আলোচনা, debate হওয়া সম্ভব।

অবিলম্বে — "অনন্তর"। অশোকের অতিকর্মপ্রিয়তা কিঞ্চিৎ সংযত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা তাঁহার সহিত মতানৈক্য বশত মন্ত্রীপরিষদ বোধহয় কখনও কখনও তাঁহার আজ্ঞাপালন স্থগিত রাখিতেন। দানাদি বিষয়ে অশোক সম্ভবত কিছু হঠকারী বা impulsive ছিলেন, সহসা সাধুসন্ন্যাসী বা দীনদরিদ্রদিগকে অথবা অন্যবিধ শুভকর্মে বহু দানের আজ্ঞা দিতেন। অশোকের মৌখিক ধর্মঘোষণাগুলির মাত্র একটি আমরা পাই, কিন্তু তিনি যে বহু ঘোষণা করাইতেন তাহা ৭ স্ত' হইতে বুঝা যায় এবং সম্ভবত ধর্মঘোষণা বা তাহাতে আধিক্য বিজ্ঞ মন্ত্রীবর্গের মনঃপুত ছিল না। মহামাত্র - পরিষদে মতভেদাদি উপস্থিত হইলে অশোক 'অবিলম্বে' তাঁহাকে জানাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু জানিবার পর তিনি কি করিতেন তাহা বলেন নাই। সম্ভবত তিনি 'অবিলম্বে'ই পরিষদকে অগ্রাহ্য বা overrule করিয়া নিজ আজ্ঞা কার্যে পরিণত করাইতেন! ইহাতে কিন্তু ইহাও বুঝা যায় যে মৌর্য শাসনব্যবস্থায় রাজাজ্ঞাও মন্ত্রী - পরিষদের বিবেচনাধীন ছিল।

এইরূপ···করা হইয়াছে — কেহ এই বাক্যটিকে পরবর্তী বাক্যগুলির প্রারম্ভিক মনে করেন।

উত্থান — প্রচেষ্টা, উদ্যম, exertion.

অর্থ - সন্তীরণা — কার্য সমাধা করা, despatch of business. সন্তীরণা, সম্√তীর।

সন্তোষ — "তোষ"। এই লিপিটির অনেক বাক্যেই অশোকের কর্মাধৈর্য প্রকাশ হইয়াছে। গীতা বলিয়াছেন কর্মে অশম রজোগুণাধিক্য - জাত এবং দুঃখহেতু।

শ্রেয়ঃ কর্ম — "কর্মতর"।

পরাক্রম — উদ্যম, প্রয়াস, effort.

যাও করি — "যাই"। গি. √গম্; কা, ধ, মা. √যা; শা. √ব্রজ্।

এখানে — ইহলোকে।

আরাধন — অশোক প্রায়ই আ√রাধ্ 'লাভ করা' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, ক্বচিৎ 'সন্তোষ বিধান' অর্থেও, কিন্তু কুত্রাপি 'পূজা অর্চনা' অর্থে নয়।

লেখান হইল — ধ, মা, শা. 'লিখিত হইল'।

চির(কাল) থাকে — অন্য সর্বত্র 'চিরস্থিতিক হউক'।

উত্তম — "অগ্র"।

ব্যতীত — "অন্যত্র"।

---

৭ শিলানুশাসন

গিরনার

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ইচ্ছা করেন (যে) সর্ব সম্প্রদায়গণ যেন সর্বত্র বাস করে ;

(তিনি চাহেন যে) তাহারা সকলেই (যেন) সংযম ও ভাবশুদ্ধি ইচ্ছা করে।

কিন্তু লোকে উচ্চাবচ - ছন্দ ও উচ্চাবচ - রাগ (হইয়া থাকে) ; তাহারা (নিজ নিজ আদর্শের) সব (পালন) করিবে অথবা অংশমাত্র[ই] (পালন) করিবে।

কিন্তু বিপুল দান সত্ত্বেও যাহার সংযম ভাবশুদ্ধি কৃতজ্ঞতা বা দৃঢ়ভক্তি নাই, (সে) অবশ্যই নীচ।

ইচ্ছা করেন — অশোক 'ইচ্ছা' - শব্দ প্রায় বাংলা 'চেষ্টা' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

সম্প্রদায় — "পাষণ্ড", ৬৬ পৃ দে. সম্ভবত অশোকের ধর্মনীতির ফলে প্রচলিত

ধর্মনীতি - পরায়ণগণের কাহারও মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাই তিনি তাহাদের আশ্বাসদানের জন্য এই কথা বলিয়াছেন।

(তিনি চাহেন যে) — এই কথাগুলি পূরণ না করার ফলে কেহ অশোকের এই বাক্যটির ভুল অর্থ করিয়াছেন '(কারণ) তাহারা সকলেই সংযম ও ভাবশুদ্ধি ইচ্ছা করে'।

উচ্চাবচ — উচ্চ + অবচ (নীচ), বড় ও ছোট, অর্থাৎ বিবিধ প্রকারের।

ছন্দ — অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য।

রাগ — মনোভাব।

অংশমাত্র — "একদেশ"।

ভাবশুদ্ধি বা…দৃঢ়ভক্তি — গি. 'ভাবশুদ্ধিতা বা…দৃঢ়ভক্তিতা', তু. 'অল্পব্যয়তা' ৬১ পৃ।

ভক্তি — নিষ্ঠা, loyalty. অশোকের উক্তির অর্থ বোধহয় এই যে, তিনি দানাদি করিতেছেন বলিয়াই যেন সম্প্রদায়বিশেষ - ভুক্তগণ নিজেকে খুব বড় মনে না করে; যাহার আধ্যাত্মিক গুণাবলীর সাধনা উচ্চ, প্রকৃতপক্ষে তাহাকেই তিনি বড় মনে করেন, নতুবা নয়।

৮ শিলানুশাসন

গিরনার

অতীত কালে রাজারা বিহারযাত্রায় নির্গত হইতেন;

ইহাতে মৃগয়া ও ঈদৃশ আমোদপ্রমোদ হইত।

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দশ - বর্ষাভিষিক্ত হইলে সম্বোধিতে গিয়াছিলেন।

তাহাতে ইহা ধর্মযাত্রা (হইল)।

ইহাতে এই হয়:

ব্রাহ্মণ - শ্রমণগণকে দর্শন ও দান;

স্থবিরগণকে দর্শন ও হিরণ্য - প্রতিবিধান, জানপদ জনগণকে দর্শন এবং তাহাদের উপযোগী ধর্মানুশাস্তি ও ধর্ম - পরিপৃচ্ছা।

এই অধিকতর রতি দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার অন্য ভাগ হয়।

রাজারা — কা, মা, শা. 'দেবগণের প্রিয়রা', ১৯ পৃ দে.

নির্গত হইতেন — গি. ঞ্রয়াস্থু = অয়াস্থু ? যেমন কিছু পরেই আছে 'অযায়'। কেহ বলেন = ন্যয়াস্থু = নি (= নিঃ) + অয়াস্থু। অন্য সর্বত্র নিঃ√ক্রম্ নিষ্পন্ন শব্দ আছে।

মৃগয়া — গি, কা, ধ, মা. "মৃগব্যা"।

আমোদপ্রমোদ — "অভিরাম", গি. "অভিরমক"।

গিয়াছিলেন — গি. অযায়, √যা, কেহ বলেন √ই; অন্য সর্বত্র নিঃ √ক্রম্। এস্থানের কয়েকটি বাক্যের পাঠান্তর ১৮ পৃ দে.

সম্বোধি — ২৭ পৃ দে.

তাহাতে — "তাহার দ্বারা" = তাহার ফলে।

স্থবির — অন্য সর্বত্র "বৃদ্ধ"।

হিরণ্য - প্রতিবিধান — স্বর্ণ(= অর্থ) দান দ্বারা ভরণপোষণের ব্যবস্থা, তু. ৬৬ পৃ শেষ লা.

জানপদ জনগণকে — গ্রামাঞ্চল - বাসীগণকে। কেহ বলেন 'গ্রামবাসীগণকে ও নগরবাসীগণকে'।

তাহাদের উপযোগী — তদোপয়া = °পগা ? তু. মনুসোপগ, পসোপগ, ২ শি°। কেহ এই শব্দটিকে পর বাক্যে সংযোগ করিয়া অর্থ করেন 'তদনুযায়ী' = তাহার দ্বারা, তাহার ফলে। অশোক ধর্মযাত্রায় যেখানে যাইতেন, সেখানে অবশ্যই বৃহৎ জনসভা আহূত হইত।

পরিপৃচ্ছা — প্রশ্নোত্তর। রাজা স্বয়ং বাহির হইয়া লোককে ধর্মশিক্ষা দিতেছেন, ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন ও করাইতেছেন — ইহা লোকের নিকট খুবই অভিনব ঘটনা মনে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। অনেকে বোধহয়

এই সুযোগে মহা ধর্মজিজ্ঞাসু সাজিয়া অশোকের মনোমত প্রশ্ন ও উত্তরদ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া অর্থাদি অনেক সুবিধা করিয়া লইত।

অধিকতর রতি — অন্য রাজাদের বিহারযাত্রা অপেক্ষা ধর্মযাত্রায় তাঁহার অধিকতর আনন্দ। রতি — ধ. "অভিরাম"।

অন্য — অপর একটি, অপর এক প্রকারের।

ভাগ — রাজার প্রাপ্য রাজস্ব। অন্য রাজারা প্রজাবর্গের নিকট হইতে ধনধান্যাদি রাজস্ব প্রাপ্তিতে যে আনন্দ লাভ করেন, অশোক ধর্মযাত্রায় প্রজাবর্গের সঙ্গে ধর্মালোচনার ফলে তাহাদের নিকট হইতে ধনধান্যাদি অপেক্ষা সুখকর রাজস্ব লাভ করেন। ইহাতে বুঝা যায় অশোক মনে করিতেন রাজস্বসংগ্রহ যেমন রাজার কর্তব্য, প্রজাকে ধর্মশিক্ষাদানও তাঁহার সেইরূপই কর্তব্য — যে কথা তিনি অন্যত্র বহুস্থলে অন্য ভাবেও বলিয়াছেন। কেহ 'অন্য ভাগ' প্রভৃতি কথার অর্থ বুঝিয়াছেন যে, অশোকের রাজত্বের দ্বিতীয় ভাগ (তিনি ধর্মজীবন আরম্ভ করিবার পরের অংশ) তাঁহার নিকট (তাঁহার জীবনের প্রথম অংশ অপেক্ষা) অধিকতর সুখকর, কিন্তু এ ব্যাখ্যা অর্থতঃ অসঙ্গত না হইলেও শব্দতঃ অযৌক্তিক।

---

৯ শিলানুশাসন

গিরনার

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

(এরূপ) লোক আছে (যাহারা) আবাধে বা আবাহ - বিবাহে বা পুত্রলাভে বা প্রবাসে (যাত্রার সময়ে) উচ্চাবচ মঙ্গল করে ;

এই সব এবং [ঈদৃশ] অন্য (কর্মে)ও লোকে উচ্চাবচ মঙ্গল করে।

ইহাতে মহিলারা বহু, বহুবিধ, ক্ষুদ্র ও নিরর্থ মঙ্গল করে।

মঙ্গল অবশ্যই কর্তব্য ;
কিন্তু এতাদৃশ মঙ্গল অল্পফলই।
ইহাই মহাফল মঙ্গল — ধর্মমঙ্গল। তাহা এই :
দাস - ভৃত্যগণের প্রতি সম্যক ব্যবহার ;
গুরুজনের প্রতি অপচিতি সাধু ;
প্রাণগণের প্রতি সংযম সাধু ;
ব্রাহ্মণ - শ্রমণগণকে দান সাধু ;
এইগুলি এবং এতাদৃশ অন্য (কর্মেরই) নাম ধর্মমঙ্গল।
অতএব পিতাকর্তৃক বা পুত্রকর্তৃক বা ভ্রাতাকর্তৃক বা স্বামীকর্তৃক [বা মিত্র-পরিচিত কর্তৃক, এমন কি প্রতিবেশী পর্যন্ত কর্তৃকও] (এইরূপ) বলা উচিত :
'ইহা সাধু ; সেই বিষয়ের নির্বৃত্তি হওয়া পর্যন্ত এই মঙ্গল কর্তব্য'।
এবং (এরূপ)ও উক্ত হইয়াছে — 'দান সাধু' :
কিন্তু এতাদৃশ দান বা অনুগ্রহ নাই, যেরূপ ধর্মদান বা ধর্মানুগ্রহ।
অতএব মিত্রকর্তৃক বা সুহৃৎকর্তৃক বা জ্ঞাতিকর্তৃক বা সহায়কর্তৃক সেই সেই প্রকরণে (এইরূপ) উপদেশ দেওয়া উচিত :
'ইহা কৃত্য, ইহা সাধু' ; 'ইহার দ্বারা স্বর্গ আরাধন শক্য'।
এবং ইহা অপেক্ষা কর্তব্যতর কি — যেমন স্বর্গ - আরাধন ?

আবাধ — পীড়া, বিঘ্নাদি।
আবাহ — পুত্রপরিণয়। বিবাহ — কন্যাপরিণয়।
পুত্রলাভ — কা, ধ, মা. "প্রজা - উপাদায়" ; শা. "প্রজা - উপদান (বা উৎপাদন ?)"।
উচ্চাবচ —৭২ পৃ দে. অন্যত্র 'বহু, বহুক'।
মঙ্গল — মাঙ্গলিক কর্ম।
মহিলা — স্ত্রীজাতি। ধ. 'স্ত্রী' ; শা. স্ত্রিয়ক ; কা, মা. অবকজনিক (০য়)

< সং অর্ভকজনিকা = সন্তানজননী, কেহ ভুল করিয়া মনে করিয়াছেন "অম্বক - জনিকা" = ধাত্রী ও মাতা।

ক্ষুদ্র — শা. পুতিক = সং পূতিক, √পূয়্ = পচা, তু. পূতিকুষ্মাণ্ড = অসার বস্তু।

নিরর্থ — অর্থহীন। অন্য সর্বত্র "নিরর্থক"।

ভৃত্য — "ভৃতক"।

ব্যবহার — "প্রতিপত্তি", ৬৩ পৃ দে.

অপচিতি — বিনয়, সম্মান প্রদর্শন। এই লা. ও পরের দুই লা. 'সাধু' শব্দটি গি. ব্যতীত অন্য কোথাও নাই এবং শব্দটি এই তিন স্থানেই অবান্তর ও নিরর্থক। কেহ মনে করেন বোধহয় খোদাইকার ৩ শি'র স্মৃতিতে এই শব্দটি ভুল করিয়া এখানে যোগ করিয়াছে।

সংযম — সংযত বা মৃদু ব্যবহার।

[বা মিত্র······] — কা, মা, শা। পরিচিতব্যক্তি — "সংস্তুত", ৬১ পৃ দে।

প্রতিবেশী — "প্রতিবেশ্য"।

নির্বৃত্তি — কা, মা, শা. = নিষ্পাদন, সিদ্ধি। গি. "নিষ্ঠানা"; ধ. "নিষ্পত্তি"।

দান সাধু — বোধহয় এই উক্তি অশোক কোন বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা সংযুত্তনিকায়ের সাধুসুত্তে আছে। 'জীবের প্রতি সংযম সাধু' এবং 'এমন দান নাই, যেমন ধর্মদান' এই উক্তিদ্বয়ও সেই সুত্তটিতে আছে।

অনুগ্রহ — উপকার।

সুহৃৎ — "সুহৃদয়"।

সহায় — সঙ্গী।

প্রকরণে — বিষয়ে, সম্পর্কে, কার্যে, উপলক্ষে, প্রসঙ্গে।

উপদেশ দেওয়া — গি. অব√বদ্; ধ. বি+অব√বদ্।

আরাধন — ৭১ পৃ দে.

শক্য — সকিয়ে, কেহ ইহা ভুল করিয়া "স্বকীয় (স্বর্গ)" = 'নিজের জন্য স্বর্গলাভ' মনে করিয়াছেন।

ইহা অপেক্ষা···যেমন স্বর্গ - আরাধন — স্বর্গলাভ অপেক্ষা কর্তব্যতর আর কি আছে ?

স্বর্গ - আরাধন — গি. স্বগারধি ; জ. স্বগস আলধী। আরধি, ˚লধী < আরাদ্ধি (আ√রাধ), কেহ মনে করেন < আলব্ধি।

এবং এরূপও উক্ত হইয়াছে······যেমন স্বর্গ - আরাধন ? — এই লা. গুলির পরিবর্তে কা, মা, শা. এইরূপ আছে :

'(সেই বিষয়) নিবৃত্তি হইবার পরও ইহা করিব'। অপর যে সকল মঙ্গল, তাহা সাংশয়িক — হয়ত (তাহা) সেই বিষয়ের নিবৃত্তি করিবে, কিম্বা হয়ত (করিবে) না, এবং তাহা শুধু ইহলৌকিক। কিন্তু এই ধর্মমঙ্গল অকালিক — যদি তাহা এখানে সেই বিষয়ের নিবৃত্তি না(ও) করে, পরত্র (তাহা) অনন্ত পুণ্য অর্থ প্রসব করে ; যদি (তাহা) এখানে সেই বিষয়ে র নিবৃত্তি করে, তবে উভয়েরই লাভ হয় — সেই ধর্মমঙ্গল দ্বারা এখানে সেই অর্থ এবং পরত্র অনন্ত পুণ্য প্রসাবিত হয়।

সাংশয়িক — তাহার ফল সংশয়ময় বা অনিশ্চিত।

অকালিক — (ইহ)কালে সীমাবদ্ধ নয়।

এখানে — ইহলোকে।

লাভ — কা, শা. লধে, লধং ; মা. অরধে। √লভ্ বা √রাধ্, বা আ√রাধ বা আ√লভ , কি উদ্দিষ্ট হইয়াছিল বলা যায় না।

---

১০ শিলানুশাসন

গিরনার

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে লোকে আমার ধর্মশুশ্রূষার শুশ্রূষা করুক এবং ধর্মবৃত্তের অনুবিধান করুক — [(এই অভিপ্রায়ে) যে যশ বা কীর্তি (তিনি) ইচ্ছা করেন], তাহা ব্যতীত (অন্যরূপ) যশ বা কীর্তিকে দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা মহার্থাবহ মনে করেন না।
কেবলমাত্র এইজন্যই দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যশ বা কীর্তি ইচ্ছা করেন।
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যাহা কিছু পরাক্রম করেন তাহা সবই পারত্রিকের জন্য, — যাহাতে সকলে যেন অল্প-পরিস্রব হয়।

ইহাই পরিস্রব—যাহা অপুণ্য।
সব পরিত্যাগ করিয়া উত্তম পরাক্রম ব্যতীত ক্ষুদ্র ব্যক্তি কর্তৃক বা উচ্চ (ব্যক্তি) কর্তৃক ইহা দুষ্কর।
ইহা আবার উচ্চ (ব্যক্তি) কর্তৃক দুষ্কর[তর]।

বর্তমান — "তদাত্ব"।
ভবিষ্যৎ — "আয়তি"; গি. "দীর্ঘা"। তু. 'তদাত্বে চ আয়ত্যাং চ' — কৌটিল্য - অর্থশাস্ত্র।
আমার ধর্মশুশ্রূষার শুশ্রূষা করুক — আমার দৃষ্টান্তে বা শিক্ষায় এবং আমার ধর্মাগ্রহ দেখিয়া ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত হউক।
(ধর্ম)বৃত্ত — গি, মা, শা. বুত > উক্ত = উক্তি, শিক্ষা, অথবা < বৃত্ত। কিন্তু কা. 'বত' আছে. তাহা < উক্ত হইতে পারে না, < বৃত্ত হইতে পারে। বৃত্ত, বৃত্তি = আচরণ।
[(এই অভিপ্রায়ে)…ইচ্ছা করেন] — কা, ধ, মা, শা.

মহার্থাবহ — মহা + অর্থ + আবহ = মহামূল্যবান। অশোক বোধহয় শুনিয়াছিলেন যে অনেকে বলিতেছে তিনি তাঁহার ক্রিয়াবলী নামযশের জন্য করিতেছেন।

কেবলমাত্র এইজন্যই — বর্তমানে বা ভবিষ্যতে লোকে তাঁহার ধর্মশিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধালু হউক ও তাঁহার উপদিষ্ট ধর্মাচরণ পালন করুক, শুধু এই উদ্দেশ্যমূলক যশ বা কীর্তি মাত্র।

পরাক্রম —৭০ পৃ দে.

পরিস্রব — পরি√স্রু (প্রবাহিত হওয়া), 'পাপ' অর্থে। জৈনধর্মেও 'আস্রব' প্রায় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ব্যক্তি — গি. জন; কা, মা, শা. "বর্গ"।

উচ্চ — সাধারণত প্রা. উসট < উচ্ছ্রিত (উৎ√শ্রি) মনে করা হয়, কিন্তু কা. একবার 'উষুট' আছে, ইহা < উচ্ছ্রিত সম্ভব নয়, < উৎস্মৃত (উৎ√স্মৃ)।

---

১১ শিলানুশাসন

গিরনার

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

এতাদৃশ দান নাই যাদৃশ ধর্মদান বা ধর্ম-সংস্তব বা ধর্ম-সংবিভাগ বা বা ধর্ম-সম্বন্ধ।

তাহাতে এই হয় :

দাস-ভৃত্যগণের প্রতি সম্যক ব্যবহার ;

মাতার ও পিতার প্রতি শুশ্রূষা সাধু ;

মিত্র-পরিচিত-জ্ঞাতিগণকে (এবং) ব্রাহ্মণ-শ্রমণগণকে দান সাধু ;

প্রাণগণের অহত্যা সাধু।

পিতাকর্তৃক বা পুত্রকর্তৃক বা ভ্রাতাকর্তৃক বা স্বামীকর্তৃক বা মিত্র-পরিচিত-জ্ঞাতিকর্তৃক বা প্রতিবেশী পর্যন্ত কর্তৃক ইহা বলা উচিত :
'ইহা সাধু, ইহা কর্তব্য'।
এইরূপ করিলে সেই ধর্মদান দ্বারা ইহলোকের[ও] আরাধন হয় এবং পরত্র অনন্ত পুণ্য হয়।

এতাদৃশ — কা, মা, শা. "ঈদৃশ"।
সংস্তব — পরিচয়, তু. সংস্তুত = পরিচিত - ব্যক্তি। অথবা সম্ (সম্যক) + স্তব (প্রশংসা)?
সংবিভাগ — বিতরণ।
তাহাতে এই হয় — কা, মা, শা. 'হয়' নাই। = তাহা এইগুলি, তাহার অর্থ এই।
দাস - ভৃত্যগণের প্রতি…তু. ৩ শি°। এখানকারও শুশ্রূষা, দান ও অহত্যা শব্দত্রয়ের পর 'সাধু' গি. ব্যতীত অন্যত্র নাই। তু. ৯ শি°, এবং ৭৬ পৃ 'অপচিতি' শব্দের টি. দে.
ইহলোকের — গি. ইলোকচস < *ইহলোকত্যস্থ? ৫৭ পৃ 'এক প্রকার' কথার টি. দে. কা. "ঐহলৌকিক"; মা, শা. "ইহলোক"।
আরাধন — গি. আরধো; কা. আলধে; মা, শা. অরধে: ৭৭ পৃ 'স্বর্গ - আরাধন' শব্দের এবং 'লাভ' শব্দের টি. দে.
পুণ্য হয় — কা, মা, শা. 'পুণ্য প্রসাবিত হয়'; তু. ৭৭ পৃ। ✓

১২ শিলানুশাসন

গিরনার

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা প্রব্রজিত ও গৃহস্থ সর্ব-সম্প্রদায়গণকে পূজা করেন ; (তিনি) তাহাদিগকে দান দ্বারা ও বিবিধ পূজা দ্বারা পূজা করেন।

কিন্তু দান বা পূজাকে দেবগণের প্রিয় সেইরূপ মনে করেন না, যেমন (তিনি ইহাকে মনে করেন যে) সর্ব-সম্প্রদায়গণের যেন সারবৃদ্ধি হয়। সারবৃদ্ধি বহুবিধ (প্রকারের হয়)।

তাহার মূল এই — বাক্-গুপ্তি, অর্থাৎ অপ্রকরণে যেন আত্ম-সম্প্রদায়পূজা বা পরসম্প্রদায়-গর্হা না হয়, অথবা সেই সেই প্রকরণে (তাহা) যেন লঘু হয়।

সেই সেই প্রকরণ দ্বারা বরং পরসম্প্রদায়গণকে পূজাই করা উচিত।

এইরূপ করিলে (লোকে) আত্মসম্প্রদায়কেও [অধিক] বর্ধন করে, পরসম্প্রদায়েরও উপকার করে।

তদ্-অন্যথা করিলে (লোকে) আত্মসম্প্রদায়েরও ক্ষতি করে, পর-সম্প্রদায়েরও অপকার করে।

যে কেহই আত্মসম্প্রদায়কে পূজা করে বা পরসম্প্রদায়কে গর্হা করে, (তাহা) সবই আত্মসম্প্রদায়-ভক্তি বশতঃ, অর্থাৎ (এইরূপ চিন্তা করিয়া যে) 'আত্মসম্প্রদায়ের দীপন করা (আমাদের) উচিত' ;

কিন্তু সেরূপ করায় সে আত্মসম্প্রদায়কে অধিকতর উপহনন করে।

অতএব সমবায়ই সাধু, অর্থাৎ (লোকে) যেন পরস্পরের ধর্ম শ্রবণ করে ও শুশ্রূষা করে।

এইরূপই দেবগণের প্রিয়ের ইচ্ছা যে সর্ব-সম্প্রদায়গণ যেন বহুশ্রুত হয় ও কল্যাণাগম হয়।

যাহারা তাহাতে তাহাতে প্রসন্ন, তাহাদিগকে (এইরূপ) বলিতে

হইবে — 'দেবগণের প্রিয় দান বা পূজাকে সেইরূপ মনে করেন না, যেমন (ইহাকে মনে করেন যে) সর্ব-সম্প্রদায়গণের যেন সারবৃদ্ধি হয়।'

এই উদ্দেশ্যে বহু ধর্মমহামাত্রগণ, স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্রগণ, ব্রজভূমিক-গণ এবং অন্য (কর্মচারী)নিচয় ব্যাপৃত আছেন।

এবং ইহার ফল এই যে, (ইহাতে) আত্মসম্প্রদায়-বৃদ্ধিও হয়, ধর্মেরও দীপনা (হয়)।

সর্ব - সম্প্রদায়গণকে পূজা করেন ; (তিনি)…পূজা করেন — ইহা শুধু গি. আছে। কা, মা, শা. 'সর্ব - সম্প্রদায়গণকে দানদ্বারা ও বিবিধ পূজাদ্বারা পূজা করেন'। সম্প্রদায় — "পাষণ্ড", ৬৬ পৃ দে.

প্রব্রজিত ও গৃহস্থ সর্ব - সম্প্রদায়গণকে — গি. একটি অতিরিক্ত 'চ' থাকায় কেহ অর্থ করিয়াছেন 'সর্ব-সম্প্রদায়গণকে, প্রব্রজিতগণকে ও গৃহস্থগণকে'। ইহা ঠিক নয়। প্রব্রজিত — প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস - গ্রাহী বৌদ্ধ জৈন আজীবিকাদি সাধু - সম্প্রদায়।

পূজা — এই লিপিটিতে √পূজ্ - নিষ্পন্ন সব শব্দের অর্থ সম্মান - প্রদর্শন, সম্বর্ধনা।

সারবৃদ্ধি — মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উৎকর্ষ - সাধন।

বাক্ - গুপ্তি — বাক্ - সংযম।

গর্হা — গর্হণ, দোষ প্রদর্শন, নিন্দা।

অপ্রকরণ, প্রকরণ ৭৬ পৃ দে। 'সেই সেই প্রকরণে' — যেখানে প্রশংসা বা নিন্দা একান্তই আবশ্যক হয়।

সেই সেই প্রকরণদ্বারা — কা, মা, শা. 'সেই সেই আকারদ্বারা' = সেই সেই আকারে (= প্রকারে, তু. ৭ স্ত°) = যথোপযুক্তভাবে। গি. বোধহয় 'প্রকারেণ' বা 'আকারেণ' ছিল — পূর্বে কয়েকবার প্রকরণে, অপ্রকরণম্হি লেখার ফলে খোদাইকার সম্ভবত ভুল করিয়া এখানেও 'প্রকরণেন' লিখিয়াছে।

ভক্তি ৭২ পৃ দে.

দীপন — √দীপ্ = উজ্জ্বল হওয়া, গৌরববৃদ্ধি হওয়া।

দীপন করা (আমাদের) উচিত — মা, শা. 'দীপন করি (= করিব)'।

উপহনন — উপঘাত, আঘাত।

সমবায় — সম্ + অব √ই = কোন বিষয় সম্পর্কে একত্র গমন, মিলন। পা. ও সং 'পুনর্মিলন' অর্থেও এই শব্দের ব্যবহার আছে। কেহ মনে করেন অশোক বোধহয় বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীগণ যাহাতে পরস্পরের ধর্ম-বিশ্বাসে শ্রদ্ধালু হয়, এই অভিপ্রায়ে কোনও মহাসভার আয়োজন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু শা. বোধহয় < শমবাদ = 'সংযত-বাক্য' অর্থ গৃহীত হইয়াছিল, কারণ সেখানে ইহার স্থানে "সংযম" শব্দ আছে। ১৩ শি° অশোক 'সংযম, শমচর্যা ও মার্দব' একত্র বলিয়াছেন।

বহুশ্রুত — বিদ্বান, পণ্ডিত, জ্ঞানী।

কল্যাণাগম — কল্যাণ + আগম (যাহা চলিয়া আসিতেছ, প্রথা, রীতি), বহুব্রীহি, of noble traditions. কেহ মনে করেন 'আগম' = শাস্ত্র।

যাহারা তাহাতে তাহাতে প্রসন্ন — যাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত।

স্ত্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্রগণ প্রভৃতি — ৩২ পৃ দে। নারীগণ সাধারণত ধর্মপ্রবণ হয় ও দানসেবাদি করে বলিয়া বোধহয় অশোক সাম্প্রদায়িক মিলন সম্পর্কে তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। সম্প্রদায়-নিষ্ঠাও পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের সাধারণত অধিক হয় দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক দলাদলিতে দলপতিগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের নারীভক্তগণকে হাতে রাখাও বোধহয় খুব প্রয়োজন মনে করিতেন, নতুবা ভিক্ষা দানাদি প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয়। বৌদ্ধ সংঘে দলভেদ-কলহের বিবরণে দেখা যায় ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীদিগকে স্ব স্ব দলে টানিবার প্রবল চেষ্টা করিতেন।

ব্রজভূমিকগণ — সাধু-সন্ন্যাসীরা মাঠঘাট প্রভৃতি বাহির স্থানে বাস করিতেন এবং সেখানে মিলিত হইয়া দলাদলি করিতেন বলিয়া বোধহয় এই কর্মচারীগণকে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে বলা হইয়াছিল।

নিচয় — নিকায়, নি √চি।

বৃদ্ধি — যশোবর্ধন।

১৩ শিলানুশাসন

কাল্‌সী

অষ্ট-বর্ষাভিষিক্ত দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক কলিঙ্গগণ বিজিত হইয়াছিল।

যাহারা সেখান হইতে অপবাহিত হইয়াছিল, (তাহারা) দ্বি-অর্ধসংখ্যক প্রাণ - শতসহস্র ; শতসহস্র - সংখ্যক সেখানে হত হইয়াছিল, [এবং] ঠিক ততই মরিয়াছিল।

তাহার পর কলিঙ্গদেশ সদ্য লব্ধ হইলে দেবগণের প্রিয়ের তীব্র ধর্মবাত ধর্মকামতা ও ধর্মানুশাস্তি (হইল)।

কলিঙ্গগণকে বিজয় করিয়া দেবগণের প্রিয়ের অনুশয় হইল।

অবিজিত (দেশ) বিজয় করায় সেখানে লোকের যে বধ বা মরণ বা অপবাহন (হয়), তাহা দেবগণের প্রিয়ের অত্যন্ত বেদনীয় মনে হয় ও গুরু মনে হয়।

তাহা অপেক্ষা আবার দেবগণের প্রিয়ের ইহা গুরুতর মনে হয় — সেখানে যে ব্রাহ্মণগণ, শ্রমণগণ বা অন্য সম্প্রদায়গণ (অর্থাৎ) গৃহস্থগণ বাস করেন—যাঁহাদের মধ্যে এইগুলি বিহিত, (যথা) অগ্রভূতি-শুশ্রূষা, মাতৃপিতৃ-শুশ্রূষা, গুরু-শুশ্রূষা (এবং) মিত্র-পরিচিত-সহায়-জ্ঞাতিগণের প্রতি ও দাসভৃত্যগণের প্রতি সম্যক ব্যবহার ও দৃঢ়ভক্তি—তাহাতে তাঁহাদের উপঘাত বা বধ বা অভিরক্ত-গণের বিনিষ্ক্রমণ হয় ;

এবং, যে সুবিহিতগণের স্নেহ অবিপ্রহীন, তাহাদের মিত্র - পরিচিত - সহায় - জ্ঞাতিগণ ব্যসন প্রাপ্ত হয়, (এবং) তাহাতে তাহাও তাহাদের (পক্ষে) উপঘাত হয়।

ইহা সর্বমনুষ্যগণের প্রতিভাগ এবং ইহা দেবগণের প্রিয়ের গুরু মনে হয়।

যোনদেশে ব্যতীত এমন জনপদ নাই যেখানে ব্রাহ্মণগণ ও শ্রমণগণ — এই (সম্প্রদায়) নিচয় নাই ;

এবং কোনও জনপদে (এমন স্থান) নাই যেখানে মনুষ্যগণের কোনও এক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রসাদ নাই।

অতএব, কলিঙ্গদেশ লব্ধ হইলে তখন যত লোক হত, মৃত ও অপবাহিত হইয়াছিল, তাহার শতভাগ বা সহস্রভাগ এখন দেবগণের প্রিয়ের গুরু মনে হয়।

কেহ অপকার করিলেও দেবগণের প্রিয় মনে করেন যাহাকে ক্ষমা করা শক্য, (তাহাকে) ক্ষমা করা উচিত।

দেবগণের প্রিয়ের বিজিতে যে অটবীয়গণ আছে, তাহাদিগকেও (তিনি) অনুনয় করেন ও বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন ;

এবং অনুতাপ সত্ত্বেও দেবগণের প্রিয়ের প্রভাব তাহাদিগকে বলা হয়, যাহাতে তাহারা লজ্জা বোধ করে ও হত না হয়।

দেবগণের প্রিয় সর্বভূতের প্রতি অক্ষতি সংযম সমচর্যা ও মার্দব ইচ্ছা করেন।

এই বিজয়ই দেবগণের প্রিয়ের মুখ্য মনে হয়— যাহা ধর্মবিজয় ;

এবং, এখানে ও সকল অন্তদেশগুলিতে ও ছয় যোজনশত (দূর) পর্যন্ত যেখানে অন্তিয়োগ নামক যোনরাজা এবং সেই অন্তিয়োগের পশ্চিমে (যে) চারজন রাজা—তুলময় নামক, অন্তেকিন নামক, মকা নামক, অলিক্যষুদর নামক — (এবং) সেইরূপ দক্ষিণে চোল-পাণ্ড্যগণ, তাম্রপর্ণীগণ পর্যন্ত — তাহা দেবগণের প্রিয়ের লব্ধ হইয়াছে।

সেইরূপ এখানে রাজবিষয়ে এবং যোন-কম্বোজ দেশে, নাভক-নাভপংক্তি দেশে, ভোজ-পিতিনিক দেশে, অন্ধ্র-পালদ দেশে — সর্বত্র (লোকে) দেবগণের প্রিয়ের ধর্মানুশাস্তি অনুবর্তন করে।

এমন কি যেখানে দেবগণের প্রিয়ের দূতগণ যায় না, তাহারাও

দেবগণের প্রিয়ের ধর্মবৃত্ত, বিধান ও ধর্মানুশাস্তি শ্রবণ করিয়া ধর্ম অনুবিধান করে ও অনুবিধান করিবে।

ইহাতে সর্বত্র যে বিজয় লব্ধ হয়, তাহা প্রীতিরস।

সেই প্রীতি লব্ধ হয় ধর্মবিজয়ে।

কিন্তু সেই প্রীতি লঘুই ;

পারত্রিককেই দেবগণের প্রিয় মহাফল মনে করেন।

এই উদ্দেশ্যে এই ধর্মলিপি লিখিত হইল যে আমার (যে) পুত্রগণ (ও) পৌত্রগণ আছে, (তাহারা) যেন নব বিজয়কে বিজেতব্য মনে না করে ;

সশস্ত্র যে বিজয়, তাহাতেও যেন ক্ষান্তি ও লঘুদণ্ডতা (তাহাদের) রুচে ;

এবং তাহাকেই যেন (তাহারা) বিজয় মনে করে, যাহা ধর্মবিজয়।

তাহা ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক।

তাহাই যেন (তাহাদের) সর্ব নিরতি হয় — (যাহা) উত্তমরতি।

তাহা ঐহলৌকিকও পারলৌকিকও।

এই লিপিটির সম্পর্কে ৩২ পৃ দে. ইহার শেষাংশ হইতে বুঝা যায় অশোক ইহা তাঁহার পুত্রপৌত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন— বোধহয় ইহার কারণ ছিল পিতার রাজনীতি রাজপুত্রগণের মনঃপূত না হওয়া, অথবা কোথাও যুদ্ধের প্রয়োজন হওয়ায় কিম্বা সেরূপ প্রয়োজন বিনাই রাজকুমারগণের যুযুৎসা উদ্রেক হওয়া।

কলিংগ— ২৮ পৃ দে.

অপবাহিত—বন্দীরূপে অন্যত্র নীত।

দ্বি-অর্ধ-সংখ্যক প্রাণশত-সহস্র—দেড় লক্ষ সংখ্যক লোক। সংখ্যক = "মাত্র"।

দ্বি-অর্ধ—দেড়,। শতসহস্র—লক্ষ।

ঠিক ততই—"বহুতাবতক"। যেমন 'বহুমধ্যভাগে' = ঠিক মধ্যস্থলে। বহু =

ঠিক ; নতুবা বহু = 'অনেক' হইলে অর্থ দাঁড়ায় 'সেই সংখ্যার (১ লক্ষই হউক বা দেড় লক্ষই হউক) বহুগুণ', ইহা অত্যধিক মনে হয়।

মরিয়াছিল—সৈন্যরূপে যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্য কারণে মারা গিয়াছিল।

সন্ত—"অধুনা"।

ধর্মবাত—ধর্মভাব। বাত = বায়ু, ভাব ; সু বা কু উভয় অর্থেই। বাংলায় শুধু কু-অর্থেই বাতিক, বাতিকগ্রস্ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

ধর্মকামতা—ধর্মাকাংক্ষা।

ধর্মানুশাস্তি—কেহ মনে করেন 'ধর্মশিক্ষা (দিবার ইচ্ছা)' কিন্তু 'ধর্মশিক্ষা (লাভ, গ্রহণ)' অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়, কারণ অশোক এখানে অপরের হয়, নিজেরই সম্বন্ধে বলিতেছেন।

অনুশয়—অনুশোচনা, যেমন শা. আছে।

বিহিত—আচরিত, প্রতিপালিত হয়।

অগ্রভূতি—যাঁহারা সাম্‌নে, আগে, উপরে আছেন = সম্মানার্হগণ। মা, শা. কিন্তু °ভুটি আছে, ইহা <ভূতি অপেক্ষা <ভৃতি অধিক সম্ভব। তাহা হইতে কেহ্ অর্থ বুঝিয়াছেন 'উচ্চতর বেতনভুক্' (?)

ভক্তি ৭২ পৃ দে.

তাহাতে — দেশ বিজয়ে।

উপঘাত — তু. 'উপহনন', ৮৩ পৃ। শা. অপগ্রথ, সম্ভবত <অপ√গ্রহ্., তু. সং গ্রথিত = আহত।

অভিরক্ত—স্নেহভাজন, প্রীতিপাত্র।

বিনিষ্ক্রমণ — অন্যত্র গমন, বিচ্ছেদ, নির্বাসন।

সুবিহিত—সদাচার-পরায়ণ। অথবা যাহারা যুদ্ধের লোকক্ষয়াদি সত্ত্বেও ভাল অবস্থায় আছে, well provided for ?

স্নেহ অবিপ্রহীন — স্নেহভাজন ও আত্মীয়বর্গের প্রতি যাহাদের মমতা অক্ষুণ্ণ ;

তাহাতে তাহাও তাহাদের (পক্ষে) — যুদ্ধের সময়ে হত্যা, অপবাহন, ক্ষতি প্রভৃতির ফলে তাহাও (জ্ঞাতিবর্গের ব্যসনপ্রাপ্তিও) তাহাদের (অক্ষুণ্ণ-স্নেহশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে)।

প্রতিভাগ — যাহা সকলেরই প্রাপ্য ? অথবা 'দণ্ডস্বরূপে দেয়' ?

প্রসাদ — আসক্তি, অনুরাগ, শ্রদ্ধা। ৮৩ পৃ 'তাহাতে তাহাতে প্রসন্ন' কথার টি. দে.

অটবীয় — গি. অটবিয়ো ; মা, শা. অটবি। অরণ্যবাসী অর্ধসভ্য জাতি।

বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন—স্বকৃত কর্মের ফলাফল বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে বলেন ; শা. অনুনিঝপেতি ; মা. °ঝপয়তি। <অনু + নি √ধ্যৈ, ণিচ্ ; ৬৯ পৃ 'নিধ্যপ্তি' টি. দে.

অনুতাপ…প্রভাব — যদিও তিনি কলিংগ যুদ্ধের ফলে অনুতপ্ত হইয়াছেন তথাপি তাঁহার এমন প্রভাব (বা প্রভব = শক্তি, তেজ) আছে যে তিনি ইচ্ছা করিলে বিরুদ্ধাচারীদিগকে দমন করিতে পারেন। কিন্তু প্রভব বা °ভাব = 'উৎপত্তি-কারণ' অর্থও হইতে পারে—অর্থাৎ 'তাঁহার অনুতাপ এবং সেই অনুতাপের কারণ' ?

লজ্জা বোধ করে — "অবত্রপ করে"। অব √ত্রপ্ (লজ্জিত হওয়া)।

হত না হয় — ইহাতে বুঝা যায় যে প্রয়োজন হইলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বলপ্রয়োগ অশোক সম্পূর্ণ বিসর্জন করেন নাই।

সংযম — ৭৬ পৃ দে.

শমচর্যা — তু. পা. সমচরিয়া = শান্ত ভাব। কেহ মনে করেন 'সমচর্যা' = সকলের প্রতি সমব্যবহার।

মার্দব — মৃদুতা। শা. রভসিয়ে = সং রাভস্যে ; রাভস্য (= রভস, বেগ, তীব্রতা, চণ্ডতা) শব্দের ৭মী ১বচন, in case of violence.

এখানে — তাঁহার রাজ্যে।

অন্তদেশে — প্রত্যন্ত (সীমান্ত) দেশে।

অন্তিয়োগ প্রভৃতি—৩০ পৃ দে.

পশ্চিমে — "পরে"।

দক্ষিণে — "নীচে", বৈদিক 'ন্যক্'।

চোল পাণ্ড্য প্রভৃতি —২৮ পৃ দে.

তাহা — ধর্মবিজয়।

রাজবিষয় — রাজ্যসীমা।

ধর্মবৃত্ত — কা, মা. °বুত ; শা. °বুট। ৭৮ পৃ দে. এই বাক্যটিতে হয়ত অত্যুক্তি

থাকিলেও ইহাতে বুঝা যায় অশোকের প্রভাব ও খ্যাতি বিদেশে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল।

সর্বত্র যে বিজয়…প্রীতিরস — শা. 'সর্বত্র যে বিজয় লব্ধ হয়, সেই সর্বত্র বিজয় প্রীতিরস'। প্রীতিরস—যাহাতে মনে প্রীতির ভাব জন্মে।

সেই প্রীতি লব্ধ হয় — গি, শা. লধা, লধ ; কা. গধা ; যদি ল স্থানে খোদাই-কারের ভুলে গ না হইয়া থাকে তবে সম্ভবত গধা <গৃদ্ধ <গৃব্ধ, √গৃভ্। কা. "প্রীতি" শব্দটি খোদাইকারের ভুলে দুইবার লেখা হইয়াছে।

সশস্ত্র — গি. সরসকে ; কা. ষয়কষি ; শা. স্পকসৃপি ; মা. সয়…(ভাঙা)। কেহ 'সরসক'=সরসক বা স্বরসক বুঝিয়া অর্থ করেন 'বিজয় (তাহাদের নিকট) সরস (=আকাংক্ষণীয় মনে) হইলেও'। কিন্তু অন্য পাঠগুলি হইতে মনে হয় 'শর' বা 'সায়ক' নিষ্পন্ন কোন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। সম্ভবত সরসক="শর-শক্য," এবং ষয়ক=সায়ক। শর বা সায়ক=তীর, তরবারি, খড়্গ, অস্ত্র।

ক্ষান্তি — ক্ষমাশীলতা।

রুচে — কা, লোচেতু ; শা. রোচেতু। তু.৬৪ পৃ 'চিন্তা না করে' কথার টি.

নিরতি — বিশেষ রতি। শা. সম্ভবত 'অতিরতি' ছিল।

উদ্যমরতি — মা, শা. "ধর্মরতি"। অতএব উদ্যম=ধর্ম।

---

১৪ শিলানুশাসন

গিরনার

এই ধর্মলিপি দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক লেখান হইয়াছে :

(এগুলি) সংক্ষিপ্তভাবেও আছে, মধ্যমভাবেও আছে, বিস্তৃতভাবেও আছে।

সব সর্বত্র ঘটিত হয় নাই।

(আমার) বিজিত বিশাল; বহু লিখিত হইয়াছে এবং [সর্বদা] আরও লেখাইবও।

কোন কোন কথা সেই সেই বিষয়ের মধুরতাবশতঃ পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে, যাহাতে লোকে (তাহা) সেইরূপে সম্পাদন করে।

তাহাতে কিছু যদি অসমাপ্তভাবে লিখিত হইয়া থাকে—(তাহা হইয়াছে) স্থান বিবেচনা করিয়া, কারণ চিন্তা করিয়া, বা লিপিকরা - পরাধ - বশতঃ।

সম্ভবত ভ্রমণে বাহির হইয়া বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ লিপিগুলি দেখিয়া অশোক এই লিপিটি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্তভাবেও ...... ইহা তিনি সমুদায় লিপিগুলি সম্বন্ধে বলিতেছেন, অর্থাৎ কোনও লিপি সংক্ষেপে, কোনও লিপি মাঝামাঝি (না সংক্ষিপ্ত, না দীর্ঘ) আকারে এবং কোনও লিপি বিস্তৃত আকারে লেখা হইয়াছে।

সব সর্বত্র — সব কথা সব লিপিতে। অথবা সব লিপি সব স্থানে ?

ঘটিত — পা. = 'যুক্ত, সংযুক্ত', কিন্তু সং = 'কৃত'। এখানে 'লেখা বা লেখান' অর্থও হইতে পারে।

বিশাল — গি, কা, শা. 'মহালক', ৬৬ পৃ 'বৃদ্ধ' টি. দে. ধ. মহংতে।

[সর্বদা] — কা. নিক্যং; মা. নি···(ভাঙা)। < নিত্যং ? শব্দটির অর্থ সংশয়ময় এবং ব্যবহারও অন্য কোথাও নাই।

কোন কোন কথা — গি. এতকং। কা, মা, শা. "এখানে"।

মধুরতা — অন্য সর্বত্র "মাধুর্য্য"। রসবত্তা, interest.

বলা হইয়াছে — গি, ধ. বুত। কা, মা, শা. লপিতে, লপিতং; √লপ্, বলা।

সম্পাদন করে — "প্রতিপাদন করে", প্রতি√পদ্।

তাহাতে — অন্য সর্বত্র "এখানে" বা "ইহাতে"।

কিছু — গি. 'একদা'; অন্যত্র "কিঞ্চিৎ"।

স্থান — গি, শা. "দেশ"; কা. "দিশা"।

বিবেচনা করিয়া — গি. সছায়; কা. ষংখেয়ে; মা, শা. সংখয়ে। এই শব্দগুলি সবই সম্√খ্যা হইতে নিষ্পন্ন।

চিন্তা করিয়া — গি. অলোচেৎপা ; কা. অলোচয়িতু ; ধ. লোচয়িতু ; শা. অলোচেতি। আ√লোচ্ ; কিন্তু কেহ অ√রুচ্ মনে করিয়া অর্থ করেন '(অপরের) রুচে (ভাল লাগে) নাই বলিয়া'। ইহা ঠিক নয়। ৬৪ পৃ. চিন্তা না করে' টি. দে.

লিপিকর —৩২ পৃ দে.

অপরাধ — দোষ, ত্রুটি, ভুল। ১১ পৃ দে.

দুইটি পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন

এই লিপিদ্বয় ১১-১৩ শি'র পরিবর্তে উড়িষ্যার ধউলী ও জউগড়ে (৫৪, ৫৫ পৃ. দে.) লেখান হইয়াছিল।

যেটিকে এখন ২য় বলা হয়, বস্তুতপক্ষে সেইটিই কিন্তু প্রথমে লেখ হইয়াছিল; প্রথম আবিষ্কারের সময়ে ইহা না বুঝিয়া লিপিদ্বয়ের যে পৌর্বাপর্য অনুমান করা হইয়াছিল, এখনও তাহাই চলিয়া আসিতেছে। এখানেও সেই ক্রমই অনুসৃত হইল।

লিপিদ্বয় অশোক উচ্চতম রাজপুরুষদের উদ্দেশ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজকর্মচারীগণের অবিচার-অত্যাচার সম্পর্কে অনেক অভিযোগ নিশ্চয় তাঁহার কর্ণগোচর হওয়াই ১ পৃথ' প্রকাশের কারণ। যে ধীরতা কৌশল ও মহত্ত্বের সঙ্গে তিনি অপরাধী কর্মচারীগণের কর্তব্যচ্যুতি প্রদর্শন করিয়াছেন ও তাহাদিগকে কর্তব্যপালনে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শাসন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিংগযুদ্ধ অবসানের পর অশোক কোনও দেশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন নাই; এরূপ দেশের অধিবাসীগণকে নির্ভয় করিবার জন্য বোধহয় তিনি ২ পৃথ' প্রকাশ করেন।

এই লিপিদ্বয় সম্ভবত অশোকের রাজ্যাভিষেকের ১৩শ বা ১৪শ বর্ষে প্রকাশিত হয়।

---

১ পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন

ধউলী

দেবগণের প্রিয়ের বচনে তোসলীতে মহামাত্র নগর-ব্যবহারকগণকে [এইরূপ] বলিতে হইবে :

যাহা কিছু আমি (ভাল) মনে করি, তাহা [কি] কর্ম দ্বারা সম্পাদন করিতে পারি, (কি) দ্বারে সাধন করিতে পারি, এইরূপ ইচ্ছা করি।

এই বিষয়ে এই দ্বারই আমার মুখ্য মনে হয় — তোমাদিগকে অনুশাস্তি (দান)।

তোমরা বহু প্রাণশতসহস্রের মধ্যে 'মনুষ্যগণের যেন প্রণয় লাভ করি' (এইরূপ মনে করিয়া কর্মে) নিযুক্ত আছ।

সর্ব মনুষ্যগণ আমার সন্তান।

যেমন (নিজের) সন্তান সম্বন্ধে আমি ইচ্ছা করি যে (তাহারা) [আমার দ্বারা] ঐহলৌকিক-পারলৌকিক সর্ব হিতসুখে যুক্ত হউক, সেইরূপ [সর্ব] মনুষ্য সম্বন্ধেও আমি ইচ্ছা করি।

কিন্তু এই বিষয় যত(দূর) যায়, [তাহা তোমরা] প্রাপ্ত হও না।

কেহ একজন [হয়ত] ইহা প্রাপ্ত হয় — (কিন্তু) সেও অংশমাত্র, সব নহে।

নীতিতে সুবিহিত হইলেও তোমরা অবশ্যই ইহা মনে রাখ :

কেহ একজন (এরূপ)ও আছে যে [(চলিয়া) যায়, কেহ একজন (আবার এরূপও আছে যে)] বন্ধন বা পরিক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

তাহাতে সেখানে অকস্মাৎ বন্ধনাস্তিক হয় এবং অন্য বহু দূরস্থ লোক দুঃখ পায়।

সেখানে তোমাদের ইচ্ছা করা উচিত যে '(আমরা) যেন মধ্যভাবে (কর্ম) সম্পাদন করি'।

কিন্তু এই (কারণ)গুলি বশতঃ (লোকে) সম্যক (কর্ম) সম্পাদন করে না — ঈর্ষাবশতঃ, ক্রোধবশতঃ, নৈষ্ঠুর্য্যবশতঃ, ত্বরাবশতঃ, অনাবৃত্তিবশতঃ, আলস্যবশতঃ ও ক্লান্তিবশতঃ।

(কিন্তু তোমাদের) [এইরূপ] ইচ্ছা করা উচিত যে 'এই (কারণ)গুলি যেন আমার না হয়'।

এই সবেরই মূল [এই] — অক্রোধ ও অত্বরা।

নীতি এই : যাহারা [যাহাতে] ক্লান্ত হয়, তাহারা উঠিতে...... সঞ্চলিত হইতে......না......সঞ্চলিত হওয়া উচিত, লাগিয়া থাকা উচিত, গমন করা উচিত — [ইহাই নীতি]।

তোমাদের (মধ্যে) যে এইরূপ মনে কর, তাহার (অপরকে এই কথা) বলা উচিত 'আনৃণ্য চিন্তা কর ; দেবগণের প্রিয়ের অনুশাস্তি এইরূপ এইরূপ'।

তাহার সম্যক সম্পাদন মহাফল, অ-সম্পাদন মহাপায়।

ইহা অযথা সম্পাদন করিলে না হয় স্বর্গের আরাধন, না (হয়) রাজারাধন।

এই কর্মের ফল দ্বিগুণ — (ইহার) অতিরিক্ত আমার (নিকট আর) কোথায় ?

ইহা সম্যক সম্পাদন করিলে (তোমরা) স্বর্গও আরাধন করিবে, আমারও নিকট আনৃণ্য লাভ করিবে।

এই লিপি তিষ্যনক্ষত্রে শ্রবণ করিতে হইবে। তিষ্যের অন্তরেও ক্ষণে ক্ষণে একাকীও (ইহা) শ্রবণ করা যাইবে।

এইরূপ করিলে তোমরা (ইহা) সম্যক সম্পাদন করিতে পারিবে।

এই উদ্দেশ্যে এই লিপি এখানে লিখিত হইল যাহাতে নগর-ব্যবহারকগণ যেন শাশ্বত সময় [ইহাতে] যুক্ত হন [যাহাতে] লোকের অকস্মাৎ বন্ধন বা অকস্মাৎ পরিক্লেশ না হয়।

এই উদ্দেশ্যে আমি (প্রতি) পাঁচ পাঁচ বর্ষে মহামাত্রগণকে [অনুসংযানে] নিষ্ক্রমণ করাইব, যাঁহারা অকর্কশ অচণ্ড (ও) মৃদুপ্রকৃতি হইবেন (এবং) এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া···সেইরূপ করিবেন, যেরূপ আমার অনুশাস্তি।

উজ্জয়িনী হইতেও কুমার এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ লোকই নিষ্ক্রমণ করাইবেন এবং তিন বর্ষ অতিক্রম করিবেন না।

সেইরূপ তক্ষশিলা হইতেও।

যখন ··· সেই মহামাত্রগণ অনুসংযানে নিষ্ক্রমণ করিবেন, তখন নিজেদের (অন্য) কর্মের হানি না করিয়া ইহাও মনে রাখিবেন (এবং) তাহা সেইরূপে করিবেন — যেমন রাজার অনুশাস্তি।

দেবগণের প্রিয়ের বচনে তোসলীতে··· দ্র. 'দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন : সমাপাতে···'। বচনে = আজ্ঞা - বচনে। তোসলী ও সমাপা —২৫-২৬ পৃ দে. তোসলীতে, সমাপায় = তোসলীস্থ, সমাপাস্থ।

মহামাত্র নগরব্যবহারকগণকে — সম্ভবত = নগরব্যবহারক - মহামাত্রগণকে ; 'মহামাত্রগণকে (ও নগরব্যবহারকগণকে' নয়, কারণ এই লিপির শেষদিকে ধ. শুধু নগরব্যবহারকগণের কথা বলা হইয়াছে, মহামাত্রের উল্লেখ নাই। ৩২ পৃ দে.

(ভাল) মনে করি — "দেখি"।

দ্বারে — পথে, উপায়ে। তু. বাংলা করণকারকে প্রযুক্ত 'দ্বারা'।

সাধন করিতে পারি — "আরম্ভ করিতে পারি"। আ+√রভ্।

প্রণয় লাভ করি — প্রীতিভাজন হই।

নিযুক্ত — আয়ত < আয়ত্ত, আ+√যৎ ; কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত।

সেইরূপ সর্বমনুষ্য সম্বন্ধেও আমি ইচ্ছা করি — দ্র. 'সর্বমনুষ্য সম্বন্ধে আমার সেইরূপই ইচ্ছা'।

কিন্তু এই বিষয় যতদূর···প্রাপ্ত হও না — 'তোমরা ইহাতে পৌঁছ না, যতদূর এই বিষয়' = আমার উদ্দেশ্যের পূর্ণতাসাধনে যত দূর যাওয়া প্রয়োজন,

তোমরা তত দূর যাও না : আমার আদর্শ তোমরা সম্পূর্ণ পালন কর না।

যত (দূর) যায় — "যাবদ্‌গামুক"।

কেহ একজন — ধ. "একপুরুষ" ; জ. "একমনুষ্য"। নগরব্যবহারক প্রভৃতি কর্মচারীগণের মধ্যে কেহ কেহ ?

নীতিতে — ধ. নিতিয়ং। এই শব্দটি মাত্র এই লিপিটিতেই ব্যবহৃত হইয়াছে — পরে একবার ধ, জ. নিতিয়ং. একবার জ. নীতিয়ং। শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নয়। কেহ বলেন = নিতি + ইয়ং, নীতি এই। কেহ বলেন < নীত্যাম্‌, নীতিতে। সম্ভবত নীতি = শাসন - নীতি, administrative system।

সুবিহিত হইলেও — = 'যদিও তোমরা নীতিপালন - পরায়ণ' ? কিন্তু যদি নিতিয়ং = 'এই নীতি' হয়, তবে অর্থ হইবে 'এই নীতি সুবিহিত, well established, well followed, হইলেও'। কেহ অন্বয় করেন 'তোমরা সুবিহিত হইলেও অবশ্যই ইহা মনে রাখ — নীতি এই…'।

মনে রাখ — "দেখ"। = মনে রাখিও।

কেহ একজন — জ. "বহুলোক"।

চলিয়া যায় — জ. এতি। অর্থ অস্পষ্ট। অথবা বন্ধনমুক্ত, released ? অথবা 'গ্রেপ্তার করা হয় না, not arrested' ?

বন্ধন — arrest অথবা imprisonment। তু. 'বন্ধনবদ্ধ', ৬৬ পৃ।

পরিক্লেশ — নির্যাতন, torture ?

তাহাতে সেখানে — তাহার ফলে (বা তাহার পর) সেই বিষয়ে (ততঃ তেন, অথবা তত্র তেন ?)।

অকস্মাৎ — অকারণে। বিনা বিচারে, বা উৎকোচের ফলে ?

বন্ধনান্তিক — অর্থ অস্পষ্ট। কেহ বলেন = বন্ধনমুক্তি, কেহ বলেন sentence of imprisonment, যে আদেশের ফলে বন্ধন হয়।

অন্য বহু দুরস্থ লোক… — কেহ বলেন = যাহারা মুক্তি পায় না, কেহ বলেন = যাহাদের প্রতি বন্ধন - আজ্ঞা হয়, তাহাদের আত্মীয় - স্বজন। ধ. অংনে চ বহু জনে দবিয়ে দুখীয়তি ; জ. অন্তে চ বগ্গে বহুকে বেদয়তি (= বেদনা পায়)। দবিয়ে = দবীয়স্‌ ('দূর' + ঈয়স্‌ প্রত্যয়)। কেহ মনে

করেন ইহা 'দুঃখ পায়' ক্রিয়ার বিশেষণ অর্থাৎ 'আরও দুঃখ পায়'; কেহ মনে করেন ইহা 'জনে' শব্দের বিশেষণ অর্থাৎ 'দূরতর' - ব্যক্তি, = আত্মীয় - স্বজন।

মধ্যভাবে — নিরপেক্ষভাবে, impartially.

ক্রোধ — আস্মুলোপ, শব্দটির ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত।

অনাবৃত্তি — কেহ বলেন = 'অনভ্যাস', কেহ বলেন '(কর্মে) অপ্রবৃত্তি'।

নীতি এই··· — এই লা. গুলি উভয় স্থানের লিপিতেই ভাঙিয়া গিয়াছে। 'উঠিতে', ধ. উৎ√গম্, জ. উৎ√স্থা; 'সঞ্চলিত'; 'লাগিয়া থাকা', √বৃৎ; 'গমন করা' √ই প্রভৃতি শব্দের অর্থও অস্পষ্ট।

চিন্তা কর — ধ. "দেখ"। জ. নিঝপেতবিয়ে, নি√ধ্যৈ, ণিচ্, '(অপরকে) বুঝান, বিবেচনা করান উচিত': এই শব্দের প্রয়োগবশত কেহ জ. আনংনে = 'আনৃণ্য' না বুঝিয়া 'অন্যমন্যম্' অর্থাৎ 'পরস্পরকে' বুঝিয়াছেন।

মহাপায় — মহা + অপায় (ক্ষতি, বিনাশ)। জ. 'ইহা সম্যক সম্পাদন করিলে মহাফল হয়, অসম্যক্-সম্পাদন মহাপায় হয়'।

অযথা সম্পাদন — বি + প্রতি√পদ্।

স্বর্গের আরাধন···রাজারাধন — জ. 'স্বর্গারাধন···'। 'আরাধন' — আলধি < আরাদ্ধি, আ√রাধ্।

ফল দ্বিগুণ — দুয়াহলে < দ্ব্যাহর (দ্বি + আহর)? কেহ মনে করেন < দুরাহর (দুঃ + আহর), কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রা. 'দুলাহলে' হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। ব্যুৎপত্তি অনিশ্চিত।

(ইহার) অতিরিক্ত······এই বাক্যের অর্থও অনিশ্চিত। মনোঅতিলেকে = কেহ মনে করেন 'মনঃ + অতিরেক', কেহ বলেন 'মনো' = পুনঃ।

তিষ্যনক্ষত্রে — জ. "প্রতি তিষ্যে"। ২১ পৃ দে. সম্ভবত এই লিপিপাঠ শুনিবার জন্য সভা আহ্বান করা হইত।

ক্ষণে ক্ষণে — মধ্যে মধ্যে, কেহ বলেন '(শুভ)ক্ষণে'।

পারিবে — চঘথ < √শক্।

নগরব্যবহারকগণ — জ. "মহামাত্র নগরক······"।

শাশ্বত সময় — চিরকাল, সর্বদা।

বন্ধন — "পরিবোধ", ৬৬ পৃ দে. জ. এস্থলে ···নে আছে, সম্ভবত 'বংধনে' ছিল।

[অনুসংযানে] —৬১ পৃ দে.

নিষ্ক্রমণ করাইব — পাঠাইব।

মৃদুপ্রকৃতি — সখিনালংভে শ্লক্ষারম্ভ, শ্লক্ষ (মৃদু, স্নিগ্ধ, পা. সণ্‌হ) হইয়াছে আরম্ভ (ক্রিয়া) যাহার। ধ. বিশেষণত্রয়ের স্থানে জ. "অচণ্ড ও অপরুষ"।

মনে রাখিয়া — "জানিয়া"।

করিবেন — "করেন"।

উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলা —২৫ পৃ দে.

কুমার —২৫ পৃ দে.

লোকই — "বর্গ"।

তিন বর্ষ······প্রতি তিন বৎসরে। অশোক নিজে প্রতি পাঁচ বৎসরে যে মহামাত্রগণকে পাঠাইবেন বলিয়াছেন, তাঁহারা কুমারগণ-শাসিত প্রদেশের জন্যও কিনা বুঝা যায় না, অথবা দূরস্থিত প্রদেশগুলিতে কুমারগণ কর্তৃক প্রতি তিন বৎসরে এবং অশোক কর্তৃক স্বয়ং-শাসিত অঞ্চলগুলিতে প্রতি পাঁচ বৎসরে মহামাত্রগণকে ভ্রমণে প্রেরণ করা হইবে, এরূপও হইতে পারে।

যখন······সেই মহামাত্রগণ — জ.······বচনিক ; ২ পৃথ° প্রারম্ভে জ. হইতে বুঝা যায় যে এস্থলে 'মহামাত্র রাজবচনিকগণ' কথা ছিল। ৩২ পৃ দে.

দূরস্থ প্রদেশের রাজকর্মচারীগণের অত্যাচার মৌর্য সুশাসনেও অজ্ঞাত ছিল না। দিব্যাবদান-কাহিনীতে বর্ণিত আছে বিন্দুসারের রাজত্বকালে সুসীম নামক অশোকের এক ভ্রাতা যখন তক্ষশিলায় উপরাজা ছিলেন, তখন সেখানে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইলে বিন্দুসার অশোককে বিদ্রোহ-দমনে পাঠাইয়াছিলেন এবং অশোক সসৈন্যে উপস্থিত হইলে তাঁহার নগরপ্রবেশের পূর্বেই প্রজাগণ সদলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলে 'আমরা কুমারের বিরোধী নহি, রাজা বিন্দুসারেরও বিরোধী নহি, কিন্তু দুষ্ট অমাত্যগণ আমাদিগকে অপমান করে।'

২ পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন

জউগড়

দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন :

সমাপাতে মহামাত্র রাজবচনিকগণকে (এইরূপ) বলিতে হইবে :

যাহা কিছু আমি (ভাল) মনে করি, তাহা আমি কি কর্মদ্বারা সম্পাদন করিতে পারি, (কি) দ্বারে সাধন করিতে পারি, এইরূপ ইচ্ছা করি।

এই বিষয়ে এই দ্বারই আমার মুখ্য মনে হয় — তোমাদিগকে অনুশাস্তি (দান)।

সর্ব মনুষ্যগণ আমার সন্তান।

যেমন (নিজের) সন্তান সম্বন্ধে [আমি] ইচ্ছা করি যে (তাহারা) আমার দ্বারা ঐহলৌকিক - পারলৌকিক সর্ব হিতসুখে যুক্ত হউক, সর্ব মনুষ্য সম্বন্ধেও আমার সেইরূপই ইচ্ছা।

(হয়ত) অবিজিত অন্তগণের (এইরূপ মনে) হইতে পারে 'আমাদের সম্বন্ধে রাজার অভিপ্রায় (না জানি) কি !'

আমার এই ইচ্ছাই যেন অন্তগণ প্রাপ্ত হয় যে —

"রাজা এইরূপ ইচ্ছা করেন — '(তাহারা) যেন আমার সম্বন্ধে অনুদ্বিগ্ন হয়, আমাকে বিশ্বাস করে, এবং আমার নিকট হইতে শুধু সুখই লাভ করে, দুঃখ নহে' :

"এবং, (তাহারা) ইহাও যেন প্রাপ্ত হয় (যে) '[আমাদের মধ্যে] যাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারা যায়, রাজা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন' ;

"এবং 'আমার নিমিত্তে (তাহারা) যেন ধর্ম (আ)চরণ করে এবং ইহলোক ও পরলোক আরাধন করে'।"

এই উদ্দেশ্যে আমি তোমাদিগকে অনুশাসন করিতেছি যে আমার ধৃতি ও প্রতিজ্ঞা অচলা থাকা পর্যন্ত তোমাদিগকে অনুশাসন করিয়া ও আমার অভিপ্রায় জানাইয়া আমি তোমাদের নিকট অনৃণ (হইলাম)।

(তোমাদের) এইরূপ করিয়া কর্ম-(আ)চরণ করিতে হইবে ও তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে যে (তাহারা) যেন ইহা প্রাপ্ত হয় যে,
'যেমন পিতা, সেইরূপ রাজা আমাদের প্রতি',
'যেমন (তিনি নিজের) আত্মীয়গণের প্রতি সহানুভূতি করেন, সেইরূপ তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতি করেন',
'যেমন (তাঁহার) সন্তানগণ, তেমনি আমরা রাজার নিকট।'
আমার ধৃতি ও প্রতিজ্ঞা অচলা থাকা পর্যন্ত তোমাদিগকে অনু-শাসন করিয়া ও আমার অভিপ্রায় জানাইয়া আমি এই বিষয়ে (আমার কর্তব্য) সর্বাংশে পালন করিব।

তোমরা তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদনে এবং ঐহলৌকিক - পারলৌকিক হিতসুখ (সাধনে) সমর্থ।
এইরূপ করিলে [তোমরা] স্বর্গও আরাধন করিবে, আমার নিকটও আনৃণ্য লাভ করিবে।
এই উদ্দেশ্যে এই লিপি এখানে লিখিত হইল যাহাতে মহামাত্রগণ শাশ্বত কাল [সেই] অন্তগণের বিশ্বাস উৎপাদন ও ধর্মচরণে যুক্ত হন।
এই লিপি প্রতি চতুর্মাসে তিষ্যে শ্রবণ করিতে হইবে। [ইচ্ছা হইলে ক্ষণে ক্ষণে তিষ্য ব্যতীত] অন্য সময়েও (ইহা) শ্রবণ করা যাইবে। ক্ষণ হইলে একাকীও শ্রবণ করা যাইবে।
এইরূপ করিলে (তোমরা ইহা) সম্যক সম্পাদন করিতে পারিবে।

দেবগণের প্রিয় ··· ধ. 'দেবগণের প্রিয়ের বচনে তোসলীতে কুমার ও মহামাত্র-গণকে (এইরূপ) বলিতে হইবে'।

যাহা কিছু·· আমার সেইরূপই ইচ্ছা — এই বাক্যগুলি ১ পৃথ° অনুরূপ।

অবিজিত অন্তগণ — যে প্রত্যন্ত - দেশগুলি জয় করা হয় নাই।

রাজার — এই লিপিটিতে জ. যেখানে যেখানে 'রাজা' আছে, ধ. সেখানে সেখানে 'দেবগণের প্রিয়' আছে, —১৯ পৃ দে.

অভিপ্রায় — "ছন্দ", ৭২ পৃ দে.

(না জানি) কি — (কিং) সু < (কিং) স্বিৎ।

প্রাপ্ত হয় — তাহাদের নিকট পৌঁছে, তাহাদিগকে জানাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তু. 'তাহা তোমরা প্রাপ্ত হও না', ১ পৃথ°।

বিশ্বাস করে — "আশ্বাস করে"।

ধৃতি — আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা।

প্রতিজ্ঞা — দৃঢ়মতি, স্থিরজ্ঞান।

সহানুভূতি — "অনু√কম্প্"।

সর্বাংশে পালন করিব — "সকল - দেশাবৃত্তিক হইব"। সকল - দেশ, কর্মধারয় বা দ্বন্দ্ব সমাস, 'সমুদায় অংশ' অথবা 'সমগ্র ও অংশ'। আবৃত্তিক, তু. 'ধর্মবৃত্ত' (৭৮ পৃ) ও 'অনাবৃত্তি' (৯৭ পৃ)।

সমর্থ — জ. অলং ; ধ. "প্রতিবল"।

কাল — সমং, ১ পৃথ° এস্থলে 'সময়' আছে ; 'সময়' স্থানে 'সম' খোদাইকারের ভুলে হইতে পারে, অথবা সম = বৎসর।

তিষ্যে — ধ. 'তিষ্য নক্ষত্রে'। তু. ১ পৃথ° এবং ২১ পৃ দে.

ক্ষণে — ৯৭ পৃ দে.

ছোট শিলানুশাসন

এই লিপিটির প্রাপ্তিস্থান :

<u>উত্তর ভারতে</u>

সাসারাম বা সহসরাম (< সহস্রাম্র) — বিহার প্রদেশের শাহাবাদ জেলার একটি মহকুমার সদর।

রূপনাথ — মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর - কাটনি রেল লাইনের স্লীমানাবাদ স্টেশনের ১৪ মাইল পশ্চিমে।

বৈরাট — রাজস্থানের জয়পুর রাজ্যে একটি তহ্‌শীলের সদর।

<u>দক্ষিণ ভারতে</u>

মাস্‌কী — নিজাম - হায়দ্রাবাদ রাজ্যে রায়চুর জেলায় লিংসাগর (লিঙ্গ°) তালুকায়।

পালকীগুণ্ডু }
গবীমঠ } নিজাম - হায়দ্রাবাদ রাজ্যের কোপ্‌বাল অঞ্চলে পরস্পরের ২-৪ মাইলের মধ্যে।

য়েব্‌রাগুড়ি —৫৫ পৃ দে.

ব্রহ্মগিরি }
শিদ্দাপুর (< সিদ্ধ° ?) }
জটিংগ - রামেশ্বর } মহীশূর রাজ্যের চিতলদুর্গ জেলায় পরস্পরের ৩ - ৪ মাইলের মধ্যে।

কেহ মনে করেন এই লিপিটিই অশোকের সর্বপ্রথমোৎকীর্ণ লিপি, কিন্তু য়ে. ইহা যেভাবে উৎকীর্ণ, তাহা হইতে কেহ বলেন অন্তত য়ে. ইহা ১৪শি°র পরে উৎকীর্ণ হয়।

মৌখিক ঘোষণা ('শ্রাবণ'), না লিপি প্রকাশ — অশোক কি প্রথমে আরম্ভ করেন বলা যায় না। লিপিপ্রকাশ দ্বারা অপেক্ষা মৌখিক ঘোষণা দ্বারাই অবশ্য সেযুগে রাজাজ্ঞা প্রচারের অধিক প্রচলন ছিল — এ সম্পর্কে ৭ স্ত°তে অশোক দুইবার ধর্মানুশাস্তির (লিখিত আকারে ?) পূর্বে ধর্মঘোষণার

(অবশ্যই মৌখিক) উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পর আবার ধর্মস্তম্ভস্থাপন —ধর্মমহামাত্রনিয়োগ—ধর্মশ্রাবণ, এই ক্রম অনুসরণ করিয়াছেন। স্তম্ভস্থাপন অশোকের জীবনের পরার্ধে আরম্ভ হইয়াছিল মনে হয় এবং মহামাত্রগণের নিয়োগবর্ষ তিনি স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন (৫ শি°)—ইহা হইতে মনে হয় 'স্তম্ভস্থাপন, মহামাত্রনিয়োগ, ধর্মশ্রাবণ' এই তিনটির কাল তিনি পূর্ব হইতে পরে নয়, পরে হইতে পূর্বে, এই ক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এরূপও হইতে পারে যে এই 'শ্রাবণ'টি 'লিপি'গুলির পূর্বেই মৌখিক প্রকাশিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে অশোকের ইহাও উৎকীর্ণ করাইবার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি শি°গুলির পর ইহাও উৎকীর্ণ করান।

লিপিটির শেষার্ধ বহু স্থানের লিপিতে নাই — এই অংশ উৎকীর্ণ করান অশোকের উদ্দিষ্ট ছিল না, উহা লিপিটির বহুল প্রচার সম্বন্ধে কর্মচারীবর্গের প্রতি অশোকের, কুমার-উপরাজার ও মহামাত্রগণের নির্দেশরূপে প্রেরিত হইয়াছিল। কয়েক স্থানে ইহা ঠিক না বুঝিতে পারায় কর্মচারীগণ ইহাও উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

ছোট শিলানুশাসন

রূপনাথ

দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন :

অর্ধ-ত্রি বর্ষের অধিক (আমি) উপাসক আছি ;

কিন্তু [এক বৎসর] অধিক প্রক্রম করি নাই ;

কিন্তু এক বৎসরের অধিক হইল আমি সংঘে উপগমন করিয়াছি এবং অধিক প্রক্রম করিয়াছি।

এই সময়ে জম্বুদ্বীপে যে দেবগণ অমিশ্র ছিলেন, তাঁহারা এখন মিশ্র কৃত হইয়াছেন।

প্রক্রমেই এই ফল (হয়)।

ইহা [কেবল] মহৎ ব্যক্তি কর্তৃক[ই] প্রাপ্ত হওয়া যায় না ;
[ইচ্ছা করিলে] প্রক্রমমাণ ক্ষুদ্রব্যক্তি কর্তৃকও বিপুল স্বর্গও আরাধন করিতে পারা যায়।
এবং এই উদ্দেশ্যে [এই] ঘোষণা করা হইল যে, ক্ষুদ্রব্যক্তিগণ ও উচ্চব্যক্তিগণ [ইহাতে] প্রক্রম করুক, অন্তগণও [আমার নিকট হইতে] (ইহা) জানুক এবং এই প্রক্রম চিরস্থিতিক হউক।
এই বিষয় অধিক বর্ধিত হইবে, বিপুল[ই] বর্ধিত হইবে, অন্ততঃ দ্বি-অর্ধ[ও] বর্ধিত হইবে।*
সম্ভব হইলে এই বিষয় পর্বতসমূহে লেখাও।
সেখানে যদি শিলাস্তম্ভ থাকে, (তবে ইহা) শিলাস্তম্ভে লেখাইতে হইবে।
যতদূর তোমাদের (কর্তৃত্ব) ক্ষেত্র, সর্বত্র (ইহা) এই বাক্যে প্রেরণ করিতে হইবে।
২৫৬ প্রেরণ করিয়া (ইহা) ঘোষণা করা হইল।**

ব্রহ্মগিরি

দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন :
মাতাপিতার প্রতি শুশ্রূষা করিতে হইবে ;
সেইরূপ গুরুজনের প্রতি [শুশ্রূষা করিতে হইবে] ;
প্রাণগণকে দয়া করিতে হইবে ;
সত্য বলিতে হইবে ;
— এই ধর্মগুণগুলি ব্যাখ্যা করিতে হইবে।
সেইরূপ অন্তেবাসী কর্তৃক আচার্যকে বিনয় দেখাইতে হইবে ;
জ্ঞাতিগণের নিকট ইহা যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে—
‘ইহা প্রাচীন রীতি এবং ইহা দীর্ঘায়ু — এইরূপে ইহা (পালন) করিতে হইবে’।
লিপিকর চপড কর্তৃক লিখিত।

ব্র, শি, জ-রা. লিপির প্রারম্ভে আছে "সুবর্ণগিরি হইতে আর্যপুত্র ও মহামাত্র-গণের বচনে ইসিলে মহামাত্রগণকে আরোগ্য বলিতে হইবে" এবং তাহার পর শুধু ব্র. "এবং এইরূপ বলিতে হইবে"। সুবর্ণগিরি ও ইসিল —২৫, ২৭ পৃ দে. আর্যপুত্র —২৪ পৃ দে. 'আরোগ্য বলিতে হইবে' — আরোগ্য - বচন (কুশল - বাক্য) বলিতে হইবে।

দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন — গ, বৈ. 'এইরূপ' নাই। ব্র. 'দেবগণের প্রিয় আজ্ঞা করিতেছেন'। মা. 'দেবগণের প্রিয় অশোকের ··· '।

অর্ধ - ত্রি — ২৷৷, আড়াই।

বর্ষ — সা. "সংবৎসর"।

অধিক — "সাতিরেক"। ব্র, শি. "অধিক"। য়ে. "সাধিক"।

উপাসক — গৃহী ভক্ত; অশোক ইহাতে বৌদ্ধসংঘের গৃহী ভক্ত, বা সাধারণ ভাবে ধর্মার্থী গৃহী, কি বুঝিয়াছিলেন বলা যায় না। রূ. 'পাকাসকে' লেখা হইয়াছিল; ইহা হয়ত খোদাইকারের ভুল, অথবা কেহ মনে করেন = প্রকাশ - বা প্রকাশ্য - শাক্য, প্রকাশ্যতঃ বুদ্ধশিষ্য। মা. 'বুধশকে', কেহ পাঠ করেন '॰সকে'; ইহা হয়ত বুধপাসকে (<বুদ্ধোপাসক) স্থলে খোদাই-কারের ভুল; কেহ মনে করেন < বুদ্ধশাক্য (?) = শাক্য বুদ্ধের ভক্ত; ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না, কারণ 'শাক্য' = 'বুদ্ধশিষ্য' বটে, কিন্তু 'বুদ্ধের বা বৌদ্ধ শাক্য' কথার অর্থ হয় না; ইহা কি "বুদ্ধ - (বা বুদ্ধস্য) উপাসক" স্থলে খোদাই-কারের ভুল ?

আছি — এবং কিছু পরে 'করিয়াছি' প্রভৃতি অতীত কাল অর্থেও বর্তমান কালের প্রয়োগ হইতে পারে।

[এক বৎসর] — ইহা পূর্বোক্ত আড়াই বৎসরের অন্তর্গত না অতিরিক্ত, ঠিক বলা যায় না, সম্ভবত অন্তর্গত। বোধহয় অশোকের অর্থ এই যে, কলিংগ-যুদ্ধের পর মনোভাব পরিবর্তনের ফলে তিনি প্রথমে সাধারণভাবে ধর্মজিজ্ঞাসু হন; এই সময়ে তিনি বোধহয় শুধু বৌদ্ধ নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষাও শ্রবণ করিয়া থাকিতে পারেন এবং অবশেষে বৌদ্ধ হন। বৌদ্ধ কাহিনীতে বর্ণিত আছে এই সময়ে তিনি ভিক্ষু উপগুপ্ত বা মৌদ্গলিপুত্র তিষ্যের সৌম্যমূর্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বুদ্ধের শিক্ষায় আগ্রহান্বিত হন। অশোক তাঁহার রাজত্বের ৮ম

বর্ষে কলিংগ যুদ্ধের এবং ১০ম বর্ষে বুদ্ধগয়া - দর্শনের কথা বলিয়াছেন — এখানে বোধ হয় তিনি সেই দুই বৎসরের কথাই বলিতেছেন।

প্রক্রম — সা. "পরাক্রম"। পরেও অন্যত্র "প্রক্রম" স্থলে সা, বৈ, য়ে. "পরাক্রম" আছে।

সংঘে উপগমন — বৌদ্ধশাস্ত্রে 'সংঘে উপগমন' = প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক সংঘ - প্রবেশ। অশোক এখানে এই অর্থ কিম্বা সাধারণ অর্থে বৌদ্ধ - সংঘের নিকট গমন ও শিক্ষাগ্রহণ, কি বুঝিয়াছেন বলা যায় না। 'সংঘ' বলিতে তিনি সর্বত্রই অবশ্য বৌদ্ধ সংঘ বুঝিয়াছেন। বৌদ্ধসংঘে লোকের প্রব্রজ্যা - গ্রহণ ও পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন দূষণীয় বিবেচিত হয় না। অশোক একাধিকবার এইরূপ করিয়াছিলেন মনে হয় — চীনা ভিক্ষু ই ৎসিং (খ্রী. ৭ শতক) অশোকের ভিক্ষুবেশী প্রতিমূর্তি দেখিয়াছিলেন বলিয়াছেন এবং তিব্বতী (খ্রী. ৯-১২ শতক) চিত্রেও ইহা দেখা যায়। উপগমন — রূ, গ, ব্র, শি, য়ে. উপ√ই ; বৈ. উপ√যা ; মা. উপ√গম্।

অধিক প্রক্রম — রাজত্বের ১২শ বর্ষে প্রকাশিত ২ শি°তে অশোক তাঁহার যেসব লোকহিতকর কর্মের কথা বলিয়াছেন, সেগুলি সম্পন্ন করিতে যদি অন্তত এক বৎসরও লাগিয়া থাকে, তবে সেগুলি ১১শ বর্ষের ঘটনা অর্থাৎ কলিংগযুদ্ধের পর পূর্বোক্ত প্রথম ১ বৎসর + শেষোক্ত বৎসরাধিক কালের মধ্যে। 'অধিক প্রক্রম' স্থলে মা. 'উঁঠ…উপগতে', বোধহয় উঠান (= উত্থান, ৬শি° দে.) ছিল।

এই সময়ে জম্বুদ্বীপে … গ. '… যে দেবগণ মনুষ্যগণের সহিত অমিশ্র…'। সা. '… যে অমিশ্র-দেব মনুষ্যগণ ছিল, তাহারা মিশ্র-দেব কৃত হইয়াছে'। বৈ. ভাঙা, মনে হয় জম্বুদ্বীপে (যাহারা) দেবগণের সহিত অমিশ্র ছিল, তাহারা মিশ্র কৃত হইয়াছে' অথবা '… (যাহারা) অমিশ্র ছিল, তাহারা দেবগণের সহিত মিশ্র …'। ব্র, শি. 'এই সময়ে যে মনুষ্যগণ অমিশ্র ছিল, (তাহারা) জম্বুদ্বীপে দেবগণের সহিত মিশ্র হইল'। য়ে. 'এই সময়ে (যে) মনুষ্যগণ দেবগণের সহিত অমিশ্র ছিল, তাহারা এখন মিশ্রীভূত হইয়াছে'। মা. 'পূর্বে জম্বুদ্বীপে যে অমিশ্র দেবগণ ছিলেন, তাঁহারা এখন মিশ্রীভূত হইয়াছেন'। সময়ে — রূ, ব্র, শি, য়ে. "কালে";

গ. "বেলায়" ; সা. "অন্তরে"। অশোক বাস্তবিক কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নানা স্থানের বিভিন্ন বাক্যে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সাধারণত মনে করা হয় অশোকের অর্থ এই ছিল যে তাঁহার শিক্ষায় মনুষ্যগণ দেবগণের সহিত একত্রিত (অর্থাৎ ধর্মপরায়ণ বা দেবভাবাপন্ন) হইয়াছে — কিন্তু ইহাতে সন্দেহ আছে। দেবভাবাপন্ন হইলে মানুষের দেবতাগণ-সহ মিলন (মৃত্যুর পর) স্বর্গে হয়, ইহলোকে বা জম্বুদ্বীপে নয়। বোধহয় অশোকের বক্তব্য এই ছিল যে, তাঁহার শিক্ষা ও প্রচেষ্টায় বিভিন্ন-দেবোপাসক লোক পরস্পরমিলিত ও অন্যের উপাস্য দেবগণেরও প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছে এবং তাহাতে বিভিন্নসম্প্রদায়-পূজিত দেবগণও যেন পরস্পর মিলিত হইয়াছেন। মানুষের দেবভাবত্ব-প্রাপ্তি নয়; সর্বসম্প্রদায়ের মৈত্রীই বোধহয় ছিল অশোকের উদ্দিষ্ট অর্থ।

প্রক্রমেই এই ফল (হয়) — অন্য সর্বত্র "প্রক্রমের[ই] এই ফল" অথবা "ইহা প্রক্রমের[ই] ফল"।

মহৎব্যক্তি কর্তৃক — রূ, সা. মহততা, কেহ বলেন < মহাত্মত্বাৎ ; গ. মহতেন ; বৈ. মহতন = মহতা, অথবা মহাত্মনা ? ব্র. মহাৎপেন < মহত্ত্বেন, বা মহাত্মনা ? য়ে. মহৎপন < মহত্ত্বেন বা < মহাত্মনা ?

প্রাপ্ত হওয়া যায় না — অন্যত্র "প্রাপ্ত হওয়া শক্য নহে"।

[ইচ্ছা করিলে] — কামং, ইহা পূর্ববাক্যেও সংযুক্ত হইতে পারে 'মহৎব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছা করিলেই ...'। এই বাক্যটি মা. 'ধর্মযুক্ত ক্ষুদ্রব্যক্তি কর্তৃকও অধিগম করা শক্য ; এইরূপ দেখিবে (= মনে করিবে) না যে কেবল উচ্চব্যক্তিই ইহা অধিগম করে'।

আরাধন করিতে পারা যায় — রূ. আরোধেবে, ইহা ভুল, অন্য সর্বত্র আরাধেতবে, আলা°, •ধয়িতবে।

ঘোষণা — "শ্রাবণ"।

করা হইল — ব্র, শি. য়ে. "শ্রাবিত হইল"।

উচ্চব্যক্তিগণ — রূ. সা, বৈ, গ. "উদারগণ" ; ব্র, শি. "মহাত্মগণ" ; য়ে. "মহাধনগণ" ; মা. "ক্ষুদ্রব্যক্তিগণকে ও উদারকগণকে বলিতে হইবে 'তোমরা এরূপ করিলে ভাল (ভদকে = ভদ্রকং) হইবে...'

অন্তগণ — প্রত্যন্তবাসীগণ।

অন্তগণও [আমার নিকট হইতে] — ব্র. অন্তা চ মই; কিন্তু য়ে. অন্তা চ মে = 'আমার অন্তগণ' এইরূপ অর্থও সম্ভব।

অধিক বর্ধিত হইবে — রূ. বঢি বঢিসিতি, সম্ভবত প্রথম 'বঢি' দ্বিতীয় শব্দের প্রভাবে খোদাইকারের ভুল, ইহা অন্যত্র কোথাও নাই।

দ্বিগুণ[ই] বর্ধিত হইবে — সা, মা. "দ্বি-অর্ধ বিপুলই…"।

অন্ততঃ — "অবরাধ্য"।

দ্বি-অর্ধ — দেড়(গুণ), তু. ৮৬ পৃ। দেড়গুণের অর্থ বুঝা যায় না; বর্ষাধিক (= দেড় বৎসর?) কাল অশোক 'পরাক্রম' করিতেছিলেন বলিয়া কি?

* বৈ, মা, গ, পা. এই স্থানে শেষ হইয়াছে। পরে অন্যান্য লিপিতে যাহা আছে, তাহা বোধহয় উৎকীর্ণ হওয়া উদ্দিষ্ট ছিল না — তাহা ঘোষণা বা লিপির প্রচার সম্বন্ধে কর্মচারীগণের প্রতি আদেশ।

সম্ভব হইলে — বালতে, < বারতঃ?

সেখানে — "এখানে"। পর্বত ও শিলাস্তম্ভের উল্লেখ হইতে মনে হয় এই লিপিটি যখন লেখান হয় (অবশ্য ইহার অনেক বৎসর পূর্বেই মৌখিক ঘোষণা হইয়া থাকিতে পারে), তখন শি° ও স্ত°গুলি (সবগুলি না হইলেও কতকগুলি) লেখা হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহাও বিবেচ্য যে অশোক পর্বত ও শিলাস্তম্ভের কথা বলিয়াছেন, তদুপরি লিপির কথা নয়। এরূপ হওয়া সম্ভব যে স্তম্ভগুলি স্থাপনের কিছু পরে তদুপরি লিপি লেখান হয়।

(কর্তৃত্ব)ক্ষেত্র — "আহার"।

এই বাক্যে — "এই ব্যঞ্জনে", ৬১ পৃ দে.

প্রেরণ করিতে হইবে … ঘোষণা করা হইল — এই বাক্যগুলির অর্থ স্পষ্ট নয়। রূ. বিবাসেতবায় ·· তি ব্যূঠেনা সাবনে কটে ২৫৬ সত বিবাসা তি। সা. বিবুথেন দুবে সপংনা লাতি সতা বিবুথা — কিন্তু এই পাঠ কেহ ভুল মনে করেন, নীচে দে। শি. ব্যূথেন ২৫৬। য়ে. ব্যুথেন ২৫৬। বিবাসেতবায়, বিবাসা, ব্যূঠ, বিবুথ, °থা, ব্যূথ, ব্যুথ শব্দগুলি সবই বি√বস্ (কোথাও ণিজন্ত) নিষ্পন্ন মনে হয়। ইহার অর্থ সম্ভবত

'(কাহাকেও বা কিছু) অন্যত্র (=বি) পাঠান (√বস্‌, ণিজন্ত)' এবং ব্যূঠ প্রভৃতি = 'যাহা বা যাহাকে অন্যত্র পাঠান হইতেছে'। কৌটিল্য - অর্থশাস্ত্রে 'ব্যুষ্ট' = মাস, পক্ষ বা দিবসে রাজবর্ষ (গণনা); এই অর্থ এখানে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য না হইলেও বোধহয় বিবুথ, বিবাসত প্রভৃতি = যাহা অতীত হইয়াছে বা পাঠান হইয়াছে? কেহ মনে করেন ইহার অর্থ অশোক ভ্রমণে বাহির হইলে যত রাত্রি (= দিন) অতিক্রান্ত হইয়াছিল; কিন্তু অশোক অন্য সর্বত্রই কালগণনা করিয়াছেন তাঁহার অভিষেক হইতে এবং অন্য লিপিও (যেমন ১৪ শি°, লু°, নি°) তাঁহার ভ্রমণে বাহির হওয়া কালেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোথাও ভ্রমণকাল - অনুযায়ী সময় নির্দেশ করা হয় নাই। কেহ বলেন ইহার অর্থ যত চর বা প্রতিলিপি পাঠাইয়া নানাস্থানে ঘোষণাটি বিস্তার করা আবশ্যক, তাহা।

২৫৬ — ইহা ২০০ ৫০ ৬ এইরূপে লিখিত অর্থাৎ ২০০+৫০+৬। কেহ বলেন অশোক ভ্রমণে বাহির হইয়া ২৫৬ রাত্রি (=দিন) অতিবাহিত হইলে এই লিপি প্রকাশিত হয় — 'দুবে সপংনা লাতি সতা' অর্থাৎ 'দুই শতের (দুবে সতা) (সহিত) ষট্‌পঞ্চাশৎ (সপংনা) রাত্রি (লাতি = দিন)'। কিন্তু এইভাবে কালগণনা অশোক অন্য কোথাও করেন নাই। কেহ বলেন, 'লাতি' শব্দটিতে খোদাইকারের বা পাঠের ভুল আছে — বস্তুতপক্ষে 'দুবে··· সতা'র পাঠ যাহাই হউক, উহা ২৫৬ অঙ্কটিকে কথায় প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেহ বলেন এই সংখ্যায় বুদ্ধনির্বাণ হইতে চান্দ্র বা সৌর কোনরূপ বর্ষগণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাও তো অশোক অন্য কোন লিপিতে করেন নাই। কেহ বলেন এই অঙ্ক ঘোষণা - প্রতিলিপিগুলির অথবা যত চর পাঠাইয়া তাহা বিস্তার করিতে হইবে, তাহারই সংখ্যা — কিন্তু তাহা হইলেও এই সংখ্যাটি ব্যবহারের কারণ বুঝা যায় না। লক্ষ্যের বিষয় যে ২৫৬=৮×৮×৪। ইহার সহিত চার বা আট দিকে লোক বা প্রতিলিপি পাঠাইয়া ঘোষণাটি বিস্তারের কি কোন সম্বন্ধ আছে? ৮×৮×৪ কি=৮কে একবার স্ব - সংখ্যা (৮) দ্বারা এবং পুনরায় তদর্ধ - সংখ্যা (৪) দ্বারা গুণন, অর্থাৎ "দেড়গুণ" — যেমন পূর্বে 'দেড় বৎসর' পরাক্রম ও 'দেড়গুণ বৃদ্ধির' কথা বলা হইয়াছে?

✽✽ — রূ, সা. এইস্থানে শেষ হইয়াছে। সা. ইহার পরেও কয়েকটি কথা ছিল কিন্তু ভাঙিয়া গিয়াছে, শুধু ইম···চ অঠং···পড়া যায়।

দেবগণের···বলিয়াছেন — য়ে. 'দেবগণের প্রিয় কর্তৃক এইরূপ (আজ্ঞা করা হইয়াছে) : যেমন দেবগণের প্রিয় কর্তৃক সর্বত্র কথিত হইয়াছে, সেইরূপ করিতে হইবে ; রজ্জুককে (৩২ পৃ দে.) আজ্ঞা করিতে হইবে ; (রজ্জুক) ভেরীদ্বারা জনপদবাসীগণকে আজ্ঞা করিবেন এবং রাষ্ট্রিকগণকেও (৩২ পৃ দে.)।'

দয়া করিতে হইবে — ব্র. দ্রহ্যিতব্যং, √দৃহ্ বা √দৃংহ্। দৃঢ়ভাব, অনুরক্তি দেখাইতে হইবে। য়ে. দয়িতবিয়ে।

এই — ব্র. সে ইমে ; য়ে. সুসুম — ইহা খোদাইকারের ভুল।

ব্যাখ্যা করিতে হইবে — "প্রবক্তব্য"। প্রবচন করিতে হইবে।

বিনয় দেখাইতে হইবে — "অপচিতি করিতে হইবে", ৭৬ পৃ দে.

যথাযোগ্য — "যথার্হ"।

প্রাচীন রীতি — পোরাণা পকিতী = পুরাণা প্রকৃতি, অর্থাৎ সনাতন ধর্ম, শাশ্বত স্বভাব বা প্রথা।

দীর্ঘায়ু — যাহা ভবিষ্যতেও থাকিবে, তু. ৭৮ পৃ।

লিপিকর চপড — 'লিপিকর' শব্দটি খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, লোকটি বোধহয় উত্তরপশ্চিম ভারত হইতে আসিয়াছিল, ১২-১৩ পৃ দে. দক্ষিণ-ভারতের কৃষ্ণানদীমুখে অবস্থিত ভট্টিপ্রোলুতে প্রাপ্ত বহু ছোট ছোট লিপিতেও এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সেইরূপ অন্তেবাসী কর্তৃক···চপড কর্তৃক লিখিত — এই বাক্যাবলীর পরিবর্তে য়ে. যাহা আছে তাহা একে 'বৌস্ত্রোফেদন' রীতিতে (১৭ পৃ দে.) লিখিত, তাহাতে আবার বহু ভাঙা, ভুল ও পুনরুক্তি - পূর্ণ — 'দেবগণের প্রিয়ের বচনে তোমরা এইরূপ আজ্ঞা করিবে : এইরূপে হস্তী - আরোহী-গণকে, কারণকগণকে, যুগ্যচারীগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে নিয়োগ করিবে ; অন্তেবাসীগণকে ইহা যেরূপ প্রাচীন রীতি (সেইরূপ) শুশ্রূষা করাইতে হইবে, আচার্যের সম্মানের জন্য······যে আচার্যের জ্ঞাতিগণ আছে, (সেই) জ্ঞাতিগণের নিকট যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে, অন্তেবাসীগণের

নিকটও ইহা যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে — যেরূপ প্রাচীন রীতি, যেরূপে ইহা অরোগ হয়। এইরূপ তোমরা আজ্ঞা কর ও অন্তেবাসীগণকে নিয়োগ কর। দেবগণের প্রিয় এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন।'

উপরোক্ত বাক্যাবলীর উদ্দেশ্য যে ঘোষণাটির বহুল প্রচার, তাহা সহজেই বুঝা যায়। হস্তী - আরোহী, যুগ্য (=রথ)চারী বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা নানা-স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; আচার্য - ছাত্রগণ বহু বিষয় মুখে মুখে বলিয়া বেড়ায়।

কারণক —৩১ পৃ দে.

নিয়োগ করিবে — নি√বিশ্, লাগাইবে।

অরোগ — আরোকং = দীর্ঘজীবী, দীর্ঘস্থায়ী? কেহ পাঠ করেন 'তিরেকে' = অতিরেক = বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

দুইটি (বা তিনটি) গুহালেখ

এই লিপিগুলির সবেরই প্রাপ্তিস্থান বরাবর পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায়। বরাবর পাহাড় বিহারের গয়া জেলায় অবস্থিত — পাটনা - গয়া রেল-লাইনের বেলা - স্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরে।

মহাভারতে বরাবর পাহাড়ের নাম গোরথগিরি। নিম্নের একটি (বা দুইটি) লিপিতে দেখা যায় অশোকের যুগে ইহার নাম ছিল খলতিক (অর্থাৎ 'নেড়ামাথা') পর্বত। এই পাহাড়ে প্রাপ্ত একটি মূর্তির মধ্যযুগে উৎকীর্ণ লিপিতে আছে 'প্রবরগিরি - গুহা - সংশ্রিতং বিম্বম্ এতৎ' — তাহাতে বুঝা যায় এই পাহাড়ের নাম তখন হইয়াছিল 'প্রবরগিরি', এবং প্রবর > পরবর > বরবর > বরাবর।

গুহাগুলি আজীবিক সন্ন্যাসীগণকে (৩৬ পৃ দে.) দানের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। এগুলির গাত্রের পালিশ এখনও কাচবৎ মসৃণ আছে, ৪৭-৪৮ পৃ দে.

১, ২ গু॰ অশোকের রাজত্বের ১২শ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বৌদ্ধপ্রীতি নবীন ও প্রবল, উপরন্তু বৌদ্ধগণ আজীবিক-দিগকে প্রীতিচক্ষে দেখিতেন না — তথাপি আজীবিকগণকে এই দানে অশোকের সাম্প্রদায়িক উদারতা প্রকাশ পায়।

আজীবিকগণের প্রতি অশোকের প্রসন্নতার কারণস্বরূপে বৌদ্ধ কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, বিন্দুসারের জীবিতকালেই একজন আজীবিক শ্রমণ অশোকের সিংসাহনপ্রাপ্তি ও মহাযশস্বীত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং তাহাতে অশোকজননী নাকি নিরতিশয় প্রীতিলাভ করেন। এই কাহিনীতে যদি কিছু সত্যতা থাকে, তবে ইহাতে প্রমাণ হয় যে পিতার জীবিতকালে এরূপ মনে করা হইত না যে অশোকই পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইবেন, অর্থাৎ তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না (২৩ পৃ দে.)।

আজীবিকদের ভবিষ্যদ্‌গণনাদির উল্লেখ অন্যত্রও পাওয়া যায়। হিউয়েন ৎসাংএর নালন্দায় বাসকালে সহসা এক নগ্নশ্রমণ (আজীবিক, বা দিগম্বর -

জৈন ?) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া (সম্রাট হর্ষের নিকট) তাঁহার বহু সম্মান প্রাপ্তি, নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে ভবিষ্যৎদ্বাণী করেন। ভবিষ্যদ্‌গণনাদি বৌদ্ধভিক্ষুসংঘে নিষিদ্ধ ছিল, জৈনশ্রমণদের পক্ষেও ইহা নিন্দনীয় বিবেচিত হইত। এরূপও হইতে পারে যে, আজীবিকগণের এই নিষিদ্ধবৃত্তি-পরায়ণতা ঘোষণা দ্বারা তাহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই বৌদ্ধগণ অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ক আজীবিক-গণনার কাহিনীটি সৃষ্টি করেন, অথবা অবৌদ্ধ নিগ্রর্ন্থ-আজীবিক প্রভৃতিগণের প্রতিও অশোকের উদারতা বৌদ্ধগণের বাস্তবিক মনঃপূত ছিল না—তাঁহারা জনসাধারণের পক্ষে একটা রুচিকর কাহিনী দ্বারা বোধহয় বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, অশোকের আজীবিক প্রীতির প্রকৃত কারণ আজীবিকগণের ধর্মোচ্চতা নয়।

মহাযানিক বৌদ্ধকাহিনীতে আছে যে, অশোকমাতা বিন্দুসারমহিষী চম্পানগরীর (আধুনিক ভাগলপুর অঞ্চলে) এক পরমাসুন্দরী সুভদ্রাঙ্গী নাম্নী ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। অশোকের এক সহোদর অনুজেরও নাম বলা হয় বীতশোক বা বিগতশোক। ইহা কাল্পনিকও হইতে পারে। ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ সেযুগে অবশ্যই অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তথাপি এই কাহিনী সাবধানে গ্রহণীয়, কারণ সমাজে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর অনেকে স্ব স্ব ভক্তিভাজনগণ অব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণী - মাতৃত্ব দানের প্রয়াস করিতেন — যেমন জৈনরা কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন যে, ক্ষত্রিয়াগর্ভে জন্মিলেও মহাবীর - ভ্রূণ প্রথমে ব্রাহ্মণীগর্ভে উৎপন্ন হয় এবং দেবতারা তাহা পরে ক্ষত্রিয়াগর্ভে স্থানান্তরিত করেন।

৩গু°তে ব্যবহৃত কথা হইতে মনে হয় উহা অশোক স্বয়ং উৎকীর্ণ করান নাই। সম্ভবত রাজপরিবারের অন্য কেহ (অশোকমাতা ? অথবা অশোকের দ্বিতীয়া মহিষী দানশীলা কারুবাকী ? রা° দে.) এই লিপিযুক্ত গুহা দান করিয়াছিলেন। বরাবর পাহাড় হইতে ১ মাইল দূরে নাগাজুর্নী পাহাড়ে অশোকপৌত্র দশরথ আজীবিকগণকে লিপিযুক্ত তিনটি গুহা দান করিয়াছিলেন — তিনিও ৩গু°র রচয়িতা হইতে পারেন, কারণ ৩গু° অশোকের শেষ জীবনে (রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে) উৎকীর্ণ হয়।

লক্ষ্যের বিষয় যে, অশোকের যে রাজোপাধি 'দেবগণের প্রিয়' অন্যান্য লিপিতে এত সাধারণ, তাহা এই লিপিগুলিতে ব্যবহৃত হয় নাই। জনসাধারণ বা কর্মচারীগণ সম্পর্কে নয়, ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে এই লিপিগুলি প্রয়োগ হইয়াছিল বলিয়া কি অশোকের রাজোপাধি ব্যবহৃত হয় নাই — যেমন ভা'তেও ? সভে'ও ধর্মসম্প্রদায়-সম্পৃক্ত হইলেও তাহা মহামাত্রগণের প্রতি আজ্ঞা, সেইজন্য বোধহয় তাহাতে রাজোপাধি পরিত্যক্ত হয় নাই। জৈনশাস্ত্রের বর্ণনায় দেখা যায় রাজারা সন্ন্যাসী ধর্মগুরুদের দর্শনে আসিলে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বে অলংকার আভরণাদি ছাড়িয়া আসিতেন।

১ গুহালেখ

দ্বাদশ - বর্ষাভিষিক্ত রাজা প্রিয়দর্শী কর্তৃক এই ন্যগ্রোধ - গুহা আজীবিকগণকে দত্ত হইল।

ন্যগ্রোধ-গুহা—এই গুহাটির সম্মুখে বা সন্নিকটে বটগাছ থাকায় বোধহয় এই নাম হয়, তু. রাজগৃহের পিপ্পলী (পিপ্পল = অশ্বত্থ) - গুহা ও সপ্তপর্ণী (ছাতিম) - গুহা।

২ গুহালেখ

দ্বাদশ - বর্ষাভিষিক্ত রাজা প্রিয়দর্শী কর্তৃক খলতিক-পর্বতে এই গুহা আজীবিকগণকে দত্ত হইল।

খলতিক-পর্বত—১১২ পৃ. দে.

৩ গুহালেখ

রাজা প্রিয়দর্শী একোনবিংশতি - বর্ষাভিষিক্ত হইলে ....

ভাঙা স্থলে কয়েকটি অক্ষরমাত্র পড়া যায়। কেহ বলেন ইহা 'জলঘোসাগমথাৎ মে ইয়ং কুভা সুপিয়ে খলতিকপবতসি দিনা আজীবিকেহি' = জলঘোষাগমার্থে (অর্থাৎ বর্ষাকালে জলের ঘোষ (শব্দ, স্রোত) আসায়) (তাহা হইতে রক্ষার জন্য) আমার দ্বারা এই গুহা সুপ্রিয় (= মনোরম) খলতিক পর্বতে আজীবিকগণকে দত্ত হইল।'

লুম্বিনী স্তম্ভলেখ

এই লিপি - সংযুক্ত স্তম্ভটির প্রাপ্তিস্থান হইতেছে বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী, নেপাল - তরাইএর বস্তী জেলায়। এই স্তম্ভের নিকটস্থ একটি দেবালয়ের আধুনিক নাম রুম্মিন্‌দেঈ (< লুম্বিনীদেবী ?)। দেবালয়টি অবশ্য অশোকের অনেক পরে নির্মিত।

হিউয়েন ৎসাং এই স্তম্ভটি দেখিয়াছিলেন। লিপিটি খুব স্পষ্ট আছে — ইহার প্রতিকৃতি ১৩ পৃ দে.

লিপিটি অশোকের রাজত্বের বিংশবর্ষে উৎকীর্ণ।

লুম্বিনী স্তম্ভলেখ

এখানে বুদ্ধ শাক্যমুনি জাত হইয়াছিলেন বলিয়া বিংশতি - বর্ষাভিষিক্ত দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক স্বয়ং আগমন করিয়া পূজা করা হইল।

এখানে ভগবান জাত হইয়াছিলেন বলিয়া শিলাময় বেষ্টনী (নির্মাণ) করান হইল, শিলাস্তম্ভ উৎসর্পিত হইল এবং লুম্বিনী গ্রাম উদ্বলিক ও অষ্টভাগিক করা হইল।

পূজা করা হইল — "মহীয়িত (হইল)" ; √মহ্‌, পূজা করা।

শিলাময় বেষ্টনী — সিলাবিগডভীচা ; সিলা = শিলা। বিগডভীচা, অর্থ অস্পষ্ট। কেহ মনে করেন বিগড < বিকট < বিকৃত = নির্মিত ; ভীচা < ভীত্যা (বা ভিত্তিকা) = দেওয়াল, কোনরূপ বেষ্টনী (বাংলায় ভিত্তি, ভীৎ = মেঝে দাঁড়াইয়াছে)। স্তূপাদি পবিত্রস্থান বেষ্টনীবদ্ধ করার প্রথা সম্বন্ধে ৪৭ পৃ দে. কেহ বলেন বিগডভীচা = বিগডভী চা, 'বিগড'এর অর্থ যাহাই হউক ভী < *ভৃৎ = *ধারী, এবং চা = চ (এবং) — তাঁহারা বলেন সিলা - বিগডভী শব্দটি 'শিলাস্তম্ভ' - শব্দের বিশেষণ, অর্থাৎ

'শিলা - বিগড - ধারী শিলাস্তম্ভ' এবং বিগড = কোনরূপ প্রতিমূর্তি। হিউয়েন ৎসাং বলিয়াছেন তিনি এই স্তম্ভশিরে বজ্রাঘাতভগ্ন একটি অশ্বমূর্তি দেখিয়াছিলেন। কেহ বলেন হিউয়েন ৎসাং ভুল করিয়াছিলেন — অশ্ব বুদ্ধের জন্ম প্রতীক নয়, প্রব্রজ্যাগ্রহণ - প্রতীক, অতএব স্তম্ভশিরে অশ্ব নয়, হস্তীশাবকমূর্তি ছিল, কারণ হস্তী বুদ্ধের জন্মপ্রতীক। ৪৯ পৃ দে. কিন্তু তাঁহার স্থাপিত অন্য স্তম্ভগুলি সম্পর্কে অশোক স্তম্ভশিরের পশুমূর্তি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, এখানে তাহা বলিবার কোন বিশেষ কারণ ছিল মনে হয় না।

উৎসর্পিত — উসপাপিতে, উৎ√স্থপ্, ণিচ্। কেহ বলেন "উচ্ছ্রায়িত", উৎ√শ্রি, ণিচ্।

উদ্বলিক — উৎ + বলিক। বলি = রাজস্ব, খাজনা; কেহ বলেন খাজনা ছাড়াও অন্যান্য অতিরিক্ত কর, 'উপরি' বা আবওয়াব।

অষ্টভাগিক — যে রাজকর - স্বরূপে উৎপন্ন বস্তুর অষ্টমাংশ দিবে। সে যুগে সাধারণত করস্বরূপে ষষ্ঠাংশ দেয় ছিল, কৌটিল্য - অর্থশাস্ত্রেও তাহাই আছে। কিন্তু তাহা হইলে উদ্বলিক = '(সম্পূর্ণ) করমুক্তি' হয় না, 'উপরি' প্রভৃতি হইতে পারে। কেহ বলেন "অর্ঘভাগিক" = অর্ঘদান প্রাপ্তির যোগ্য; তু. 'ভাগ' (৭৪ পৃ) ও 'প্রতিভাগ' (৮৭ পৃ)।

নিগালীসাগর স্তম্ভলেখ

এই লিপিযুক্ত স্তম্ভটির প্রাপ্তিস্থান নেপাল - তরাইএর বস্তী জেলা — লুম্বিনী-স্তম্ভ হইতে ১৪ মাইল উত্তর - পশ্চিমে।

এই স্তম্ভের আধুনিক স্থানীয় নাম 'ভীমের হুঁকা (নিগালী)' এবং সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীর নাম নিগালী-সাগর।

হিউয়েন ৎসাং এই স্তম্ভ ও সন্নিহিত স্তূপ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্তম্ভের উচ্চতা যাহা বলিয়াছেন তাহা বিদ্যমান স্তম্ভের উচ্চতা হইতে কম।

নিগালীসাগর স্তম্ভলেখ

চতুর্দ্দশ - বর্ষাভিষিক্ত দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক বুদ্ধ কনকমুনির স্তূপ দ্বিতীয় বার বর্ধিত হইয়াছিল।

এবং, বিংশতি - বর্ষাভিষিক্ত (তাঁহার দ্বারা) স্বয়ং আগমন করিয়া (এখানে) পূজা করা হইল এবং শিলাস্তম্ভ উৎসর্পিত হইল।

বুদ্ধ কনকমুনি — বৌদ্ধ কাহিনীতে শাক্য গৌতমের পূর্বে যে ২৪ জন 'প্রত্যেক - বুদ্ধ'এর (অর্থাৎ যাহারা সম্বোধি লাভ করিলেও তাহা প্রচার করেন নাই) কাহিনী আছে, ইনি তাঁহাদের মধ্যে ২৩তম।

দ্বিতীয়বার — "দ্বিতীয়ম্", কেহ বলেন = দ্বিগুণ।

বিংশতি - বর্ষ — এই শব্দদ্বয় ভাঙিয়া গিয়াছে এবং লু'র ছায়া বা আনুরূপ্যে তাহা এখানে অনুমান করা যায়।

এবং শিলাস্তম্ভ উৎস…এই শব্দগুলিও ভাঙা এবং লু' হইতে অনুমিত।

সংঘভেদ স্তম্ভানুশাসন

এই লিপিটি উত্তরভারতের নিম্নোক্ত তিন স্থানে পাওয়া গিয়াছে :

১. সারনাথ — কাশী হইতে ৬ মাইল। এইস্থানই বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার বা 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন'-ক্ষেত্র প্রাচীন ঋষিপত্তন-মৃগদাব। এখানে যুগে যুগে বহু স্তূপ চৈত্য বিহারাদি নির্মিত হয়। এখানকার স্তম্ভটি সম্বন্ধে ৪৮ পৃ দে. হিউয়েন ৎসাং এখানকার স্তম্ভের যে উচ্চতা বলিয়াছেন, তাহা বিদ্যমান স্তম্ভের উচ্চতা অপেক্ষা অনেক অধিক — হয়ত তিনি অধুনালুপ্ত কোন একটি দ্বিতীয় স্তম্ভ সম্বন্ধেই ইহা বলিয়াছেন, সেই লুপ্ত স্তম্ভে সম্ভবত এখানে বুদ্ধের ধর্মচক্র-প্রবর্তন সম্বন্ধীয় অশোকলিপিও উৎকীর্ণ ছিল। অথবা হিউয়েন ৎসাং স্তম্ভের উচ্চতা অনুমানে ভুল করিয়াছিলেন।

এখানকার লিপিটি বস্তুতপক্ষে পাটলিপুত্রের মহামাত্রগণের উদ্দেশে রচিত সভে'র প্রতিলিপি।

বিদ্যমান স্তম্ভের পাদদেশে পরবর্তী যুগের দুইটি লিপিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। একটি অশ্বঘোষ নামক কোনও রাজার (সময় অজ্ঞাত); এবং অপরটি গুপ্তযুগ-প্রারম্ভের একটি বৌদ্ধলিপি।

সারনাথে এখন যে 'ধামেক' (<ধর্মচক্র) নামক স্তূপটি আছে, তাহা অশোক-পর যুগে নির্মিত।

২. এলাহাবাদ — এই স্তম্ভটি এখন এলাহাবাদ ফোর্টে রক্ষিত আছে। এখানকার লিপিটিতে কৌশাম্বীর নাম থাকায় কেহ মনে করেন এই স্তম্ভটি অশোক কর্তৃক কৌশাম্বীতে (২৫ পৃ দে.) স্থাপিত হইয়াছিল এবং পরে কেহ (হয়ত আকবর বা জাহাংগীর) ইহা এলাহাবাদে স্থানান্তরিত করেন — যেমন ফীরোজ শাহ্ দুইটি স্তম্ভ অন্যত্র হইতে দিল্লীতে আনয়ন করেন (স্তং অধ্যায় দে.)—এবং সেইজন্য এই স্তম্ভটিকে কেহ এলাহাবাদ-কৌশাম্বী স্তম্ভ বলেন। কিন্তু তাহা নাও হইতে পারে। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থান হয়ত অশোকযুগেও বহুলোকসমাগম-ক্ষেত্র ছিল, তাই অশোক এখানে স্তম্ভটি স্থাপনা করিয়াছিলেন।

পাটলিপুত্রের মহামাত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া রচিত সভে°টির প্রতিলিপি যেমন সারনাথেও উৎকীর্ণ হইয়াছিল (সারনাথ তখন বোধহয় পাটলিপুত্র-মহামাত্রগণের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল), সেইরূপ কৌশাম্বী-মহামাত্র-গণের উদ্দেশে রচিত সভে°র প্রতিলিপিই এলাহাবাদ-স্তম্ভেও উৎকীর্ণ হইয়া থাকিতে পারে। অশোকযুগে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমস্থান কৌশাম্বী-মহামাত্রগণের শাসনাধীন থাকিতে পারে। পাটলিপুত্রের স্তম্ভ যেমন, সেরূপ কৌশাম্বীর স্তম্ভও বোধহয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সভে° ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি অশোকলিপিও এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, যথা রা° এবং ১-৬ স্ত° — সেগুলির বৃত্তান্ত পরে যথাস্থানে দে.

অশোকলিপির লাইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে পরে অন্যান্য রাজাদের লিপিও এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ হয় — যেমন সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের (খ্রী. ৩৩০ — ৩৭৬) দিগ্বিজয় সম্বন্ধে কবি হরিষেণ রচিত বিখ্যাত প্রশস্তিটি (ইহাতে 'অয়ং সমুচ্ছ্রিতঃ স্তম্ভঃ'এর উল্লেখ আছে) — এবং জাহাংগীরের (খ্রী. ১৬০৫) একটি লিপি। অশোকলিপির অর্থ না বুঝিলেও সমুদ্রগুপ্ত অবশ্যই জানিতেন যে উহা অশোকোৎকীর্ণ এবং জাহাংগীরও নিশ্চয় শুনিয়াছিলেন যে ঐ স্তম্ভে রাজলিপি আছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে তিনজন অতি বিখ্যাত রাজার লিপিসংযুক্ত এই স্তম্ভটি তাই ভারত-ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে মহামূল্য।

৩. সাঁচী (< শান্তি ?) — মধ্যভারতের ভোপাল (< ভোজপাল) রাজ্যে অবস্থিত, যেখানে বিখ্যাত সাঁচী স্তূপ আছে। বর্তমান স্তূপটি, অশোকনির্মিত স্তূপ বিধ্বস্ত হইবার পর তাহাই বিভিন্ন যুগে বহুবার বাড়াইয়া পুনর্নির্মাণের ফল। বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের যে পূতাস্থি ইদানীং খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহা প্রথমে এখানে আবিষ্কৃত হইয়া ইংলণ্ডে নীত হয়।

বৌদ্ধ সংঘে মতভেদ ও দলভেদ নিবারণের জন্য অশোক পাটলিপুত্রে যে ভিক্ষুসমাগম আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে Third Buddhist Council নামে পরিচিত। কথিত আছে এই সভা অশোকের রাজত্বের ২২শ বর্ষের ঘটনা। স্থবির মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্যকে (১০৫ পৃ দে.) সভাপতি করিয়া অশোক বিবাদী ভিক্ষুদের প্রত্যেককে এই সভার সম্মুখে প্রশ্ন করেন

এবং তাহাদের উত্তর অমনোনীত হইলে তাহাদিগকে সংঘচ্যুত করেন — ইহাতে বুঝা যায় রাজ্যশাসন বিষয়ে যেমন, তেমনি যে ধর্ম্মমণ্ডলীর তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাহার বিষয়েও অশোক তিতিক্ষার পরিবর্তে কিরূপ দৃঢ় শাসন অবলম্বন করিতেন। এই ভিক্ষুসভার আলোচনা ও ক্রিয়াবলীতে অবশ্য অশোক রাজারূপে নয়, ভিক্ষুবেশী ভিক্ষুরূপেই যোগদান করিতেন, কারণ নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত সংঘনায়কদের নিকট প্রকাশ করার অধিকার গৃহী ভক্তগণের থাকিলেও ভিক্ষুসংঘের অধিবেশনে কোন অ-ভিক্ষুর স্থান নাই। কিন্তু ভিক্ষুবেশী হইলেও অশোকের মনোভাব ছিল শাসক রাজার।

এই লিপিটি সম্ভবত উক্ত সভার কার্যান্তে রাজকর্মচারীগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রকাশিত হয়, যাহাতে তাঁহারা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন যে সংঘের ভিতরে হউক বাহিরে হউক, কোথাও যেন বিবাদী ভিক্ষুগণ দুষ্টতা প্রকাশের অবকাশ না পায়।

ছোটশিংর মত এই লিপিটিরও শেষাংশ সর্বত্র উৎকীর্ণ হয় নাই। তাহাতে মনে হয় উক্ত অংশ প্রকাশের জন্য নয়, লিপিটির বহুলপ্রচারের জন্য মহামাত্রগণের প্রতি নির্দেশরূপে প্রেরিত হয় এবং তাহা ঠিক বুঝিতে না পারায় উহাও একস্থানে উৎকীর্ণ হয়।

সংঘভেদ স্তম্ভানুশাসন

সারনাথ

দেবগণের প্রিয় আজ্ঞা করিতেছেন :

পাট……

যে কেহ সংঘ ভেদ করিবে…

যে কেহ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সংঘ ভঙ্গ করিবে, তাহাকে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করাইয়া অনাবাসে বাস করাইতে হইবে * —

এইরূপে এই শাসন ভিক্ষুসংঘে ও ভিক্ষুণীসংঘে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন :

এইরূপ একটি লিপি তোমাদের নিকটে রহিবে (বলিয়া) সংসরণে রক্ষিত হইল,

এবং এইরূপই একটি লিপি উপাসকগণের নিকটে রক্ষা করাও,

এবং, সেই উপাসকগণ এই শাসন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য যেন প্রতি উপবাস-দিবসে (বিহারে) যান,

এবং, এই শাসন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য এবং (ইহা) জানিবার জন্য এক একজন মহামাত্র প্রতি উপবাস-দিবসে অবশ্য উপবাস-সভায় যাইবেন।

এবং, যতদূর তোমাদের (কর্তৃত্ব)ক্ষেত্র, সর্বত্র তোমরা এই বাক্যে (ইহা) প্রেরণ করাও,

এবং সেইরূপ সকল কোটবিষয়ে (ইহা) এই বাক্যে প্রেরণ করাও।

দেব···আজ্ঞা করিতেছেন — সা. শুধু 'দেবা···', বাকি ভাঙিয়া গিয়াছে। এ. হইতে ইহা পূরণ করা হইল।

পাট··· ভাঙা। এ. 'কৌশাম্বীতে মহামাত······', সম্ভবত 'কৌশাম্বীতে (অর্থাৎ কৌশাম্বীস্থ) মহামাত্রগণকে দেবগণের প্রিয়ের বচনে এইরূপ বলিতে হইবে' ছিল, তু. ১, ২ পৃষ্ঠ। সেইরূপ সা. 'পাটলিপুত্রে মহামাত্র-গণকে···' প্রভৃতি বোধহয় ছিল।

যে কেহ সংঘ ভেদ করিবে ········· সর্বত্রই ভাঙা। এ. '······সমগ্র কৃত সংঘে লওয়া হইবে না'। সমগ্র কৃত = যাহা পুনরায় একত্রিত করা বা মিলিত হইয়াছে। সাঁ. 'ভিক্ষুগণের ও ভিক্ষুণীগণের (মধ্যে) যে পৌত্রপ্রাপৌত্রিক চান্দ্রমঃ-সৌর্যিক (স)মগ্র কৃত (সং)ঘ ভে(দ)······'।

শ্বেত বস্ত্র — "অবদাত দূষ্য"। গৃহস্থ বা অ-শ্রমণের বেশ, কারণ বৌদ্ধ-

ভিক্ষুরা পীতবস্ত্র পরিধান করিতেন। অর্থাৎ সংঘ হইতে বহিষ্কার।

পরিধান করাইয়া — সংনংধাপয়িয়া, "সন্নদ্ধ করাইয়া", সম্√নহ্, ণিচ।

অনাবাসে — বিহার ব্যতীত (অর্থাৎ বিহারের বাহিরে) অন্য স্থানে — সংঘারাম হইতে বহিষ্কার। সংঘের সাধারণ নিয়ম ছিল কলহাদির শাস্তি-রূপে অপরাধীকে 'নিঃসারণ' বা অন্য সকলের মধ্য হইতে পৃথক করিয়া 'পরিবাস' বা সাময়িক অন্যত্র থাকিতে দেওয়া হইত, ইহার অধিক বোধহয় সংঘনায়কগণ সাহস পাইতেন না। বিহার হইতে সম্পূর্ণ বহিষ্কার অশোকই প্রথম ব্যবস্থা করিলেন। পীতবস্ত্র ছাড়াইবার কথাও সংঘ-ইতিহাসে নাই — মহাবস্তুতে বর্ণিত আছে এই সভায় অশোক প্রত্যেক ভিক্ষুকে সভার সিদ্ধান্ত জানাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন উহা সে গ্রহণ করে কি না এবং কাহারও উত্তর অসন্তোষজনক হইলে তাহাকে 'শ্বেতবস্ত্র দান' করিয়াছিলেন। এই লিপিতে বুঝা যায় অশোক যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্রবর্ণনা অপেক্ষাও কঠোর ছিল।

বাস করাইতে — সা, এ. 'আবাস করাইতে'।

* এ. এইখানেশেষ হইয়াছে। তাহার পর "আমার ইচ্ছা যে সমগ্র(কৃত) সংঘ যেন চিরস্থিতিক হয়" এই কথাগুলির পর সাঁ. শেষ হইয়াছে।

ভিক্ষুণী — দলভেদ কলহাদি ব্যাপারে ইহারাও যে পটু ছিল তাহা বেশ অনুমান হয়, ৮৩ পৃ 'স্ত্রী - অধ্যক্ষ - মহামাত্র' টি. দে.

সংসরণ — অর্থ অস্পষ্ট। কেহ বলেন 'ভিক্ষুদের সভাগৃহ', কেহ 'অপিস বা দপ্তর', কেহ 'নগরপ্রবেশের রাজপথ'। জৈনশাস্ত্রে 'সমোসরণ' — মহাবীরের উপদেশদান - সভা বা তাহাতে আগত জনতা বা সেই সভায় জনতার সমাবেশ হওয়া।

রক্ষিত — "নিক্ষিপ্ত"।

উপাসক — গৃহী ভক্তগণ। ১০৫ পৃ দে.

নিঃসন্দেহ হইবার জন্য — "বিশ্বাস করিবার জন্য"।

উপবাস দিবস — অষ্টমী তিথি।

জানিবার জন্য — মনে রাখিবার জন্য।

অবশ্য — "ধ্রুব"।

(কর্তৃত্ব)ক্ষেত্র — "আহার", তু. ১০৮ পৃ।

বাক্যে — "ব্যঞ্জনে", তু. ১০৮ পৃ।

প্রেরণ — বি√বস্, তু. ১০৮ পৃ।

কোটবিষয় — দুর্গসংরক্ষিত এলাকা। বোধহয় বিবাদী ভিক্ষুরা যাহাতে দূরস্থ বা নির্জন স্থানে মিলিত হইয়া দল গঠন করিতে না পারে।

ভাব্রু অনুশাসন

এই লিপিটির প্রাপ্তিস্থান বৈরাটের (১০২ পৃ দে.) নিকটবর্তী ভাব্রু নামক স্থান। এই শিলাফলকটি এখন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে বলিয়া ইহাকে 'কলিকাতা - বৈরাট লিপি'ও বলা হয়।

নানা কারণে এই লিপিটি বিশেষ অনন্যসাধারণ। ইহা রাজপুরুষগণ বা প্রজাবর্গের প্রতি নয় — যে ধর্ম - সম্প্রদায়কে অশোক সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করিতেন, ইহা সেই বৌদ্ধসংঘের উদ্দেশে তাঁহার বাণী। অন্যান্য লিপির তুলনায় ইহার সবিনয় ভাব লক্ষণীয়; ইহাতেও অশোক তাঁহার 'দেবগণের প্রিয়' রাজোপাধি ব্যবহার করেন নাই (১১৪ পৃ দে.)।

১, ২ পৃথ°, ছোটশি° ও সভে° অশোক উচ্চতম রাজপুরুষগণকে 'তোমরা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, কিন্তু এই লিপিতে তিনি সংঘকে 'আপনারা' বলিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে এই লিপিটিও একটি অনুশাসন — অর্থাৎ অন্য অনুশাসনগুলি যেমন রাজপুরুষ বা প্রজাসাধারণের প্রতি অশোকের অনুজ্ঞা, ইহাও তেমনি বৌদ্ধ সংঘের প্রতি তাঁহার অনুজ্ঞা; কিন্তু তথাপি 'আমি বলিবার যোগ্য' প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার সবিনয় সম্ভ্রম প্রকট হইয়াছে। তাঁহার 'ইচ্ছা' ও 'অভিপ্রেত' প্রকাশের কথা তিনি এখানে বিনীতভাবে বলিলেও অন্যত্র তাহাতে যেমন তাঁহার আজ্ঞা বুঝাইয়াছে, এখানেও তাহাই বুঝাইয়াছে।

তাঁহার 'মাগধ' পদবী কেবলমাত্র এই লিপিটিতেই পাওয়া যায় (১৯ পৃ দে.)। ইহার অর্থ 'মগধের (রাজা)'। ইহা ব্যবহার করিবার একটি কারণ বোধ-হয় এই যে, বুদ্ধের সমসাময়িক 'শ্রেণিক' বা 'শ্রেণ্য' উপনামে পরিচিত রাজা বিম্বিসার এই পদবীতে অভিহিত হইতেন — পালিশাস্ত্রের বর্ণনায় প্রায়ই দেখা যায় 'রাজা মাগধো সেনিয়ো বিম্বিসারো'। বৌদ্ধশাস্ত্রের সেই প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিয়া অশোক বোধহয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বুদ্ধের যুগে বুদ্ধভক্ত বিম্বিসার ও সংঘ পরস্পরকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, তিনিও

সেইরূপ হইতে চাহেন। বুদ্ধভক্ত বা রাজারূপে বিম্বিসার বৌদ্ধ সংঘের ব্যাপারে যতটা হস্তক্ষেপ করিতেন, অশোক কিন্তু সংঘ বিষয়ে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আধিপত্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রের অংশরূপে অশোক যে 'পর্যায়' অর্থাৎ ধর্মপাঠ (Text)-গুলির নাম করিয়াছেন, সেগুলিতে অধুনাপ্রচলিত পালিশাস্ত্রের কোন্ কোন্ অংশ বুঝাইয়াছে, সে বিষয়ে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু পালি-শাস্ত্রের অধিকাংশ অশোকপর যুগে রচিত হইলেও অনেক বুদ্ধবচন যে অশোকের যুগেই বিধিবদ্ধাকারে প্রচলিত ছিল, তাহা অশোকের উল্লেখ হইতে প্রমাণ হয় (৭৬ পৃ 'দান সাধু' কথার টি. দে.)।

অনুমান হয় তৃতীয় সংঘ - সমাগমের (Third Buddhist Council) পর রাজকর্মচারী ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যেমন সভেং, তেমনি সংঘনায়কদের উদ্দেশ্যে এই লিপিটি প্রকাশিত হইয়া থাকিতে পারে।

ভাব্রু অনুশাসন

প্রিয়দর্শী রাজা মাগধ সংঘকে অভিবাদন করিয়া বলিয়াছেন :

(আমি আপনাদের) স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য (কামনা করি)।

হে ভদন্তগণ, আপনাদের নিকট (ইহা) বিদিত বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি, ও সংঘের প্রতি কতদূর আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি।

হে ভদন্তগণ, যাহা কিছু ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত হইয়াছে তাহা সবই সুভাষিত।

কিন্তু হে ভদন্তগণ, যাহা কিছু আমার নিকট 'এইরূপে সদ্ধর্ম চিরস্থিতিক হইবে' মনে হয়, তাহা আমি বলিবার যোগ্য।

হে ভদন্তগণ, এই ধর্মপর্যায়গুলি — (যথা) বিনয় - সমুৎকর্ষ, আর্য-বংশ, অনাগতভয়, মুনিগাথা, মৌনেয়সূত্র, উপতিষ্য - প্রশ্ন, এবং যে রাহুল - অববাদ মৃষাবাদ - সম্পর্কে ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ভাষিত হইয়াছিল, —

হে ভদন্তগণ, আমি ইচ্ছা করি যে এই ধর্মপর্যায়গুলি বহু ভিক্ষুগণ ও ভিক্ষুণীগণ যেন পুনঃপুন শ্রবণ করে ও স্মরণে রাখে,

এবং উপাসকগণ ও উপাসিকাগণও (যেন) সেইরূপ (করে)।

হে ভদন্তগণ, এইজন্য আমি ইহা লেখাইতেছি যে (তাঁহারা) আমার অভিপ্রেত জানুন।

স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য — "অল্প - আবাধতা ও স্পর্শ - বিহারতা" ; শব্দদ্বয় পা. সাহিত্যে সুপরিচিত। অল্প - আবাধ = রোগহীনতা ; আবাধ, ৭৫ পৃ দে. স্পর্শ = সুখ।

ভদন্ত — মহাশয়। < ভবৎ নহে, < ভদ্র।

শ্রদ্ধা ও প্রীতি — "গৌরব ও প্রসাদ"।

ভাষিত — কথিত, ব্যাখ্যাত। **সু°** — উত্তম বলা হইয়াছে।

যোগ্য — "√অর্হ", বলিতে অধিকারী হইবার অনুমতিপ্রাপ্তির উপযুক্ত।

পর্যায় — (বাক্য) - শ্রেণী, (উক্তি) - মালা।

বিনয় - সমুৎকর্ষ, আর্যবংশ, অনাগতভয় ও মৌনেয়সূত্র — এগুলি সম্ভবত এখন অংগুত্তর - নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত।

মুনিগাথা, উপতিষ্য - প্রশ্ন — এই দুইটি সম্ভবত এখন সুত্তনিপাতের অন্তর্ভুক্ত। উপতিষ্য = বিখ্যাত বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র।

রাহুল - অববাদ — এখন মজ্‌ঝিম - নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত। রাহুল = বুদ্ধের পুত্র। অববাদ = উপদেশ। একবার বুদ্ধের রাজগৃহে বাসকালে রাহুল রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী আম্রযষ্টিকায় (অম্বলট্‌ঠিকা) অবস্থিতি করিতেছিলেন ; একদিন সন্ধ্যাকালে বুদ্ধ হঠাৎ একাকী রাহুলের আবাসে উপস্থিত হইয়া কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া পুত্রকে মিথ্যাভাষণের দোষ সম্বন্ধে সবিস্তারে উপদেশ দেন। রাহুল বোধহয় কিছু তরল ও চঞ্চলমতি ছিলেন এবং বুদ্ধ বোধহয় জানিতে পারিয়াছিলেন যে রাহুল কোন কারণে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। অশোকের এই উপদেশটির শুধু নাম নয়, বিষয়বস্তুরও উল্লেখে মনে হয় কলহ ও সংঘভেদ - পরায়ণ ভিক্ষুগণের

অনেককে তিনি মিথ্যাবাদী বুঝিয়া তাহাদের শোধন - উদ্দেশ্যে এই উপদেশটি পাঠের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

বহু ভিক্ষুগণ — বহুকে ভিখুপায়ে, সং বহুকো ভিক্ষুপ্রায়ঃ। ভিক্ষুণীগণ — ৮৩ পৃ 'স্ত্রী - অধ্যক্ষ - মহামাত্রগণ' শব্দের টি. দে.

পুনঃপুন — অভিখিনং, < অভীক্ষ্ণম্ = 'সর্বদা'ও হইতে পারে।

স্মরণে রাখে — "উপধারণ করে", উপ√ধৃ = 'চিন্তা, মনন'ও হয়।

উপাসক — ১০৫ পৃ দে.

(তাঁহারা) — আপনারা, মধ্যমপুরুষ স্থানে গৌরবে প্রথমপুরুষ।

রাজ্ঞীর স্তম্ভানুশাসন

এই লিপিটির প্রাপ্তিস্থান এলাহাবাদ - স্তম্ভ (১১৮ পৃ দে.)। ইহার প্রতিলিপি সম্ভবত অন্যত্রও ছিল, যেহেতু ইহাতে 'সর্বত্র মহামাত্রগণকে' কথার উল্লেখ আছে, কিন্তু অন্য প্রতিলিপিগুলি লুপ্ত হইয়াছে।

রাজ্ঞীর স্তম্ভানুশাসন

দেবগণের প্রিয়ের বচনে সর্বত্র মহামাত্রগণকে (এইরূপ) বলিতে হইবে :

এখানে দ্বিতীয়া দেবীর যে সকল দান — আম্রবৃতিকা বা আরাম বা দানগৃহ বা অন্য যাহা কিছু সেই দেবীর (দানরূপে) গণ্য হয় — সেগুলি 'দ্বিতীয়া দেবী তীবরমাতা কারুবাকীর (দান)' এইরূপে ………।

এখানে—অশোকের রাজ্যে, তু. ৫৭ পৃ।

দ্বিতীয়া দেবী — ২৫ পৃ দে. ৫শি° ও ৭স্ত° হইতে বুঝা যায় অশোকের অনেক পত্নী ছিলেন। সিংহলী মহাবংস-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার এক পত্নী বিদিশা - নগরবাসিনী ছিলেন এবং পাটলিপুত্রে থাকিতেন না। এই লিপির দ্বিতীয়া দেবীর সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, মনে হয় অনেক দিন অপুত্রকা থাকিবার পর তাঁহার তীবর নামক পুত্রের জন্ম উপলক্ষে এই লিপিটি প্রকাশিত হয়। তিনি যে বহুদানশীলা ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার নামের অর্থও বড় সুন্দর, যিনি বাক্-কলাদক্ষা।

বৃতিকা—বড়িকা, বাটিকা, বাগান। যাহা বৃতি বা বেড়া দিয়া ঘেরা।

আরাম—অতিথিশালা।

দানগৃহ—অন্নসত্র প্রভৃতি।

এইরূপে……… অস্পষ্ট, শব্দটির মধ্যের 'ন' অক্ষরটি মাত্র পড়া যায়, সম্ভবত 'গনিতবিয়ে' = 'গণ্য করিতে হইবে' ছিল।

সাতটি স্তম্ভানুশাসন

এই লিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান সবই উত্তরভারতে, যথা :

রামপূর্বা—বিহারের চম্পারন জেলায় বেথিয়া (< বেত্রিকা ?) হইতে প্রায় ৩২ মাইল উত্তরে। এই স্তম্ভটিতে ১—৬স্ত° আছে। এই স্তম্ভের সিংহ-শিরোভূষণ কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে (৪৮ পৃ. দে.)

লউড়িয়া -অররাজ বিহারের চম্পারন জেলায় লউড়িয়া নামক দুইটি গ্রামে।
„ - নন্দনগড় নিকটস্থ অররাজ নামক একটি শিব মন্দির হইতে প্রথমটির এবং সন্নিহিত নন্দনগড় নামক গ্রাম হইতে দ্বিতীয়টির এখন নামকরণ হইয়াছে। উভয় স্তম্ভেই ১—৬স্ত° আছে। দ্বিতীয় স্তম্ভে সম্রাট আওরংজীবের একটি লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

এলাহাবাদ — ১১৮ পৃ দে. ১—৬ স্ত°।

দিল্লী - মীরাট—এই স্তম্ভটি এখন দিল্লীর উত্তরপশ্চিমে 'রিজ্, Ridge' নামক উঁচু জায়গায় আছে। সুলতান ফীরোজ শাহের (খ্রী. ১৩৫১—১৩৮৮) ঐতিহাসিক শম্স্-ই-সিরাজ বলিয়াছেন যে এই স্তম্ভটি সুলতান মীরাট অঞ্চল হইতে আনিয়া এখানে তাঁহার বাগানবাড়ীর টিলায় স্থাপন করেন। ইহাতে ১—৫ স্ত° আছে এবং সম্ভবত ৬ স্ত°ও ছিল।

দিল্লী - তোপরা—এখন 'দিল্লী গেট' নামক দ্বারের দক্ষিণপূর্বে ফীরোজ শাহ্ কোট্লার মধ্যে একটি তিন-তলা অট্টালিকার ছাদের উপর অবস্থিত। পূর্বোক্ত মুসলমান ঐতিহাসিক সিরাজ বলিয়াছেন যে, এই স্তম্ভটি পূর্বে শিবালিক গিরিমালার মধ্যবর্তী তোপ্রা নামক স্থানে ছিল এবং ইহার বৃহদাকৃতি, রক্তিমবর্ণ ও মসৃণ পালিশে মুগ্ধ হইয়া সুলতান ফীরোজ ইহা বহুশত মণ শিমুল তুলায় জড়াইয়া ৪২ চাকার একটি মানুষটানা গাড়ীতে যমুনাতীরে আনেন। তারপর কয়েকখানি একত্রবদ্ধ বড় বড় নৌকায় স্তম্ভটিকে

দিল্লীতে উপস্থিত করিয়া সুলতান তাহা স্বীয় প্রাসাদশিরে স্থাপন করেন। ইহাতে ১—৭ স্ত° আছে, অতএব ৭ স্ত°টি শুধু মাত্র এই একস্থানেই প্রাপ্য। পরবর্তীকালে চাহমানবংশীয় রাজা বিশালদেব (খ্রী. ১১৬৪) এই স্তম্ভে স্বকীয় তিনটি লিপি উৎকীর্ণ করান।

অশোকস্থাপিত স্তম্ভগুলির নির্মাণকৌশলের কথা ও শিরোভূষণ - সিংহমূর্তি প্রভৃতির কারুনৈপুণ্যের কথা ৪৭—৪৮ পৃ বলা হইয়াছে। অধিকাংশ স্তম্ভই প্রথম আবিষ্কারের সময়ে ভগ্নদশায় বা ভূপতিত ছিল। শিলা ও স্তম্ভগুলিতে পরবর্তী রাজাদের লিপিসংযোগের কথাও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণ লোকে লিপিগুলির ইতিহাস কিছুই জানিত না, স্তম্ভগুলিকে শিবলিংগ বা ভীমের গদা মনে করিত এবং পাণ্ডারা পয়সা লইয়া ইহাতে দর্শকদের নাম খোদাই করিয়াও দিত।

বোধহয় পূর্বপ্রকাশিত লিপিগুলিতে বিভিন্নস্থানে পাঠান্তর-বাহুল্য ও বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতায় অশোক বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রেরিত পাণ্ডুলিপির সব কথার অর্থ সর্বত্রের রাজপুরুষগণ বুঝিতে পারেন নাই। তাই বোধহয় তিনি স্ত°গুলির প্রকাশে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের আদেশ দিয়াছিলেন, কারণ দেখা যায় স্থানীয় বানান-ব্যাকরণের স্বল্প বিভিন্নতা ব্যতীত স্ত°গুলি সর্বত্রই প্রায় একরূপ, অবশ্য যতদূর আজও পঠনীয় অবস্থায় আছে। লিপি-করপ্রমাদ সম্বন্ধেও যে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়।

এই লিপিগুলি সবই অশোকের রাজ্যাভিষেকের ২৬—২৭ বর্ষে প্রকাশিত হয়। শি°গুলির প্রায় ১২ বৎসর পরে প্রকাশিত এই স্ত°গুলিতে অশোকের মনোভাবের পরিণতি ও ভাষার গাঢ়তাও লক্ষণীয়।

সব স্ত°গুলিতেই এখানে দিল্লী-তোপরা লিপিকে প্রধান মূললিপিরূপে গ্রহণ করা হইল।

১ স্তম্ভানুশাসন

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

ষড়্‌বিংশতি - বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা এই ধর্মলিপি লেখান হইল।

উত্তম ধর্মকামতা, উত্তম পরীক্ষা, উত্তম (ধর্ম)শুশ্রূষা, উত্তম (ধর্ম)ভয় এবং উত্তম উৎসাহ ব্যতীত ঐহিক - পারত্রিক (বিষয়) সম্পাদন করা কঠিন।

কিন্তু আমার অনুশাস্তি দ্বারা এই ধর্মাপেক্ষা ও ধর্মকামতা দিন দিন বর্ধিত হইয়াছে এবং বর্ধিত হইবেও।

উচ্চ (শ্রেণীয়), নিম্ন (শ্রেণীয়) ও মধ্যম (শ্রেণীয়) আমার পুরুষগণ (ইহা নিজেরা) অনুবিধান করেন ও সম্পাদন করেন এবং অপরকেও (ইহাতে) প্রণোদিত করিতে পারেন।

অন্ত-মহামাত্রগণও সেইরূপ (করেন ও করিতে পারেন)।

ইহাই হইতেছে বিধি — ধর্মের দ্বারা পালন, ধর্মের দ্বারা বিধান, ধর্মের দ্বারা সুখীকরণ এবং ধর্মের দ্বারা রক্ষণ।

উত্তম — "অগ্র"।

পরীক্ষা — চতুর্দিক - দৃষ্টি, সাবধানতা।

উৎসাহ — কর্মসামর্থ্য, energy।

ঐহিক - পারত্রিক (বিষয়) — "ঐহত্র - পারত্র"।

সম্পাদন করা কঠিন — "দুঃসম্প্রতিপাদ্য"।

ধর্মাপেক্ষা — ধর্ম - অপেক্ষা (আকাংক্ষা)।

দিন দিন — শ্বুবে শ্বুবে, "শ্বঃ শ্বঃ"।

উচ্চ(শ্রেণীয়) — "উৎকর্ষ"।

নিম্ন(শ্রেণীয়) — গেবয়, ইহার ব্যুৎপত্তি অস্পষ্ট, উচ্চ ও মধ্যম হইতে

অনুমানে অর্থ করা হয়।

পুরুষ — ৩১ পৃ দে.

অপরকেও — চ পলং = চ পরম্; কেহ পাঠ করেন 'চপলং' = চপল বা অনিচ্ছুককেও।

প্রণোদিত করিতে — সমাদপয়িতবে, সম্ - আ√দা, ণিজন্ত = শিক্ষা দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া।

পারেন — অলং, সমর্থ।

অন্তমহামাত্র — ৩২ পৃ দে.

ইহাই হইতেছে বিধি — "ইহাই বিধি, যাহা এই"।

বিধি — রাজ্যশাসন বিষয়ে নীতি।

সুখীকরণ — সুখিয়না, সুখী°, সুখা° (ৎ স্ত°)।

রক্ষণ — "গুপ্তি", √গুপ্, তু. বাক্ - গুপ্তি, ৮২ পৃ।

---

২ স্তম্ভানুশাসন

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন:

ধর্ম সাধু।

কিন্তু ধর্ম কি ?

অল্প - পাপ, বহুকল্যাণ, দয়া, দান, সত্য ও শৌচ (— এইগুলি হইতেছে ধর্ম)।

আমার দ্বারা বহুবিধ চক্ষুদানও দত্ত হইয়াছে।

দ্বিপদ - চতুষ্পদগণকে ও পক্ষী-বারিচরগণকে আমার দ্বারা প্রাণ-দাক্ষিণ্য পর্যন্ত বিবিধ অনুগ্রহ করা হইয়াছে,

এবং আমার দ্বারা অন্য বহু কল্যাণও করা হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে আমার দ্বারা এই ধর্মলিপি লেখান হইল যে (লোকে) এইরূপে (ইহা) অনুসরণ করুক এবং (ইহা) চিরস্থিতিক হউক।
যে এইরূপে (ইহা) সম্পাদন করিবে সে সুকৃত করিবে।

পাপ — আসিনব, কেহ বলেন <আস্রব, ৭৯ পৃ 'পরিস্রব' টি. দে. কেহ বলেন <আস্নব, আ√স্ন্।
চক্ষুদান — বোধহয় তাঁহার ধর্মলিপিগুলি দ্বারা লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষ।
অনুসরণ — "অনু+প্রতি√পদ্"।
অনুগ্রহ — ৭৬ পৃ দে.

---

৩ স্তম্ভানুশাসন

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :
(লোকে) শুধু (স্বকৃত) কল্যাণই (এইরূপে) দেখে — 'আমার দ্বারা এই কল্যাণ করা হইয়াছে'।
কিন্তু (লোকে স্বকৃত) পাপ (এইরূপে) দেখে না — 'আমার দ্বারা এই পাপ করা হইয়াছে,' বা 'ইহা পাপ'।
ইহা বুঝা বাস্তবিকই কঠিন।
বস্তুতঃ ইহা এইরূপে দেখা উচিত — 'এইগুলি পাপ-পথ, যথা চণ্ডতা নিষ্ঠুরতা ক্রোধ মান ও ঈর্ষা; (এইগুলির) কারণে আমি যেন পরিভ্রষ্ট না হই'।
ইহা আরও (অধিক) দেখা উচিত — 'ইহা আমার ঐহত্রিকের জন্য, আবার ইহা আমার পারত্রিকের জন্য'।

দেখে — স্মরণ বা বিচার করে, তু.-'মনে করি (রাখ)'টি. ৯৫-৯৬ পৃ।
কিন্তু — মিন, °না ; <পুনঃ ? তু. ৯৭ পৃ 'মনঃ-অতিরেক'।
পাপ — আসিনব, ২ স্তু° টি. দে.
বুঝা···কঠিন — "দুষ্প্রতিবীক্ষ্য"।
বস্তুতঃ — "কিন্তু অবশ্যই"।
পথ — গামীনি।
পরিভ্রষ্ট — অধঃপতিত।
আবার — মন, তু. মিনা, মিন, মনো। অশোকের কথায় কঠোপনিষদোক্ত শ্রেয় ও প্রেয়ের পার্থক্য স্মরণ হয়।

---

৪ স্তম্ভানুশাসন

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :
ষড়্‌বিংশতি - বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা এই ধর্মলিপি লেখান হইল।
রজ্জুকগণ আমার দ্বারা বহু প্রাণশত - সহস্র লোকের মধ্যে নিযুক্ত হইয়াছে।
তাহাদের যে নিবেদন - শ্রবণ বা বিচার (- সম্বন্ধীয় কার্য তাহা) আমার দ্বারা আত্মপতিক করা হইয়াছে, যাহাতে রজ্জুকগণ আশ্বস্ত ও অভীত (হইয়া) কর্মে প্রবৃত্ত হয়, জানপদ লোকের হিতসুখ বিধান করে, (তাহাদের) উপকার করে, সুখীকরণ - দুঃখীকরণ বুঝে এবং ধর্মযুক্ত হইয়া জানপদ লোককে উপদেশ দেয় যেন (তাহারা) ঐহত্রের ও পারত্রের আরাধন করে।
এবং রজ্জুকগণের উচিত আমার মতানুসারে চলিবার যোগ্য হওয়া।
(আমার) অভিপ্রায়জ্ঞ পুরুষগণও আমার মতানুসারে চলিবেন ;

তাঁহারাও উঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন যাহাতে রজ্জুকগণ আমার আরাধন করিতে পারেন।

ঠিক যেমন সন্তানকে সুদক্ষা ধাত্রীর (হস্তে) ন্যস্ত করিয়া (লোকে এই মনে করিয়া) আশ্বস্ত হয় যে 'সুদক্ষা ধাত্রী আমার সন্তানকে সুখে পরিপালন করিতে পারিবে' — সেইরূপ আমার দ্বারা রজ্জুকগণকে (নিয়োগ) করা হইয়াছে।

যাহাতে ইঁহারা জানপদ লোকের হিতসুখের জন্য অভীত আশ্বস্ত ও অবিমনা হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন, এইজন্য আমার দ্বারা রজ্জুক - গণের নিবেদন - শ্রবণ ও বিচার (কার্য) আত্মপতিক করা হইয়াছে।

ইহা চেষ্টা করা উচিত যে ব্যবহার - সমতা যেন হয় এবং বিচার - সমতাও (যেন হয়)।

এবং এই পর্যন্তও আমি করিয়া থাকি :

বন্ধনবদ্ধ, সমাপ্ত - বিচার এবং প্রাণদণ্ডিত লোকদিগকে আমার দ্বারা তিন দিবস যৌত দেওয়া হইয়াছে ;

(তাহাদের) প্রাণরক্ষায় জ্ঞাতিগণ তাঁহাদিগকে সম্মত করাইবে ;

সম্মত করাইবার কেহ না থাকিলে (প্রাণদণ্ডিতগণ) দান দিবে ও পারত্রিক উপবাস করিবে ;

আমার ইচ্ছা এইরূপই যে কাল সংক্ষিপ্ত হইলেও যেন (প্রাণদণ্ডিতগণ) পারত্রের আরাধন করে ;

এবং লোকের বিবিধ ধর্মচরণ, সংযম ও দান-সংবিভাগ (যেন) বর্ধিত হয়।

রজ্জুকগণ — ৩২ পৃ দে.

নিযুক্ত হইয়াছে — আয়তা, ৯৫ পৃ দে.

নিবেদন - শ্রবণ — "অভিহার", অর্থ স্পষ্ট নয়। বোধহয় = বিচারকের নিকট

যাহা প্রার্থনা করা হয়, presentation of a petition, যেমন উপহার = যাহা দেওয়া হয়।

বিচার — "দণ্ড"।

আত্মপতিক — স্বাধীন ক্ষমতাবান্, autonomous, vested with large discretionary powers.

বিধান করে — "উপধান করে"। উপ√ধা।

উপকার করে — "অনুগ্রহ করে"।

বুঝে — "জানিবে"।

উপদেশ দেয় — বিয়োবদিসংতি, বি + অব√বদ্, ভবিষ্যৎ কাল। কেহ মনে করেন বি—উপ√দিশ, কিন্তু দেখা যায় এই অর্থে অশোক অন্য সর্ব্বত্রই অব√বদ্ ব্যবহার করিয়াছেন, তু. ৭৬ পৃ এবং ৭স্তু°, পলিয়োবদিসংতি, পলিয়োবদাথ।

মতানুসারে চলিবার — "প্রতি√চল্"।

যোগ্য হওয়া উচিত — লঘংতি। কেহ মনে করেন = 'পারে' <√শক্, অথবা 'করে' <√ রভ্। কিন্তু সম্ভবত < অলহংতি < অর্হন্তি, √অর্হ। অথবা <√অর্ঘ্?

অভিপ্রায়জ্ঞ — "ছন্দোজ্ঞ'। তু. ৭২ পৃ।

পুরুষগণ — ৩১ পৃ দে.

তাঁহারাও উঁহাদিগকে — পুরুষগণও রজ্জুকগণকে।

আরাধন — ৭১ পৃ দে.

সুদক্ষা — বিয়তা, তু. পা. ব্যত্তো <সং ব্যক্ত = সুদক্ষ, সুপটু, নিপুণ, বুদ্ধিমান প্রভৃতি।

ন্যস্ত করিয়া—নিসিজিতু, নি √সৃজ্।

পরিপালন করিতে — পলিহটবে, পরি √হৃ (রক্ষণ, পালন করা)।

যাহাতে ইঁহারা — যাহাতে রজ্জুকগণ।

চেষ্টা করা উচিত — ইছিতবিয়ে, "ইচ্ছা করা উচিত"।

ব্যবহার-সমতা, বিচার-সমতা — ব্যবহার > বিয়োহাল, বিচারনীতি, legal procedure. বিচার = "দণ্ড", trial, judgment, sentence. সমতা, uniformity, সকলের পক্ষেই একরূপ; কেহ পাঠ করেন 'সংমতা' = সম্যকৃত্ব,

exactness, appropriateness। অথবা ইহা কি দ্বি-বিশেষ্য-প্রত্যয়ান্ত < সাম্যতা? সম্ভবত বিচারকগণের অবিচার বা অযথাবিচার সম্বন্ধে অভিযোগ অশোকের গোচর হইয়াছিল, তু. ৯২ পৃ।

আমি করিয়া থাকি — যে আবুতি। অর্থ অস্পষ্ট, সম্ভবত 'আবুতি' ≤ আবৃত্তি।

বন্ধনবদ্ধ — কারাবদ্ধ।

সমাপ্ত-বিচার — তীলিত-দংডানং; তীলিত = তীরিত, √তীর; ৭০পৃ 'সন্তীরণা' টি. দে.

প্রাণদণ্ডিত — পত্‌বধানং < প্রাপ্তবধানাম্। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, অশোক অহিংসা নীতি অবলম্বন করিলেও গুরু অপরাধীদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি রহিত করেন নাই, ৪০ পৃ দে.

যোত — অর্থ অস্পষ্ট, সম্ভবত = যাহা বিশেষ অনুগ্রহরূপে দান করা হয়, special favour, grace, তু. যোত্র = ধন, সম্পত্তি; যৌতক = যৌতুক = বিবাহাদিতে দত্ত ধন।

তাঁহাদিগকে সম্মত করাইবে — প্রাণদণ্ডিতদের আত্মীয়গণ বিচারকদিগকে (রজ্জুকগণকে) রাজি করাইয়া অর্থদণ্ডাদি দানে প্রাণদণ্ড রহিত করাইবার চেষ্টা করিবে। সম্মত করাইবে—নিঝপয়িসংতি, নি √ ধ্যৈ, ণিজন্ত ভবিষ্যৎ, তু. ৬৯ পৃ 'নিধ্যপ্তি' টি.

সংক্ষিপ্ত — নিলুধ < নিরুদ্ধ = সীমাবদ্ধ? ব্যুৎপত্তি অস্পষ্ট।

সংবিভাগ — ৮০ পৃ দে.

---

৫ স্তম্ভানুশাসন

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

ষড়্‌বিংশতি - বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা এই (প্রাণী)গণ অবধ্য করা হইল, যথা —

শুক শারিকা অরুণ চক্রবাক হংস নন্দীমুখ*, গেলাট*, জতূক অম্বাকপীলিকা*, দড়ি, অস্থিহীন মৎস্য, বেদবেয়ক*, গংগাপুপুটক*, সংকুজ মৎস্য*, কফটশয্যক*, পর্ণশশ সৃমর ষণ্ডক ওকপিণ্ড গণ্ডার শ্বেতকপোত গ্রামকপোত,

(এবং) সর্ব চতুষ্পদ যাহারা প্রয়োজনে আসে না বা খাদিত হয় না।

যে ছাগী ভেড়ী বা শূকরী, গর্ভিনী বা (সন্তানকে দুগ্ধ) পান করাইতেছে, (তাহারা) অবধ্য,

(এবং তাহাদের) যে শাবকগণের ছয় মাস (বয়স) হয় নাই (তাহারাও অবধ্য)।

বধ্রি - কুক্কুট করা যাইবে না।

সজীব তুষ দহন করা যাইবে না।

অনর্থক বা (জীব)বিহিংসার জন্য বন দহন করা যাইবে না।

জীবের দ্বারা জীব পোষণ করা যাইবে না।

তিনটি চাতুর্মাসীতে, তৈষ্যা পূর্ণিমায়, (এই) তিন দিবসে — (প্রতি পক্ষের) চতুর্দশী পঞ্চদশী ও প্রতিপদ, এবং অবশ্য প্রতি উপবাসদিনে মৎস্য অবধ্য,

এবং বিক্রয়ও করা যাইবে না।

এই দিবসগুলিতে, নাগবনে ও কেবটভোগে যে অন্য জীবনিচয় (আছে, তাহাদিগকেও) হত্যা করা যাইবে না।

প্রতি পক্ষের অষ্টমী চতুর্দশী ও পঞ্চদশীতে, তিষ্য ও পুনর্বসু (নক্ষত্রের দিনে), তিনটি চাতুর্মাসীতে ও সুদিবসে গো'কে নির্লক্ষণ করা যাইবে না,

(এবং) ছাগ ভেড়া শূকর ও অন্য যে সকল (প্রাণীকে) নির্লক্ষণ করা হয়, (তাহাদিগকেও) নির্লক্ষণ করা যাইবে না।

তিষ্য ও পুনর্বসু (নক্ষত্রের দিনে), চাতুর্মাসীতে, চাতুর্মাসী(র পরের) পক্ষে অশ্বের ও গো'র লক্ষণ করা যাইবে না।

ষড়্‌বিংশতি - বর্ষাভিষিক্ত (হওয়া) পর্যন্ত আমার দ্বারা এই সময়ের মধ্যে পঞ্চবিংশতি (বার) বন্ধনমোক্ষ করা হইয়াছে।

(প্রাণী)গণ — জাতানি।

অরুণ — বাজ চীল প্রভৃতি শিকারী পক্ষী।

* তারকা - চিহ্নিত শব্দগুলিতে ঠিক কি প্রাণী বুঝাইয়াছে, জানা যায় না।

জতূক — সম্ভবত বাদুড় চামচিকা প্রভৃতি।

দড়ি — দলি, দু°, সম্ভবত কচ্ছপজাতীয় জীব।

পর্নশশ — অর্থাৎ 'পাতার (=গাছের) খরগোষ' = কাঠবিড়ালি।

সৃমর — হরিণজাতীয়।

ষণ্ডক — ষাঁড় ?

ওকপিণ্ড — পিপীলিকাদি কীট ?

প্রয়োজন — "প্রতিভোগ", ৫৯ পৃ দে.

বধ্রি — মোচিতমুষ্ক।

সজীব — কীটাদি - সংযুক্ত।

জীবের দ্বারা জীব পোষণ — এক জীব খাওয়াইয়া আর এক জীবকে পালন।

তিনটি চাতুর্মাসী — আষাঢ়, কার্তিক ও ফাল্গুন - পূর্ণিমা।

তৈষ্যা পূর্ণিমা — পৌষ - পূর্ণিমা, ২১ পৃ দে.

পঞ্চদশী — অমাবস্যা- পূর্ণিমা।

অবশ্য প্রতি উপবাসদিনে — ধুবায়ে চ অনুপোসথং ; কেহ মনে করেন

অনুপোসথ = 'অনু + (উ)পোসথ' নহে, 'অন্ + উপোসথ' = অনুপবাস দিনে।
নাগবনে — যে বনে হস্তী থাকে। বোধহয় যুদ্ধ - হস্তীবাহিনীর আবাস।
কেবটভোগ — সম্ভবত ধীবরপল্লী।
গো — পুং, বৃষ।
সুদিবস — রাজার পুত্রজন্ম, অভিষেক প্রভৃতি শুভ দিন।
নির্লক্ষণ — মুষ্কমোচন।
লক্ষণ — তপ্তলৌহাদি দ্বারা চিহ্নিত করা, দাগা দেওয়া। লাঞ্ছন-শব্দও 'লক্ষণ' হইতে জাত।
ষড়্বিংশতি — বর্ষাভিষিক্ত… …পঞ্চবিংশতি (বার) — ইহাতে বুঝা যায় অশোক বর্ষগণনা করিতেন প্রতি অভিষেক-বার্ষিকীর আরম্ভ হইতে, ২২ পৃ দে.
বন্ধনমোক্ষ — রাজার জন্মনক্ষত্রাদি শুভদিনে বন্দীগণের মুক্তি, ২১ পৃ দে.

---

৬ স্তম্ভানুশাসন

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :
দ্বাদশ - বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা লোকের হিতসুখের জন্য ধর্মলিপি লেখান হইয়াছিল —
(যাহাতে) তাহা ভঙ্গ না করিয়া (লোকে) সেই সেই ধর্মবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
'এইরূপে লোকের হিতসুখ (হইবে)' — (এইরূপ) আমি চিন্তা করি।
যেরূপ জ্ঞাতিগণ সম্বন্ধে, সেইরূপ নিকটস্থগণ সম্বন্ধে ও দূরস্থগণ সম্বন্ধে (আমি চিন্তা করি) — 'তাহাদিগকে কিরূপে সুখ আবহন করি'।

এবং (আমি) সেইরূপ বিধান করি ।

সর্ব (লোক)-নিচয় সম্বন্ধে আমি সেইরূপ চিন্তা করি ।

সর্বসম্প্রদায়গণও আমার দ্বারা বিবিধ পূজায় পূজিত হইয়াছে ।

কিন্তু যাহা এই স্বয়ং প্রত্যুপগমন, তাহাই আমার মুখ্য মনে হয় ।

ষড়্‌বিংশতি - বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা এই ধর্মলিপি লেখান হইল ।

ভঙ্গ না করিয়া — অপহটা, ব্যুৎপত্তি অনিশ্চিত। সম্ভবত অ+প্র√হৃ, তৃন্ (কেহ বলেন যপ্) ।

চিন্তা করি — "প্রতিবীক্ষণ করি" ।

নিকটস্থ — "প্রত্যাসন্ন" ।

দূরস্থ — "অপকৃষ্ট" ।

পূজা — ৮২ পৃ দে.

প্রত্যুপগমন — কাহারও নিকটে যাইয়া সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করা। অশোক সম্ভবত বৌদ্ধসংঘ ব্যতীত অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির নিকটও যাতায়াত করিতেন। ইহাতে তাঁহার আগ্রহপ্রাবল্য ও সক্রিয়তা সূচিত হয় ।

---

৭ স্তম্ভানুশাসন

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

অতীত কালে যে রাজগণ ছিলেন, (তাঁহারা) এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে লোকে যেন ধর্মবৃদ্ধিতে বর্ধিত হয় ।

কিন্তু লোকে অনুরূপ ধর্মবৃদ্ধিতে বর্ধিত হয় নাই ।

এই বিষয়ে দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

আমার এই(রূপ মনে) হইল :

অতীতকালেও রাজগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে লোকে যেন অনুরূপ ধর্মবৃদ্ধিতে বর্ধিত হয়, কিন্তু লোকে অনুরূপ ধর্মবৃদ্ধিতে বর্ধিত হয় নাই ;

তবে কি করিলে লোকে (ধর্ম) অনুপ্রতিপালন করে ? কি করিলে লোকে অনুরূপ ধর্মবৃদ্ধিতে বর্ধিত হয় ? কি করিলে আমি তাহাদিগকে ধর্মবৃদ্ধিতে অভ্যুন্নত করাই ?

এই বিষয়ে দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

আমার এই(রূপ মনে) হইল :

ধর্মঘোষণা শ্রবণ করাই, ধর্মানুশাস্তি অনুশাসন করি ;

তাহা শুনিয়া লোকে অনুপ্রতিপালন করিবে, অভ্যুন্নত হইবে এবং ধর্মবৃদ্ধিতে অধিক বর্ধিত হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আমার দ্বারা ধর্মঘোষণা শ্রবণ করান হইল ও বিবিধ ধর্মানুশাস্তি আজ্ঞা করা হইল, যাহাতে যে পুরুষগণ বহুলোকের মধ্যে নিযুক্ত আছে, তাহারা (তাহা) উপদেশ দেয় ও প্রবিস্তার করে।

রজ্জুকগণও বহু প্রাণশত-সহস্রের মধ্যে নিযুক্ত আছে ; তাহাদিগকেও আমার দ্বারা (এইরূপ) আজ্ঞা করা হইয়াছে — 'ধর্মযুক্ত হইয়া এই এইরূপে লোককে উপদেশ দেও'।

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিয়াছেন :

এই বিষয় চিন্তা করিয়াই আমার দ্বারা ধর্মস্তম্ভগুলি (স্থাপন) করা হইল, ধর্মমহামাত্রগণকে (নিয়োগ) করা হইল এবং ধর্মঘোষণা (প্রচার) করা হইল।

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

পশু - মনুষ্যগণের (পক্ষে) ছায়া - উপযোগী হইবে (বলিয়া) আমার দ্বারা মার্গসমূহে ন্যগ্রোধ রোপণ করান হইল ও আম্রবৃতিকা রোপণ করান হইল ;

প্রতি অর্ধক্রোশে আমার দ্বারা উদপান খনন করান হইল, আবাস (নির্মাণ) করান হইল, (এবং) পশু-মনুষ্যের সুবিধার জন্য নানা স্থানে আমার দ্বারা বহু জলসত্রও (স্থাপন) করান হইল।

কিন্তু এই (সকল) সুবিধা(র মূল্য) সামান্যই।

পূর্ববর্তী রাজগণ কর্তৃক এবং আমারও দ্বারা বিবিধ সুখীকরণে লোককে সুখী করা হইয়াছে।

'(লোকে) এই ধর্মাচরণ অনুসরণ করুক' — এই উদ্দেশ্যেই আমার দ্বারা ইহা করা হইয়াছে।

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিয়াছেন :

আমার ধর্মমহামাত্রগণও এইরূপ বহুবিধ আনুগ্রহিক বিষয়ে ব্যাপৃত আছেন ;

(তাঁহারা) প্রব্রজিতগণের ও গৃহস্থগণের সর্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপৃত আছেন।

সংঘ(সংক্রান্ত) বিষয়েও আমার দ্বারা (আজ্ঞা) করা হইয়াছে যে ইঁহারা ব্যাপৃত হইবেন ;

সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের ও আজীবিকগণের বিষয়েও আমার দ্বারা (আজ্ঞা) করা হইয়াছে যে ইঁহারা ব্যাপৃত হইবেন ;

নিগ্রন্থগণের বিষয়েও আমার দ্বারা (আজ্ঞা) করা হইয়াছে যে ইঁহারা ব্যাপৃত হইবেন ;

নানা সম্প্রদায়ের বিষয়েও আমার দ্বারা (আজ্ঞা) করা হইয়াছে যে ইঁহারা ব্যাপৃত হইবেন।

সেই সেই বিশেষ বিশেষ (সম্প্রদায়গণের) বিষয়ে সেই সেই (বিশেষ বিশেষ) মহামাত্রগণ (ব্যাপৃত আছেন)।

আমার ধর্মমহামাত্রগণ ইঁহাদের বিষয়েও ব্যাপৃত আছেন এবং অন্য সকল সম্প্রদায়গণের বিষয়েও (ব্যাপৃত আছেন)।

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :
ইঁহারা ও অন্য বহু মুখ্য (কর্মচারী)গণ আমার ও দেবীগণের দান-বিতরণসমূহেও ব্যাপৃত আছেন।

এখানে ও বাহিরে আমার সকল অবরোধনগুলিতে তাঁহারা বহুবিধ-আকারে সেই সেই তুষ্টিবিষয় প্রতি……।

(আমার) দারকগণের ও অন্য দেবীকুমারগণের (দান বিষয়েও) আমার দ্বারা (আজ্ঞা) করা হইয়াছে যে তাঁহারা ব্যাপৃত হইবেন।
{ দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : }

ধর্ম - অবদানের জন্য ও ধর্ম - প্রতিপালনের জন্য { আমার দ্বারা ধর্মঘোষণাও (প্রচার) করা হইল }।

ইহাই (হইতেছে) ধর্মাবদান ও ধর্মপ্রতিপালন — 'এইরূপে লোকের দয়া দান সত্য শৌচ মার্দব ও সাধুতা বর্ধিত হইবে'।
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :
যাহা কিছু সাধুকর্ম আমার দ্বারা করা হইয়াছে, লোকে তাহার অনুকূল হইয়া তাহাই অনুসরণ করে ;

তাহাতে মাতাপিতার প্রতি শুশ্রূষা যাহা, গুরুজনের প্রতি শুশ্রূষা যাহা, বয়োবৃদ্ধগণের অনুসরণ যাহা, এবং ব্রাহ্মণশ্রমণগণের প্রতি, দীনহীনগণের প্রতি ও দাসভৃত্যগণের প্রতি পর্যন্ত উচিত ব্যবহার যাহা, (তাহা) বর্ধিত হইয়াছে ও বর্ধিত হইবে।
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন :

মনুষ্যগণের এই ধর্মবৃদ্ধি দুই আকারেই বর্ধিত হইয়াছে—ধর্মনিয়মদ্বারা ও নিধ্যপ্তি দ্বারা।

তাহার মধ্যে ধর্মনিয়ম লঘুই, নিধ্যপ্তি দ্বারাই অধিক (ফল হইয়াছে)।
ধর্মনিয়ম এই : আমার দ্বারা এই যে (সকল আজ্ঞা) করা

হইয়াছে — 'এই এই জীবগণ অবধ্য', এবং অন্য বহু যে সকল ধর্মনিয়ম আমার দ্বারা (আজ্ঞা) করা হইয়াছে।

ভূতগণের অবিহিংসায় ও প্রাণগণের অহত্যায় মনুষ্যগণের ধর্মবৃদ্ধি নিধ্যপ্তি দ্বারাই কিন্তু অধিক বর্ধিত হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে ইহা (উৎকীর্ণ) করা হইল যে (ইহা) পৌত্র - প্রাপৌত্রিক ও চান্দ্রমঃ - সৌর্যিক হউক এবং (লোকে ইহা) সেইরূপ অনুপ্রতি-পালন করুক।

এইরূপে (ইহা) অনুপ্রতিপালন করিলে ঐহত্র - পারত্র আরাধিত হয়।

সপ্তবিংশতি - বর্ষাভিষিক্ত আমার দ্বারা এই ধর্মলিপি লেখান হইল।

এই বিষয়ে দেবগণের প্রিয় বলিয়াছেন :

যেখানে শিলাস্তম্ভ বা শিলাফলক আছে, সেখানে এই ধর্মলিপি (উৎকীর্ণ) করিতে হইবে — যাহাতে ইহা চিরস্থিতিক হয়।

কি করিলে — কিনম্তু < সং কেন স্বিৎ।

ধর্মঘোষণা শ্রবণ করাই ······ এখানে লক্ষণীয় যে অশোক অনুশাসনগুলির পূর্বে ঘোষণাগুলির নাম করিয়াছেন, ১০৩ পৃ দে.

ধর্মস্তম্ভগুলি······ এখানে সম্ভবত অশোক বিপরীত দিক হইতে গণনা (অর্থাৎ যাহা পরে হইয়াছিল তাহা প্রথমে উল্লেখ এবং যাহা প্রথমে হইয়াছিল তাহা পরে উল্লেখ) করিয়াছেন।

ছায়া - উপযোগী — ছায়োপগ, তু. মনুসোপগ, পসোপগ (২ শি°) এবং তদোপয়া (৮ শি°)।

প্রতি অর্ধক্রোশে—অঢকোসিক্যানি, কেহ "প্রতি অষ্ট-ক্রোশে"। ৮ ক্রোশ = ১ যোজন।

উদপান — কূপাদি জলাশয়। ২ শি°তেও 'কূপ' স্থানে কা, জ. 'উদপান' আছে।

আবাস — নিসিদিয়া, কেহ 'নিংসিটিয়া' পাঠ করিয়া ভুল অর্থ বুঝিয়াছেন '(কূপাদি জলাশয়ে নামিবার) সিঁড়ি', < নিশ্রেণি, কিন্তু বস্তুতপক্ষে ইহা নি + √সদ্ নিষ্পন্ন = উপবেশন, বিশ্রাম, বাস - স্থান।

সুবিধা — "প্রতিভোগ", তু. ৫৯ পৃ ও ১৩৯ পৃ।

জলসত্র — আপান।

আনুগ্রহিক — যাহাতে লোকের উপকার হয়। ৭৬ পৃ 'অনুগ্রহ' টি. দে.

ব্যাপৃত আছেন — বিয়াপটা সে, কেহ পাঠ করেন বিয়াপটাসে; কিন্তু 'সে' কি তিঙন্ত বিভক্তি? ৫ শি'তে অন্য সর্বত্র যেখানে 'ব্যাপতা (বিয়পটা, বিয়াপটা) তে' আছে, সেখানে ধ. দুইবার 'বিয়াপটা সে' এবং একবার 'বিয়াপটা ইমে' আছে। অতএব 'সে' = তাহারা, ইহারা (সর্বনাম)? কেহ মনে করেন 'সে' < আসে < আসি, সী < সং আসীৎ = ছিল, আছে। অথবা ইহা কি = 'ব্যাপৃত করান হইয়াছে'?

সংঘ — বৌদ্ধ সংঘ, ৩৫ পৃ দে.

আজীবিক, নিগ্রন্থ — ৩৬ পৃ দে.

সেই সেই বিশেষ বিশেষ — সং "প্রতিবিশিষ্টং প্রতিবিশিষ্টং তেষু তেষু", বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিষয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন মহামাত্রগণ;

দেবীগণ — ২৫ পৃ দে.

বিতরণ — "বিসর্গ"।

আকারে — প্রকারে, ভাবে, রূপে।

তুষ্টিবিষয় — তুঠায়তনানি, "তুষ্ট্যায়· (তুষ্টি + আয়·)"।

প্রতি········· শব্দটি ভাঙা, পটী······। কেহ বলেন 'পটীথাপয়ংতি' = 'প্রতিস্থাপনা করেন'; কেহ বলেন 'পটীবেদয়ংতি' = প্রতিবেদন করেন, জানান; কেহ 'পটীপাদয়ংতি' = নির্দেশ করেন।

দারক, দেবীকুমার — ২৫ পৃ দে.

{দেবগণের······বলিয়াছেন} এবং {আমার দ্বারা······হইল} — এই কথাগুলি সম্ভবত খোদাইকারের ভুলে বাদ পড়িয়া গিয়াছে, নতুবা দারক্ - দেবীকুমারগণের দান সম্পর্কে "ধর্মাবদানার্থে (ও) ধর্মানুপ্রতিপত্ত্যর্থে" কথার সঙ্গতি হয় না।

অবদান — সুকর্ম, মহৎ কর্ম।

সাধুতা, সাধুকর্ম — সাধব।

তাহার অনুকূল হইয়া — "তাহাতে অনুপ্রতিপন্ন হইয়া"।

শুশ্রূষা যাহা, অনুসরণ যাহা, উচিত ব্যবহার যাহা — সুসুসা যা, অনুপটীপতি যা, সংপটীপতি যা, কেহ পাঠ করেন সুসুসায়া, °পতিয়া।

দীনহীন — "কৃপণ - বরাক"।

নিধ্যপ্তি দ্বারা — যুক্তি বিচার প্রয়োগ দ্বারা, আলোচনা দ্বারা, লোককে বুঝাইয়া, নি√ধ্যৈ, ৬৯ পৃ দে. নিয়ম - প্রবর্তন অপেক্ষা সুযুক্তিময় আলোচনা দ্বারাই যে লোকের মতামত ও আচরণ অধিক পরিবর্তন করা যায়, ইহা অশোক অবশ্যই তাঁহার বয়োজাত অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির ফলে বলিয়াছেন।

পৌত্র - প্রাপৌত্রিক ও চান্দ্রমঃ - সৌর্যিক — যতদিন পুত্র - প্রপৌত্র ও চন্দ্রমা - সূর্য বর্তমান থাকে।

এই বিষয়ে……এই শেষ অনুচ্ছেদটি উৎকীর্ণ হওয়া সম্ভবত অশোকের উদ্দেশ্য ছিল না। ইহা লিপিকর বা রাজলেখক অশোকের নির্দেশরূপে কর্মচারীগণকে জানাইয়াছিলেন। তু. ছোটশি° ও সভে°।

পরিশিষ্ট

মূল অশোকলিপি - নিচয়

(৫২ পৃ দে.)

চৌদ্দটি শিলানুশাসন

১ শিলানুশাসন

গিরনার — ইয়ং ধংমলিপী [জ. খেপিংগলসি পবতসি] দেবানংপ্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা (কা. লেখিতা): ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজূহিতব্যং। ন চ সমাজো কতব্যো। বহুকং হি দোসং সমাজম্হি পসতি দেবানংপ্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা। অস্তি পি তু একচা সমাজা সাধুমতা দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো। পুরা মহানসম্হি দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো অনুদিবসং বহুনি প্রাণসতসহস্রানি আরভিসু সুপাথায়। সে অজ (কা. ইদানি) যদা অয়ং ধংমলিপী লিখিতা (কা. লে°) [তদা] তী এব প্রাণা আরভরে (শা. হংঞংতি), দ্বো মোরা (কা, জ. মজূলা ; মা, শা. মজুর), একো মগো, সো পি [চু] মগো ন ধ্রুবো। এতে পি [চু] তী প্রাণা পছা ন আরভিসরে।

২ শিলানুশাসন

গিরনার — সর্বত বিজিতম্হি দেবানংপ্রিয়স পিয়দসিনো রাঞো এবমপি (কা, মা, শা. যে চ ; জ. এ বা পি) প্রচংতেসু (কা, জ. অংতা ; মা. অত ; শা. অংত) যথা চোডা পাডা সতিয়পুতো কেতলপুতো (ভুল, কেরল° বা কেলল° হইবে) আ তংবপংণী, অংতিয়কো [নাম] যোনরাজা, যে বা পি (কা. যে চা অংনে) তস অংতিয়কস সামীপং (কা, জ. সামংতা ; শা. সমংত ; মা. সমত) রাজানো সর্বত্র দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো দ্বে চিকীছা (কা. চিকিসকা) কতা, মনুসচিকীছা চ পসুচিকীছা চ। ওসুঢানি চ যানি মনুসোপগানি চ পসোপগানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্রা হারাপিতানি

চ রোপাপিতানি (শা. বুত) চ। [এবমেব] মূলানি চ ফলানি যত যত্র নাস্তি সর্বত হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। পংথেসু (কা, জ. মগেসু ; মা. °ষু) কুপা (কা, জ. উদুপানানি) চ খানাপিতা, ব্রছা (কা, জ. লুখানি ; মা. রুছনি) চ রোপাপিতা পরিভোগায় (কা, মা. পটিভোগায়ে, °গয়ে ; শা. প্রতিভোগয়ে) পসুমনুসানং।

৩ শিলানুশাসন

গিরনার — দেবানংপিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ : দ্বাদসবাসাভিসিতেন ময়া ইদং আঞপিতং : সর্বত বিজিতে মম যুতা চ রাজূকে চ প্রাদেসিকে চ পংচসু পংচসু বাসেসু অনুসংযানং নিযাতু — এতায়েব অথায় — ইমায় ধংমানুসস্টিয় যথা অঞায় পি কংমায় : সাধু মাতরি চ পিতরি চ সুস্রুসা ; মিত্রসংস্তুতঞাতীনং বাম্হণসমণানং সাধু দানং ; প্রাণানং সাধু অনারংভো ; অপব্যয়তা অপভাংডতা সাধু। পরিসা পি যুতে আঞপয়িসতি গণনায়ং হেতুতো (কা. হেতুবতা) চ ব্যংজনতো চ।

৪ শিলানুশাসন

গিরনার — অতিকাতং অংতরং বহুনি বাসসতানি বঢিতো এব প্রাণারংভো, বিহিংসা চ ভূতানং, ঞাতীসু অসংপ্রতিপতী, ব্রাম্হণস্রমণানং অসংপ্রতীপতী। ত অজ দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ধংমচরণেন ভেরীঘোসো অহো ধংমঘোসো। বিমানদসর্ণা চ হস্তিদসণা চ অগিখংধানি চ অঞানি চ দিব্যানি রূপানি দসয়িৎপা জনং যারিসে বহুহি বাসসতেহি ন ভুতপুবে, তারিসে অজ বঢিতে দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ধংমানুসস্টিয়া অনারংভো প্রাণানং, অবিহীসা ভূতানং, ঞাতীনং সংপটিপতী, ব্রম্হণসমণানং সংপটিপতী, মাতরি পিতরি সুস্রুসা, থৈরসুস্রুসা। এস অঞে চ বহুবিধে ধংমচরণে বঢিতে, বঢয়িসতি চেব দেবানংপ্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা ধংমচরণং ইদং। পুত্রা চ পোত্রা চ প্রপোত্রা চ দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো প্রবঢয়িসংতি ইদং ধংমচরণং আব সংবটকপা, ধংমম্হি সীলম্হি তিস্টংতো ধংমং অনুসাসিসংতি। এস হি সেস্টে কংমে — য ধংমানুসাসনং। ধংমচরণে পি ন ভবতি অসীলস।

ত ইমম্হি অথম্হি বটী অহীনী চ সাধু। এতায় অথায় ইদং লেখাপিতং ইমস অথস বধি যুজংতু, হীনি চ নো লোচেতব্যা। দ্বাদসবাসাভিসিতেন দেবানংপ্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা ইদং [হিদ] লেখাপিতং।

৫ শিলানুশাসন

গিরনার—দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ : কলাণং দুকরং। যো আদিকরো কলাণস সো দুকরং করোতি। ত ময়া বহু কলাণং কতং। ত মম পুতা চ পোতা চ পরং চ তেন যে মে অপচং আব সংবটকপা অনুবতিসরে তথা, সো সুকতং কাসতি। যো তু এত দেসং পি হাপেসতি সো দুকতং কাসতি। সুকরং হি পাপং। [সে] অতিকাতং অংতরং ন ভূতপ্রুবং ধংমমহামাতা নাম। ত ময়া ত্রৈদসবাসাভিসিতেন ধংমমহামাতা কতা। তে সবপাসংডেসু ব্যাপতা ধামধিস্টানায় ((কা. চা ধংমবঢিয়া হিদসুখায়ে বা)) ধংমযুতস চ। যোনকংবোজগংধারানং রিস্টিক (ভুল ; রস্টি° বা রাস্টি° হইবে) - পেতেণিকানং যে বাপি অংঞে আপরাতা ভতময়েসু ব ((কা. বংভনিভেসু অনথেসু বুধেসু হিদ)) - সুখায় ধংমযুতানং অপরি - গোধায় ব্যাপতা তে। বংধনবধস পটিবিধানায় ((কা. অপলিবোধায়ে মোখায়ে চা এয়ং অনুবধা···)) প্রজা (কা. পজাব তি বা) কতাভীকারেসু বা থৈরেসু (কা. মহালকে তি) বা ব্যাপতা তে। পাটলিপুতে চ বাহিরেসু চ ((কা. নগলেসু সবেসু [সবেসু] ওলোধনেসু মে এ বা পি ভাতিনং চ নে (ধ, শা. মে) ভগিনিনা [চ])) যে বাপি মে অংঞে ঞাতিকা সর্বত ব্যাপতা তে। যো অয়ং ধংম - নিস্রিতো তি ব ((ধ. ধংমাধিথানে তি ব)) ((কা. দানসংযুতে তি বা সবতা বিজিতসি মমা ধংমযুতসি বিয়াপটা)) তে ধংমমহামাতা। এতায় অথায় অয়ং ধংমলিপী লিখিতা ((কা. চিলথিতিক্যা হোতু তথা চ মে পজা অনুবততু))।

৬ শিলানুশাসন

গিরনার—দেবানংপিয়ে পিয়দসি রাজা এবং আহ : অতিক্রাতং অংতরং ন ভূতপ্রুবং ((কা. সবং কালং)) অথকংমে ব পটিবেদনা বা। ত ময়া এবং

কতং : সবে কালে ভুংজমানস মে [ধ. অংতে] ওরোধনম্হি গভাগারম্হি বচম্হি ব বিনীতম্হি চ উয়ানেসু চ সবত্র পটিবেদকা স্টিতা অথে মে জনস পটিবেদেথ ইতি। সর্বত্র চ জনস অথে করোমি। যং পি চ কিংচি মুখতো আঞপয়ামি স্বয়ং দাপকং বা স্রাবাপকং বা, য বা পুন মহামাত্রেসু আচায়িকে আরোপিতং ভবতি, তায় অথায় বিবাদো নিঝতী ব সংতো পরিসায়ং, আনংতরং পটিবেদেতব্যং মে সর্বত্র সর্বে কালে — এবং ময়া আঞপিতং। নাস্তি হি মে তোসো উস্টানম্হি অথসংতীরণায় ব। কতবিয়মতে হি মে সর্বলোকহিতং। তস চ পুন এস মূলে — উস্টানং চ অথসংতীরণা চ। নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎপা। য চ কিংচি পরাক্রমামি অহং কিংতি ভূতানং আনংণং গছেয়ং, ইধ চ নানি সুখাপয়ামি পরত্রা চ স্বগং আরাধয়ংতু [তি]। ত এতায় অথায় অয়ং ধংমলিপী লেখাপিতা কিংতি চিরং তিস্টেয় ইতি, তথা চ মে পুত্রা (কা. পুতদালে) পোতা চ প্রপোত্রা চ অনুবতরং (কা. পলকমাতু) সবলোকহিতায়। দুকরং তু [খো] ইদং অঞত্র অগেন পরাক্রমেন।

৭ শিলানুশাসন

গিরনার—দেবানংপিয়ো পিয়দসি রাজা সর্বত ইছতি সবে পাসংডা বসেয়ু। সবে তে সয়মং চ ভাবসুধিং চ ইছংতি। জনো তু উচাবচছংদো উচাবচরাগো ; তে সর্বং ব কাসংতি, একদেসং ব [পি] কসংতি। বিপুলে তু পি দানে যস নাস্তি সয়মে ভাবসুধিতা ব কতংঞতা ব দঢভতিতা চ নিচা বাঢং।

৮ শিলানুশাসন

গিরনার—অতিকাতং অংতরং রাজানো বিহারযাতাং [নাম] ঞয়াসু। এত মগব্যা অঞানি চ এতারিসানি অভীরমকানি অহুংসু। সো দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা দসবর্সাভিসিতো সংতো অযায় সংবোধিং। তেনেসা ধংমযাতা। এতয়ং হোতি : বাম্হণসমণানং দসণে চ দানে চ ; থৈরানং দসণে চ হিরংণপটিবিধানো চ ; জানপদস চ জনস দর্সনং ধংমানুসস্টী চ

ধংমপরিপুছা চ তদোপয়া। এসা ভুয় রতি ভবতি দেবানংপিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ভাগে অংঞে।

৯ শিলানুশাসন

গিরনার—দেবানংপিয়ো প্রিয়দসি রাজা এবং আহ: অস্তি জনো উচাবচং মংগলং করোতে আবাধেসু বা আবাহবিবাহেসু বা পুত্রলাভেসু বা প্রবাসংম্হি বা; এতম্হী চ অঞম্হি চ [কা. এদিসায়ে] জনো উচাবচং মংগলং করোতে। এত তু মহিডায়ো বহুকং চ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মংগলং করোতে। ত কতব্যমেব তু মংগলং; অপফলং তু খো এতারিসং মংগলং। অয়ং তু [খো] মহাফলে মংগলে য ধংমমংগলং। ততেত: দাসভতকম্হি সম্যপ্রতিপতী; গুরূনং অপচিতি সাধু; পাণেসু সয়মো সাধু; বম্হণসমণানং সাধু দানং; এত চ অঞ চ এতারিসং ধংমমংগলং নাম। ত বতব্যং পিত্রা ব পুতেন বা ভাত্রা বা স্বামিকেন বা [কা. মিত-সংথুতেনা আব পটিবেসিয়েনা পি] ইদং সাধু; ইদং কতব্যং মংগলং আব তস অথস নিস্টানায়। **অস্তি চ পি বুতং সাধু দানং ইতি। ন তু এতারিসং অস্তি দানং ব অনুগহো ব যারিসং ধংমদানং ব ধমনুগহো ব। ত তু খো মিত্রেন ব সুহদয়েন বা ঞতিকেন ব সহায়েন ব ওবাদিতব্যং তম্হি তম্হি পকরণে: ইদং কচং, ইদং সাধু ইতি; ইমিনা ((জ. সকিয়ে)) স্বগং আরাধেতু ইতি। কি চ ইমিনা কতব্যতরং যথা স্বগারধী ?**

দ্বিতারকাচিহ্নিত অংশের পরিবর্তে কাল্সী — ((মা. নিবুটসি ব পুন)) ইমং কছামি তি। এ হি ইতলে মগলে সংসয়িক্যে সে; সিয়া ব তং অঠং নিবটেয়া, সিয়া পুনা নো; হিদলোকিকে চেব সে। ইয়ং পুনা ধংমমগলে অকালিক্যে; হংচে পি তং অঠং নো নিবটেতি হিদ, অঠং পলত অনংতং পুনা পসবতি; হংচে পুন তং অঠং নিবতেতি হিদা, ততো উভয়েসং লধে হোতি — হিদ চা সে অঠে, পলত চা অনংতং পুনা পসবতি তেনা ধংমমগলেনা।

১০ শিলানুশাসন

গিরনার—দেবানংপিয়ো প্রিয়দসি রাজা যসো ব কীতি ব ন মহাথাবহা মঞতে অঞত (কা. যং পি যসো বা কিতি বা ইছতি) তদাৎপনো (ভুল; °পনে বা

•পয়ে হইবে) দিঘায় (ধ. আয়তিয়ে) চ মে জনো ধংমসুস্রুংসা সুস্রুসতাং [কা. মে তি] ধংমবুতং চ অনুবিধিয়তাং। এতকায় দেবানংপিয়ো পিয়দসি রাজা যসো ব কিতি ব ইছতি। য তু কিচি পরিকমতে (ভুল ; পরা• হইবে) দেবানংপিয়ো প্রিয়দসি রাজা ত সবং পারত্রিকায় [বা] কিংতি সকলে অপপরিস্রবে অস [তি]। এস তু পরিসবে য অপুংঞং। দুকরং তু খো এতং ছুদকেন ব জনেন উসটেন ব অঞত্র অগেন পরাক্রমেন সবং পরিচজিৎপা। এত তু খো উসটেন দুকরং (ধ. দুকলতলে)।

১১ শিলানুশাসন

গিরনার—দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ : নাস্তি এতারিসং দানং যারিসং ধংমদানং ধংমসংস্তবো বা ধংমসংবিভাগো বা ধংমসংবংধো ব। তত ইদং ভবতি — দাসভতকম্হি সম্যপ্রতিপতী, মাতরি পিতরি সাধু সুস্রুসা, মিতসংস্তুতঞাতিকানং বাম্হণস্রমণানং সাধু দানং, প্রাণানং অনারংভো সাধু। এত বতব্যং পিতা ব পুত্রেন ব ভাতা বা [কা. স্বুবামিক্যেন পি] মিতসস্তুত-ঞাতিকেন ব আব পটীবেসিয়েহি — ইদ সাধু, ইদ কতব্যং, সো তথা করুং (মা. করতং) ইলোকচস [কা. চ কং] আরধো হোতি, পরত চ অংনংতং পুংঞং ভবতি (কা. পশবতি) তেন ধংমদানেন।

১২ শিলানুশাসন

গিরনার—দেবানংপিয়ে পিয়দসি রাজা সবপাসংডানি চ পবজিতানি চ ঘরস্তানি চ পূজয়তি দানেন চ বিবিধায় চ পূজায় পূজয়তি নে। ন তু তথা দানং ব পূজা ব দেবানংপিয়ো মংঞতে যথা কিতি সারবটী অস সবপাসংডানং। সারবটী তু বহুবিধা। তস তু ইদং মূলং য বচিগুতী, কিংতি আৎপপাসংডপূজা ব পরপাসংডগরহা ব নো ভবে অপ্রকরণম্হি, লহুকা বা অস তম্হি তম্হি প্রকরণে। পূজেতয়া (কা, মা, শা. পুজেতবিয়) তু এব পরপাসংডা তেন তেন প্রকরণেন (কা. আকালেন)। এবং করুং আৎপপাসংডং চ [কা, মা. বঢং] বঢয়তি, পরপাসংডস চ উপকরোতি। তদংঞথা করোতো আৎপপাসংডং চ ছণতি পরপাসংডস চ পি অপকরোতি। যো হি কোচি আৎপপাসংডং

পূজয়তি পরপাসংডং ব গরহতি, সবং আৎপপাসংডভতিয়া [বা] কিংতি আৎপপাসংডং দীপয়েম (মা. শা. দিপয়মি) ইতি। সো চ পুন তথ করোতো আৎপপাসংডং বাঢতরং উপহনাতি। ত সমবায়ো এব সাধু কিংতি অংঞমংঞস ধংমং শ্রুণারু (কা. ষুনেয়ু ; মা, শা. শ্রুণেয়ু) চ সুসুংসের চ। এবং হি দেবানংপিয়স ইছা কিংতি সবপাসংডা বহুশ্রুতা চ অসু কলাণাগমা চ অসু। যে চ তত্র তত··· প্রসংনা, তেহি বতব্যং — দেবানংপিয়ো নো তথা দানং ব পূজং ব মংঞতে যথা কিংতি সারবঢী অস সর্বপাসডানং। বহুকা চ এতায় অথায় ব্যাপতা ধংমমহামাতা চ ইথীঝখমহামাতা চ বচভূমীকা চ অঞে চ নিকায়া। অয়ং চ এতস ফল য আৎপপাসংডবঢী চ হোতি, ধংমস চ দীপনা।

১৩ শিলানুশাসন

কালসী—অঠবষাভিষিতষা দেবানংপিয়ষ পিয়দষিনে লাজিনে কলিগ্যা বিজিতা। দিয়ঢমাতে পানষতষহশে যে তফা অপবুঢে, শতষহষমাতে তত হতে, বহু-তাবতকে বা মটে। ততো পছা অধুনা লধেষু কলিগ্যেষু তিবে ধংমবায়ে ধংমকামতা ধংমানুষথি চা দেবানংপিয়ষা। যে অথি অনুষয়ে দেবানংপিয়ষা বিজিনিতু কলিগ্যানি। অবিজিতং হি বিজিনমনে এ ততা বধ বা মলনে বা অপবহে বা জনষা, যে বাঢ বেদনিয়মুতে গুলুমুতে চা দেবানংপিয়ষা। ইয়ং পি চু ততো গলুমততলে দেবানংপিয়ষা—যে ততা বষতি বাভনা ব ষমনা বা অনে বা পাশংডা গিহিথা বা যেষু বিহিতা এষ অগভুতিষুষুষা মাতাপিতিষুষুষা গলুষুষুষা, মিতষংথুতষহায়নাতিকেষু দাশ-ভটকষি ষম্যাপটিপতি দিঢভতিতা, তেষং ততা হোতি উপঘাতে বা বধে বা অভিলতানং বা বিনিখমনে ; যেষং বা পি ষুবিহিতানং ষিনেহে অবিপহিনে এতানং মিতশংথুতষহায়নাতিক্য বিয়ষনং পাপুনাতি, ততা যে পি তানমেবা উপঘাতে হোতি। পটিভাগে চা এষ ষবমনুষানং, গুলুমতে চা দেবানংপিয়ষা। নথি চা যে জনপদে যতা নথি ইমে নিকায়া আনংতা (গি. অঞত্র), যোনেষু বংহমনে চা ষমনে চা, নথি চা কুবাপি জনপদষি যতা নথি মনুষান একতলষি পি পাষডষি নো নাম পষাদে। যে অবতকে জনে তদা কলিংগেষু লধেষু হতে

চা মটে চা অপবুঢে চা, ততো যতে ভাগে বা যহযভাগে বা অজ গুলুমতে বা দেবানংপিয়ষা। ((শা. যো পি চ অপকরেয় তি ক্ষমিতবিয়মতে ব দেবনংপ্রিয়স যং শকো ক্ষমনয়ে। য পি চ অটবি (গি. °বিয়ো) দেবনং-প্রিয়স বিজিতে ভোতি ত পি অমুনেতি অমুনিঝপেতি, অমুতপে পি চ প্রভবে দেবনংপ্রিয়স বুচতি তেষ কিতি অবত্রপেয়ু, ন চ হংঞেয়সু। ইছতি হি দেবনং-প্রিয়ো সত্রভুতন অক্ষতি সংযমং সমচরিয়ং রভসিয়ে (কা. মাদব ; গি. °বং)। অয়ি চ মুখমুতে বিজয়ে)) দেবানংপিয়ষা যে ধংমবিজয়ে। যে চ পুনা লধে ((শা. দেবনংপ্রিয়স ইহ চ)) যবেসু চ অতেষু অ যষু পি যোজনষতেষু অত অংতিয়োগে নাম যোনলাজা, পলং চা তেনা অংতিয়োগেনা চতালি ৪ লজানে তুলময়ে নাম, অংতেকিনে নাম, মকা নাম, অলিক্যষুদলে নাম, নিচং চোডপংডিয়া অবং তংবপংনিয়া হেবমেবা, হেবমেবা হিদ লাজবিশবষি যোনকংবোজেষু নাভকনাভপংতিষু ভোজপিতিনিক্যেষু অধপালদেষু যবতা দেবানংপিয়ষা ধংমানুষথি অনুবতংতি। যত পি দুতা দেবানংপিয়ষা নো যংতি, তে পি সুতু দেবানংপিয়স ধংমবুতং বিধনং ধংমানুসথি [চ] ধংমং অনুবিধিয়ংতি অনুবিধি-য়িসংতি চা। যে সে লধে এতকেনা হোতি সবতা বিজয়ে [গি. সবথা পুন বিজয়ো] পিতিলসে সে। গধা (গি. লধা) সা হোতি পিতি পিতি (ভুল ; পূর্বশব্দের পুনরাবৃত্তি) ধংমবিজয়ষি। লহুকা চু খো সা পিতি। পালংতিক্য-মেব মহাফলং মংনংতি দেবানংপিনে। এতায়ে চা অঠায়ে ইয়ং ধংমলিপি লিখিতা কিতি পুতা পপোতা মে অসু নবং বিজয় ম বিজয়েতবিয় মনিষু, ষয়কষি (গি. সরসকে ; শা. স্পকস্পি ; মা. সয়···) যো বিজয়ষি খংতি চা লহুদংডতা চা লোচেতু, তমেব চা বিজয়ং মনতু যে ধংমবিজয়ে। যে হিদলোকিক্যে পললোকিকিয়ে। ষবা চ কং নিলতি হোতু [য] উয়ামলতি (শা. ধ্রংমরতি)। ষা হি হিদলোকিক্যা পললোকিক্যা [চ]।

১৪ শিলানুশাসন

গিরনার—অয়ং ধংমলিপী দেবানংপ্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা। অস্তি এব সংখিতেন, অস্তি মঝমেন, অস্তি বিস্ততেন। ন চ সর্বং সর্বত ঘটিতং। মহালকে হি বিজিতং, বহু চ লিখিতং লিখাপয়িসং চেব [কা. নিক্যং]। অস্তি চ এত

কং পুনপুন বুতং (কা. লপিতে) তস তস অথস মাধূরতায় (কা. মধুলিয়ায়ে) কিংতি (কা, মা, শা. যেন) জনো তথা পটিপজেথ। [শা. সো সিয় ব ; ধ. এ পি চু] তত্র একদা (কা. কিছি) অসমাতং লিখিতং অস, দেসং ব সছায় (কা. ষংখেয়ে ; শা. সংখয়ে) কারণং ব অলোচেৎপা লিপিকরাপরধেন ব।

দুইটি পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন

১ পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন

ধউলী—দেবানংপিয়স বচনেন তোসলিয়ং (জ. দেবানংপিয়ে হেবং আহা : সমাপায়ং) মহামাতা নগলবিয়োহালকা [হেবং] বতবিয়া — অং কিছি দখামি হকং তং ইছামি কিংতি [কং] কংমন পটিপাদয়েহং, দুবালতে চ আলভেহং। এস চ মে মোখ্যমত দুবালং এতসি অঠসি অং তুফেসু অনুসথি। তুফেহি বহূসু পানসহসেসু আয়তা পনয়ং গছেম সু মুনিসানং। সবে মুনিসে পজা মমা। অথা পজায়ে ইছামি হকং কিংতি [মে] সবেন হিতসুখেন হিদলোকিকপাললোকিকেন যুজেবু তি তথা ((সব)) মুনিসেসু পি ইছামি হকং। নো চ [তুফে এতং] পাপুনাথ আবগমুকে ইয়ং অঠে। কেছ ব একপুলিসে পাপুনাতি এতং, সে পি দেসং, নো সবং। দেখত হি তুফে এতং — সুবিহিতা (জ. সুবিতা) পি নিতিয়ং একপুলিসে (জ. বহুকে) পি অথি যে [এতি একমুনিসে] বংধনং বা পলিকিলেসং বা পাপুনাতি। তত হোতি অকস্মা তেন বধনংতিক···অংনে চ বহুজনে দবিয়ে দুখীয়তি (জ. বগ্‌গে বহুকে বেদয়তি)। তত ইছিতবিয়ে তুফেহি কিংতি মঝং পটিপাদয়েমা তি। ইমেহি চু জাতেহি নো সংপটিপজতি—ইসায় আসুলোপেন নিঠুলিয়েন তূলনায় অনাবুতিয় আলসিয়েন কিলমথেন। সে ইছিতবিয়ে কিংতি এতে জাতা নো হুবেবু মমা তি। এতস চ সবস মূলে অনাসুলোপে অতূলনা চ। নিতিয়ং এ [যং] কিলংতে সিয়া ন তে উগছ···(জ. সংচলিতু উথায়ে) সংচলিতবিয়ে তু বটিতবিয়ে [পি] এতবিয়ে বা [নীত্রিয়ং]। হেবংমেব এ দখেয় তুফাক··· তেন বতবিয়ে আনংনে দেখত (জ. নিঝপেতবিয়ে), হেবং চ হেবং চ দেবানংপিয়স অনুসথি। সে মহাফলে এ তস

সংপটিপাদ…মহাঅপায়ে অসংপটিপতি (জ. এতং সংপটিপাতয়ংতং মহাফলে হোতি অসংপটিপতি মহাপায়ে হোতি), বিপটিপাদয়মীনে (জ. •পাতয়ংতং) হি এতং নথি স্বগস আলধি নো লাজালধি। দুআহলে হি ইমস কমস [স] মে কুতে মনোঅতিলেকে। সংপটিপজমীনে চু এতং স্বগং আলাধয়িসথ, মম চ আননিয়ং এহথ। ইয়ং চ লিপি তিসনখতেন (জ. অনুতিসং) সোতবিয়া। অংতলা পি চ তিসেন খনসি খনসি (জ. খনেন) একেন (জ. এককেন) পি সোতবিয়। হেবং চ কলংতং (জ. …মীনে) তুফে চঘথ সংপটিপাদয়িতবে। এতায়ে অঠায়ে ইয়ং লিপি লিখিত হিদ এন [মহামাতা] নগলবিয়োহালকা (জ. নগলক…) সম্বতং সময়ং [এতং] যুজেবূ তি [এন] মুনিসানং অকস্মা পলিবোধে ব অকস্মা পলিকিলেসে ব নো সিয়া তি। এতায়ে চ অঠায়ে হকং …মতে পংচসু পংচসু বসেসু [অনুসয়ানং] নিখাময়িসামি [মহামাতং], এ অখখসে অচংডে সখিনালংভে হোসতি, এতং অঠং জানিতু… তথা কলংতি অথ মম অনুসথী তি। উজেনিতে পি চু কুমালে এতায়ে ব অঠায়ে নিখাময়িস… হেদিসমেব বগং, নো চ অতিকাময়িসতি তিংনি বসানি। হেমেব তখসিলাতে পি। অদা অ… তে মহামাতা (জ. …বচনিক) নিখমিসংতি অনুসয়ানং তদা অহাপয়িতু অতনে কংমং এতং পি জানিসংতি, তং পি তথা কলংতি অথ লাজিনে অনুসথী তি।

২ পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন

জউগড়—দেবানংপিয়ে হেবং আহ: সমাপায়ং (ধ. দেবানংপিয়স বচনেন তোসলিয়ং কুমালে) মহামতা [চ] লাজবচনিকা বতবিয়া — অং কিছি দখামি তং ইছামি হকং কিংতি কং কমন পটিপাতয়েহং দুবালতে চ আলভেহং। এস চ মে মোখিয়মত দুবাল এতস অথস অং তুফেসু অনুসথি। সবমুনিসা মে পজা। অথ পজায়ে ইছামি [হকং] কিংতি মে সবেন হিতসুখেন যুজেয়ু তি হিদলোগিক-পাললোকিকেণ হেবংমেব মে ইছ সবমুনিসেসু। সিয়া অংতানং অবিজিতানং কিংছাংদে (ধ. কিছংদে) সু লাজা অফেসু তি। এতাকা বা মে ইছ অংতেসু পাপুনেয়ু [তে ইতি] লাজা হেবং ইছতি অনুবিগিন হেয়ু মমিয়ায়ে [তি], অস্বসেয়ু চ মে, সুখংমেব চ লহেয়ু মমতে নো দুখং, হেবং চ পাপুনেয়ু [ইতি]

খমিসতি নে লাজা [অফাকা তি] এ সকিয়ে খমিতবে। মমং নিমিতং [ব] চ ধংমং চলেয়ু তি, হিদলোগং চ পললোগং চ আলাধয়েয়ু। এতায়ে চ অঠায়ে হকং তুফেনি অনুসাসামি অননে এতকেন হকং তুফেনি অনুসাসিতু ছংদং চ বেদিতু আ মম ধিতি পটিংনা চ অচল। সে হেবং কটু কংমে চলিতবিয়ে অস্বাসনিয়া চ তে এন তে পাপুনেয়ু অথা পিত হেবং নে লাজা তি, অথ অতানং অনুকংপতি হেবং অফেনি অনুকংপতি, অথা পজা হেবং ময়ে লাজিনে। [সে] তুফেনি হকং অনুসাসিতু ছংদং চ বেদিতু [তুফাক] আ মম ধিতি পটিংনা চা অচল সকলদেসাযুতিকে (ধ. °বুতিকে) হোসামী এতসি অথসি। অলং (ধ. পটিবলা) হি তুফে অস্বাসনায়ে হিতসুখায়ে চ তেসং হিদলোগিকপাললোকি-কায়ে। হেবং চ কলংতং [তুফে] স্বগং চ আলাধয়িসথ মম চ আননেয়ং এসথ। এতায়ে চ অথায়ে ইয়ং লিপী লিখিতা হিদ এন মহামাতা সাস্বতং সমং যুজেয়ু অস্বাসনায়ে চ ধংমচলনায়ে চ [তেস···] অংতানং। ইয়ং চ লিপী অনুচাতুংমাসং সোতবিয়া তিসেন। [কামং চু খনসি খনসি] অংতলা পি চ সোতবিয়া। খনে সংতং একেন পি সোতবিয়া। হেবং চ কলংতং [তুফে] চঘথ সংপটিপাতয়িতবে।

ছোট শিলানুশাসন

রূপনাথ — দেবানংপিয়ে হেবং আহা (মা. দেবানংপিয়স অসোকস·········। ব্র. সুবংণগিরীতে অয়পুতস মহামাতাণং চ বচনেন ইসিলসি মহামাতা আরোগিয়ং বতবিয়া হেবং চ বতবিয়া : দেবানংপিয়ে আণপয়তি) : সাতিরেকানি (ব্র, শি. অধিকানি। য়ে. সাধিকানি) অঢতিয়ানি বসানি য় সুমি পাকাস···কে (বৈ, শি. উপাসকে। ব্র.·········সকে। মা. বুধশকে, °সকে ?)। নো চু [খো] বাঢি (বাঢ, বাঢং) পকতে (পলকতে) [ব্র, শি. হুসং একং সবছরং]। সাতিলেকে (সা. সাধিকে) চু ছবছরে য় সুমি হকং সংঘ······ উপেতে (উপয়াতে, °য়ীতে, °গতে) বাঁঢি চ পকংতে। যা ইমায় কালায় (কালেন, অংতলেন, বেলায়ং) জংবুদিপসি অমিসা (সা. অংমিসং) দেবা হুসু তে দানি মিসা কটা (গ. দেবা

সমাণা মাণুসেহি সে দাণি মিসা কটা। সা. দেবা সংত··· মুনিসা মিসংদেবা কটা। ব্র, শি. সমানা মুনিসা জংবুদীপসি মিসা দেবেহি। য়ে. মুনিসা দেবেহি তে দানি মিসিভূতা। মা. দেবা হুসু তে দানি মিসিভূতা)। পকমসি ('মস, পল·········) হি এস ফলে। নো চ এসা মহততা (মহতেণেব, মহতনেব, মহৎপনেব, মহাৎপেনেব) [চকিয়ে, সক্যে, সকিয়ে, সকে] পাপোতবে, [কামং তু খো] খুদকেন পি পকমমীনেনা (পলকম°) সকিয়ে পিপুলে পি স্বগে আরোধেবে (আরাধয়িতবে; মা. ধমযুতেন সকে অধিগতবে, ন হেবং দখিতবিয়ে উডালকে ব ইম·········) অধিগছেয়া তি, খুদকে চ উডালকে চ বতবিয়া — হেবং বে কলংতং ভদকে ······)। [সে] এতিয় অঠায় চ [ইয়ং] সাবনে কটে (সাবিতে, সাবাপিতে) [যথা] খুদকা চ উডালা (মহাৎপা, মহাধনা) চ [ইমং] পকমংতু তি, অংতা পি চ [ব্র. মৈ। য়ে. মে] জানংতু ইয় পক········· ব কিতি চিরঠিতিকে সিয়া। ইয় হি অঠে বঢি বঢিসিতি বিপুল··· চ বঢিসিতি [সা. দিয়াঢিয়ং] অপলধিয়েনা দিয়ঢিয়ং [পি চ] বঢিসিতি [তি]। ইয় চ অঠে পবতিসু লেখাপেত বালত········· হিধ চ অথি সিলাঠংভে, সিলাঠংভসি লিখাপেতবয়··· ··· তি। এতিনা চ বয়জনেনা যাবতক······ তুপক······ অহালে সবর বিবসেতবায়··· তি। ব্যুঠেনা সাবনে কটে ২৫৬ সত বিবাসা তি (সা. ইয়ং চ সবনে বিবুথেন দুবে সপংনা লাতিসতা বিবুথা তি ২৫৬, ইম··· চ অঠং······)।

ব্রহ্মগিরি — সে হেবং দেবানংপিয়ে আহ (য়ে. হেবং দেবানংপিয়েন: যথা দেবানংপিয়েন সবথ কথিতা তথা কটবিয়··· রাজুকে আনাপিতবিয়ে, ভেরিনা জানপদং আনপয়িসতি রঠীকানি চ): মাতাপিতিসু সুস্রসিতবিয়ে, হেমেব গরুসু [য়ে. সুসুসিতবিয়ে], প্রাণেসু দ্রহিতব্যং [য়ে. দয়িতবিয়ে], সচং বতবিয়ং সে ইমে ধংমগুণা পবতিতবিয়া। হেমেব অংতেবাসিনা আচরিয়ে অপচায়িতবিয়ে। ঞাতিকেসু চ কং যথারহং পবতিতবিয়ে। এসা পোরাণা পকিতী দীঘাবুসে চ এস, হেবং এস কটবিয়ে। চপডেন লিখিতে লিপিকরেণ (য়ে. হেবং তুফে আনপয়াথ দেবানংপিয়স বচনেন। হেবং দানি হি যথা হথিয়ারোহানি কারনকানি যুগ্যচরিয়ানি বংভনানি চ

নিবেসয়াথ, অথ অংতেবাসীনি যারিসা পোরানা পকিতি ইয়ং সুস্থুসিতবিয়ে, অপচায়না য··· বা আচরিয়স সবা মে··· যস যথাচরিণ··· আচরিয়স নাতিকানি যথারহং নাতিকেসু পবতিতবিয়ে। হেসা পি অংতেবাসীসু যথারহং পবতিতবিয়ে। যারিসা পোরানা পকিতি যথারহ··· যথা ইয়ং আরোকং সিয়া। হেবং তুফে আনপয়াথ নিবেসয়াথ চ অংতেবাসীনি, হেবং দেবানংপিয়ে আনপয়তি)।

দুইটি (বা তিনটি) গুহালেখ

১ গুহালেখ

লাজিনা পিয়দসিনা দুবাডসবসাভিসিতেনা ইয়ং নিগোহকুভা দিনা আজীবিকেহি।

২ গুহালেখ

লাজিনা পিয়দসিনা দুবাডসবসাভিসিতেনা ইয়ং কুভা খলতিকপবতসি দিনা আজীবিকেহি।

৩ গুহালেখ

লাজ পিয়দসী একুনবীসতিবসাভিসিতে জলঘোসাগমথাৎ মে ইয়ং কুভা সুপিয়ে খ······ দিনা ····।

লুম্বিনী স্তম্ভলেখ

দেবানপিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন অতন আগাচ মহীয়িতে হিদ বুধে জাতে সক্যমুনীতি। সিলা বিগডভীচা কালাপিত, সিলাথভে চ উসপাপিতে, হিদ ভগবং জাতে তি লুংমিনিগামে উবলিকে কটে অঠভাগিয়ে চ।

নিগালীসাগর স্তম্ভলেখ

দেবানংপিয়েন পিয়দসিন লাজিন চোদসবসাভিসিতেন বুধস কোনাকমনস থুবে দুতিয়ং বঢ়িতে …সাভিসিতেন চ অতন আগাচ মহীয়িতে … …পাপিতে।

সংঘভেদ স্তম্ভানুশাসন

সারনাথ — দেবা……(এ. দেবানংপিয়ে আনপয়তি)। পাট……(এ. কোসম্বিয়ং মহামাত……)। যে কেন পি সংঘে ভেতবে……(এ.…… সমগে কটে সংঘসি নো লহিয়ে। সাঁ. যা ভেত …ঘে …মগে কটে ভিখুনং চা ভিখুনীনং চা তি পুতপপোতিকে চন্দমসূরিয়িকে)। এ চুং খো ভিখু বা ভিখুনি বা সংঘং ভখতি, সে [পি চা] ওদাতানি দুসানি সংনং-ধাপয়িয়া (•পয়িতু) অনাবাসসি আবাসয়িয়ে (সাঁ. বাসাপেতবিয়ে। ইছা হি মে কিংতি সংঘে সমগে চিলথিতীকে সিয়া তি)। হেবং ইয়ং সাসনে ভিখুসংঘসি চ ভিখুনিসংঘসি চ বিংনপয়িতবিয়ে। হেবং দেবানংপিয়ে আহা — হেদিসা চ ইকা লিপী তুফাকংতিকং হুবতি সংসলনসি নিখিতা ; ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানংতিকং নিখিপাথ। তে পি চ উপাসকা অনুপোসথং যাবু এতমেব সাসণং বিস্বংসয়িতবে। অনুপোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে যাতি এতমেব সাসনং বিস্বংসয়িতবে আজানিতবে চ। আবতে চ তুফাকং আহালে সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন। হেমেব সবেসু কোটবিষবেসু এতেন বিয়ংজনেন বিবাসাপয়াথা।

ভাব্রূ অনুশাসন

প্রিয়দসি লাজা মাগধে সংঘং অভিবাদেতূনং আহা : অপাবাধতং চ ফাসুবিহালতং চা। বিদিতে বে ভংতে আবতকে হমা বুধসি ধংমসি সংঘসী

তি গালবে চ প্রসাদে চ। এ কেচি ভংতে ভগবতা বুধেন ভাসিতে সবে সে সুভাসিতে বা। এ চু খো ভংতে হমিয়ায়ে দিসেয়া হেবং সধংমে চিলঠিতীকে হোসতী তি অলহামি হকং তং বতবে। ইমানি ভংতে ধংম-পলিয়ায়ানি — বিনয়সমুকসে অলিয়বসানি অনাগতভয়ানি মুনিগাথা মোনেয়-সুতে উপতিসপসিনে, এ চা লাঘুলোবাদে মুসাবাদং অধিগিচ্য ভগবতা বুধেন ভাসিতে — এতানি ভংতে ধংমপলিয়ায়ানি ইছামি কিংতি বহুকে ভিখুপায়ে চা ভিখুনিয়ে চা অভিখিনং সুনেয়ু চা উপধালয়েয়ু চা। হেবংমেবা উপাসকা চা উপাসিকা চা। এতেন ভংতে ইমং লিখাপয়ামি অভিপ্রেতং মে জানংতু তি।

রাজ্ঞীর স্তম্ভানুশাসন

দেবানংপিয়ষা বচনেনা সবত মহামতা বতবিয়া: এ হেতা দুতিয়ায়ে দেবীয়ে দানে অংবাবডিকা বা আলমে ব দানগহে ব এ বা পি অংনে কীছি গনীয়তি তায়ে দেবিয়ে, যে নানি হেবং …ন… দুতীয়ায়ে দেবিয়ে তি তীবলমাতু কালুবাকিয়ে;

সাতটি স্তম্ভানুশাসন

দিল্লী - তোপ্‌রা

১ স্তম্ভানুশাসন

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা: সডুবীসতিবসঅভিসিতেন মে ইয়ং ধংমলিপি লিখাপিতা। হিদতপালতে দুসংপটিপাদয়ে অংনত অগায়া ধংমকামতায়া, অগায় পলীখায়া, অগায় সুসুসায়া, অগেন ভয়েনা, অগেন উসাহেনা। এস চু খো মম অনুসথিয়া ধংমাপেখা ধংমকামতা চা সুবে সুবে বঢিতা বঢীসতি চেবা। পুলিসা পি চ মে উকসা চা গেবয়া চা

মঝিমা চা অনুবিধীয়ংতী সংপটিপাদয়ংতি চা, অলং চ পলং সমাদপয়িতবে। হেমেবা অংতমহামাতা পি। এসা হি বিধি—যা ইয়ং ধংমেন পালনা, ধংমেন বিধানে, ধংমেন সুখিয়না, ধংমেন গোতী তি।

২ স্তম্ভানুশাসন

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা : ধংমে সাধু। কিয়ং চু ধংমে তি? অপাসিনবে বহু কয়ানে দয়া দানে সচে সোচয়ে। চখুদানে পি মে বহুবিধে দিংনে। দুপদচতুপদেসু পখিবালিচলেসু বিবিধে মে অনুগহে কটে আ পানদাখিনায়ে। অংনানি পি চ মে বহুনি কয়ানানি কটানি। এতায়ে মে অঠায়ে ইয়ং ধংমলিপি লিখাপিতা হেবং অনুপটিপজংতু চিলংথিতিকা চ হোতূ তি। যে চ হেবং সংপটিপজীসতি সে সুকটং কছতী তি।

৩ স্তম্ভানুশাসন

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং অহা : কয়ানংমেব দেখতি—ইয়ং মে কয়ানে কটে তি। নো মিন পাপং দেখতি—ইয়ং মে পাপে কটে তি, ইয়ং বা আসিনবে নামা তি। দুপটিবেখে চু খো এসা। হেবং চু খো এস দেখিয়ে — ইমানি আসিনবগামীনি নাম অথ চংডিয়ে নিঠূলিয়ে কোধে মানে ইস্যা কালনেন ব হকং মা পলিভসয়িসং [তি]। এস বাঢ দেখিয়ে — ইয়ং মে হিদতিকায়ে, ইয়ং মন মে পালতিকায়ে [তি]।

৪ স্তম্ভানুশাসন

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা : সডুবীসতিবসঅভিসিতেন মে ইয়ং ধংমলিপি লিখাপিতা। লজূকা মে বহূসু পানসতসহসেসু জনসি আয়তা। তেসং যে অভিহালে বা দংডে বা অতপতিয়ে মে কটে কিংতি লজূকা অস্বথ অভীতা কংমানি পবতয়েবু, জনস জানপদসা হিতসুখং উপদহেবু অনুগহিনেবু চা, সুখীয়নদুখীয়নং জানিসংতি, ধংমযুতেন চ বিয়োবদিসংতি জনং জানপদং কিংতি হিদতং চ পালতং চ আলধয়েবু তি। লজূকা পি লঘংতি পটিচলিতবে

মং। পুলিসানি পি মে ছংদংনানি পটিচলিসংতি। তে পি চ কানি বিয়োবদিসংতি যেন মং লজূকা চঘংতি আলাধয়িতবে। অথা হি পজং বিয়তায়ে ধাতিয়ে নিসিজিতু অস্বথে হোতি বিয়ত ধাতি চঘতি মে পজং সুখং পলিহটবে তি হেবং মমা লজূকা কটা জানপদস হিতসুখায়ে। যেন এতে অভীতা অস্বথ সংতং অবিমনা কংমানি পবতয়েবু তি এতেন মে লজূকানং অভিহালে ব দংডে বা অতপতিয়ে কটে। ইছিতবিয়ে হি এসা কিংতি বিয়োহালসমতা চ সিয় দংডসমতা চা। অব ইতে পি চ মে আবুতি — বংধনবধানং মুনিসানং তীলিতদংডানং পতবধানং তিংনি দিবসানি মে যোতে দিংনে। নাতিকা ব কানি নিঝপয়িসংতি জীবিতায়ে তানং, নাসংতং বা নিঝপয়িতা দানং দাহংতি পালতিকং উপবাসং চ কছংতি। ইছা হি মে হেবং নিলুধসি পি কালসি পালতং আলাধয়েবু তি, জনস চ বঢতি বিবিধে ধংমচলনে সংযমে দানসবিভাগে তি।

৫ স্তম্ভানুশাসন

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং অহা: সড়ুবিসতিবসঅভিসিতেন মে ইমানি জাতানি অবধিয়ানি কটানি, সে যথা সুকে সালিকা অলুনে চকবাকে হংসে নংদীমুখে গেলাটে জতূকা অংবাকপীলিকা দলি (অন্যত্র দুলি, °লী) অনঠিকমছে বেদবেয়কে গংগাপুপুটকে সংকুজমছে কফটসয়কে পংনসসে সিমলে সংডকে ওকপিংডে পলসতে সেতকপোতে গামকপোতে, সবে [চ] চতুপদে যে পটিভোগং নো এতি ন চ খাদিয়তি। ((অজকা নানি)) এলকা চা সূকলী চা গভিনী বা পায়মীনা ব অবধিয়, পোতকে পি চ কানি আসংমাসিকে। বধিকুকুটে নো কটবিয়ে। তুসে সজীবে নো ঝাপেতবিয়ে। দাবে অনঠায়ে বা বিহিসায়ে বা নো ঝাপেতবিয়ে। জীবেন জীবে নো পুসিতবিয়ে। তীসু চাতুংমাসীসু তিসায়ং পুংনমাসিয়ং তিংনি দিবসানি চাবুদসং পংনডসং পটিপদায়ে ধুবায়ে চা অনুপোসথং মছে অবধিয়ে, নো পি বিকেতবিয়ে। এতানি যেবা দিবসানি নাগবনসি কেবটভোগসি যানি অংনানি পি জীবনিকায়ানি ন হংতবিয়ানি। অঠমীপখায়ে চাবুদসায়ে

পংনডসায়ে তিসায়ে পুনাবস্থনে তীস্থ চাতুংমাসীস্থ স্থদিবসায়ে গোনে নো নীলখিতবিয়ে। অজকে এডকে স্থকলে এ বা পি অংনে নীলখিয়তি, নো নীলখিতবিয়ে। তিসায়ে পুনাবস্থনে চাতুংমাসিয়ে চাতুংমাসিপখায়ে অস্বসা গোনসা লখনে নো কটবিয়ে। যাব সডুবীসতিবসঅভিসিতেন মে এতায়ে অংতলিকায়ে পংনবীসতি বংধনমোখানি কটানি।

৬ স্তম্ভানুশাসন

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং অহা: দুবাডসবসঅভিসিতেন মে ধংমলিপি লিখাপিতা লোকসা হিতস্থখায়ে, সে তং অপহটা তং তং ধংমবঢি পাপোবা। হেবং লোকসা হিতস্থখে তি পটিবেখামি অথ ইয়ং নাতিস্থ হেবং পতিয়াসংনেস্থ হেবং অপকঠেস্থ কিমং কানি স্থখং আবহামী তি তথ চ বিদহামি। হেমেবা সবনিকায়েস্থ পটিবেখামি। সবপাসংডা পি মে পূজিতা বিবিধায় পূজায়া। এ চু ইয়ং অতনা পচুপগমনে সে মে মোখ্যমতে। সডুবীসতিবসঅভিসিতেন মে ইয়ং ধংমলিপি লিখাপিতা।

৭ স্তম্ভানুশাসন

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা: যে অতিকংতং অংতলং লাজানে হুস্থ হেবং ইছিস্থ কথং জনে ধংমবঢিয়া বঢেয়া, নো চু জনে অনুলুপায়া ধংমবঢিয়া বঢিথা। এতং দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা: এস মে হুথা —অতিকংতং চ অংতলং হেবং ইছিস্থ লাজানে কথং জনে অনুলুপায়া ধংমবঢিয়া বঢেয়া তি, নো চ জনে অনুলুপায়া ধংমবঢিয়া বঢেথা। সে কিনস্থ জনে অনুপটিপজেয়া, কিনস্থ জনে অনুলুপায়া ধংমবঢিয়া বঢেয়া তি, কিনস্থ কানি অভ্যুংনাময়েহং ধংমবঢিয়া তি। এতং দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা: এস মে হুথা—ধংমসাবনানি সাবাপয়ামি, ধংমানুসথিনি অনুসাসামি, এতং জনে স্থতু অনুপটীপজীসতি অভ্যুংনমিসতি ধংমবঢিয়া চ বাঢং বঢিসতি। এতায়ে মে অঠায়ে ধংমসাবনানি সাবাপিতানি, ধংমানুসথিনি বিবিধানি আনপিতানি যথা পুলিসা পি বহুনে জনসি আয়তা এ তে পলিয়োবদিসংতি

পি পবিথলিসন্তি পি। লজূকা পি বহুকেসু পানসতসহসেসু আয়তা। তে পি মে আনপিতা হেবং চ হেবং চ পলিয়োবদাথ জনং ধংমযুতং। দেবানংপিয়ে পিয়দসি হেবং আহা: এতমেব মে অনুবেখমানে ধংমথংভানি কটানি, ধংমমহামাতা কটা, ধংমসাবনে কটে। দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা: মগেসু পি মে নিগোহানি লোপাপিতানি ছায়োপগানি হোসংতি পসুমুনিসানং, অংবাবডিক্যা লোপাপিতা, অঢকোসিক্যানি পি মে উদুপানানি খানাপাপিতানি, নিসিদিয়া চ কালাপিতা, আপানানি মে বহুকানি তত তত কালাপিতানি পটীভোগায়ে পসুমুনিসানং। লহুকে চু এস পটীভোগে নাম। বিবিধায়া হি সুখায়নায়া পুলিমেহি পি লাজীহি মময়া চ সুখয়িতে লোকে। ইমং চু ধংমানুপটীপতী অনুপটীপজংতু তি এতদথা মে এস কটে। দেবানংপিয়ে পিয়দসি হেবং আহা: ধংমমহামাতা পি মেতে বহুবিধেসু অঠেসু আনুগহিকেসু বিয়াপটাসে, পবজীতানং চেব গিহিথানং চ সবপাসংডেসু পি চ বিয়াপটাসে। সংঘঠসি পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি তি। হেমেব বাভনেসু আজীবিকেসু পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি তি। নিগংঠেসু পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি। নানাপাসংডেসু পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি তি পটিবিসিঠং পটীবিসিঠং তেসু তেসু তে তে মহামাতা। ধংম - মহামাতা চু মে এতেসু চেব বিয়াপটা সবেসু চ অংনেসু পাসংডেসু। দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা: এতে চ অংনে চ বহুকা মুখা দানবিসগসি বিয়াপটাসে মম চেব দেবিনং চ, সবসি চ মে ওলোধনসি তে বহুবিধেন আকালেন তানি তানি তুঠায়তনানি পটী··· হিদ চেব দিসাসু চ। দালকানং পি চ মে কটে অংনানং চ দেবিকুমালানং ইমে দানবিসগেসু বিয়াপটা হোহংতি তি। ধংমাপদানঠায়ে ধংমানুপটিপতিয়ে। এস হি ধংমাপদানে ধংমপটীপতি চ যা ইয়ং দয়া দানে সচে সোচবে মদবে সাধবে চ লোকস হেবং বঢিসতি তি। দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা: যানি হি কানিচি মমিয়া সাধবানি কটানি তং লোকে অনূপটীপংনে তং চ অনুবিধিয়ংতি। তেন বঢিতা চ বঢিসংতি চ মাতাপিতিসু সুসুসা যা, গুলুসু সুসুসা যা, বয়োমহালকানং অনুপটীপতি যা, বাভনসমনেসু কপনবলাকেসু আব দাসভটকেসু সংপটীপতি যা। দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং

আহা: মুনিসানং চু যা ইয়ং ধংমবঢি বঢিতা দুবেহি য়েব আকালেহি, ধংমনিয়মেন চ নিঝতিয়া চ। তত চু লহু সে ধংমনিয়মে, নিঝতিয়া ব ভুয়ে। ধংমনিয়মে চু খো এস যে মে ইয়ং কটে ইমানি চ ইমানি জাতানি অবধিয়ানি। অংনানি পি চু বহুকানি ধংমনিয়মানি যানি মে কটানি। নিঝতিয়া ব চু ভুয়ে মুনিসানং ধংমবঢি বঢিতা অবিহিংসায়ে ভুতানং অনালংভায়ে পানানং। সে এতায়ে অথায়ে ইয়ং কটে পুতাপপোতিকে চংদমসুলিয়িকে হোতু তি, তথা চ অনুপটীপজংতু তি। হেবং হি অনুপটীপজংতং হিদতপালতে আলধে হোতি। সতবিসতিবসাভিসিতেন মে ইয়ং ধংমলিবি লিখাপাপিতা তি। এতং দেবানংপিয়ে আহা: ইয়ং ধংমলিবি অত অথি সিলাথংভানি বা সিলাফলকানি বা তত কটবিয়া এন এস চিলঠিতিকে সিয়া।

শুদ্ধি

ছাপার সময়ে টাইপ ভাঙিয়া অনেক শব্দে উ-উকার, রেফ্, র-ফলা, হসন্ত প্রভৃতি চিহ্ন উঠে নাই, সহৃদয় পাঠক অনুগ্রহপূর্বক এগুলি অনুমানে বুঝিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হইবে
৪	৪	” ”	” ”
২৮	৯	অন্ধ	অন্ধ্র
৪০	৯	ইহলৌকিক	ঐহলৌকিক
৫৭	১৪, ২১	৩, ১০	৪, ১০
৫৯	শেষ	কুপ	কূপ

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হইবে
৬৪	১৫	ষে	যে
৬৬	২০	ভিক্ষাজীবী	'ভিক্ষাজীবী
৬৭	৭	ভুতে	ভুতে
৭৭	৯	ইহলৌকিক	ঐহলৌকিক
৭৮	১০-১১	লাইনের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া ১১-১২ লাইনের মধ্যে ব্যবধান বাড়িবে।	
৭৯	১১	উচ্ছিত	উচ্ছ্রিত
৯২	৪	লেথ	লেখা
৯৫	১৫	(ও	(ও)
৯৮	৫	সথিনালম্ভে-শব্দের পর < চিহ্ন হইবে।	
„	১৪	কুমার	কুমার
১০৯	১০	অর্খ	অর্থ
১১৫	৪	লুম্বিনীদেবী	লুম্বিনীদাব
১৪৩	১০	আমার ধর্মমহামাত্রগণও এইরূপ	আমার এই ধর্মমহামাত্রগণও
১৪৩	২১-২৩	যে ইহারা ব্যাপৃত হইবেন। সেই সেই বিশেষ বিশেষ (সম্প্রদায়গণের) বিষয়ে সেই সেই (বিশেষ বিশেষ) মহামাত্রগণ (ব্যাপৃত আছেন)।	যে সেই সেই বিশেষ বিশেষ (সম্প্রদায়গণের) বিষয়ে সেই সেই (বিশেষ বিশেষ) মহামাত্রগণ ব্যাপৃত হইবেন।

ভারতবিদ্যাবিহার

২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

জনানামিহ সর্বেষাং সর্বশ্রেয়ঃসমৃদ্ধয়ে
সর্বত্র সর্বদাস্মাকং ভূয়াদ্ ভারতসংস্কৃতিঃ।

উদ্দেশ্য

বিচার তুলনা ও যুক্তিমূলক প্রণালীতে এবং ইতিহাস-ভাষাতত্ত্বাদির আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীনভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবিধ ক্ষেত্রসম্বন্ধে গবেষ

শ্রীরাজশেখর বসু
ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র
ডক্টর শ্রীজিতেন্দ্রন
ডক্টর শ্রীপ্রবোধচ

ডক্টর শ্রীমনোমো
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস
শ্রীবরেন্দ্রপ্রসাদ রা

"রাজগৃহ ও নালন্দা" সম্বন্ধে অভিমত

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—

"রাজগৃহ ও নালন্দার নাম শুনিলেই শিক্ষিতগণের চিত্তে কৌতুক জাগিয়া উঠে…গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, ইনি ঐ দৃষ্টিতেই ঐ দুই স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং বহুদিন সেখানে বাস করিয়া সেখানকার বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ দুই স্থানে ভ্রমণ করিতে চান তাঁহারাও ইহাতে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। আমরা ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।" (প্রবাসী)

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ—…"Much more than a mere travel or Guide book. He has incorporated in it the latest findings of eminent archaeologists.." (Modern Review)

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার—"……The author has placed under contribution almost all the sources of information known so far and he has tried to write the account in as simple a language as possible...I hope the book will be widely read .." (Hindusthan Standard)

আনন্দবাজার পত্রিকা—"বাঙলা ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর বিবর্জিত এরূপ একখানি পুস্তক সকলের আদরের সামগ্রী হওয়া উচিত"।

অমৃত বাজার পত্রিকা—"...He has given all that a tourist may want to know about these places and there are detailed itineraries which will save the latter from much unnecessary trouble while it will take him to all the important historical sites worth visiting..."